রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণীত।

আশ্বিন, ১৩৩০ সাল।

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেটকাফ্ প্রেস্
৭৯নং বলরামদের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

নিবেদন।

"মজলিস"-সম্পাদক পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ, মহাশয়ের উৎসাহে এবং পরম উদ্যমশীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-নাথ কুমার সুহৃদ্বরের আগ্রহে "রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা" প্রথমে 'মজলিস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এক্ষণে তাহা আবশ্যকমত সামান্য সংশোধিত এবং দুই চারিটী রঙ্গ-কথা নূতন সংযোজিত হইয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র-মোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ মুস্তফী প্রভৃতি বঙ্গনাট্যশালার প্রবীণ ও প্রৌঢ় অভিনেতাগণ "রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা" সংগ্রহে আমাকে অল্পাধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন; এ নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম। 'বাসনা,' 'কনক ও নলিনী' এবং 'আমার কথা' রচয়িত্রী সুবিখ্যাতা প্রবীণা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী এবং প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ, বিশেষতঃ শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী কেবলমাত্র রঙ্গ-কথা নহে, 'ব্লক' করিবার জন্য

তাঁহার নিকট বহুকাল হইতে সযত্নে সংরক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের ফটো প্রদানে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

মাননীয় নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাটী লিখিয়া দিয়া গ্রন্থখানিকে গৌরবান্বিত এবং তৎসঙ্গে আমাকেও ধন্য করিয়াছেন।

এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ যদ্যপি "রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা" পাঠে কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ করেন, তাহা হইলেই সমস্ত পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

১৩নং বসুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
১লা আশ্বিন ১৩৩০ সাল।

বিনীত—
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

উপহার

সুকবি ও সুসাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়

সুচরিতেষু।

মহাশয়,

আপনি সরল ও উদার বলিয়া নহে—আপনি নাট্যকলাকুশল ও নাট্যকার বলিয়া নহে—আপনি একদিন স্বীয় সৌজন্যে মুগ্ধ করিয়া মহাকবি গিরিশ-চন্দ্রকে কিছুদিনের জন্য আপনার "সুরেন্দ্র-কুটীরে" বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন,—অতীতের সেই পুণ্য-স্মৃতিটুকুকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবার নিমিত্ত "রঙ্গা-লয়ের রঙ্গ-কথা" আপনার কর-কমলে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত সমর্পণ করিলাম। ইতি—

১৩নং বসুপাড়া লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, ১৩৩০ সাল।

গুণমুগ্ধ
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা।

(নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক লিখিত)

একদিন ফিল্ডিং, জনসন, অ্যাডিসন, স্মলেট, রিচার্ডসন, গ্যারিক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ Wit নামে অভিহিত হইতেন; এ দেশেও রসজ্ঞ এবং পণ্ডিত এক কথাই ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় রসরাজও ছিলেন, গোপাল ভাঁড়ও ছিলেন; কিন্তু ভাঁড়ে থাকিতে থাকিতে খেজুর রস, তালের রসও যেমন তাড়ি হইয়া পড়ে, কথার রসেরও সেই দশা দাঁড়াইল। এখন কেহ রসিকতা করিলে গম্ভীর লোকে তাহা ছ্যাব্লামো বা ভাঁড়ামি বলিয়া নিন্দা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত যাঁহারা আলাপ করিয়াছিলেন তাঁহারা জানেন,—কত রসের কথা—হাসির কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত, কিন্তু তাঁহাকে কেহ রসিক বলিতে সাহস করেন না। বঙ্কিম বাবু রবি বাবু রসের সাগর, কিন্তু লোকে মনে করেন ইঁহাদিগকে রসিক বলিলে ছোট করা হইবে; দীনবন্ধু বাবুকে কেহ কেহ রসিক বলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীলও বলিয়া ফেলেন।

এই অশ্লীল কথাটীর রহস্যভেদ করা বড় দুরূহ। কতকগুলা কথা আছে বটে যাহাতে রস মোটে নাই কেবল ঘৃণা-উদ্দীপক বীভৎসতা মাত্র,—সে গুলি তাড়িখানাতেই উচ্চারিত হইয়া থাকে, একেবারে ভদ্রতা না হারাইলে কেহ তাহা আর মুখে আনেন না। আর কতক-

গুলি কথা আটপৌরে হইয়াই এবং প্রয়োগ-দোষেও এক্ষণে লোকের কানে খট্ করিয়া লাগে। ধরুন, নিতম্ব কথাটী—যখন ভারত-চন্দ্র ঐ কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তখন সাধারণ লোকে উহার

জানিত না, যেমন এখন কাঞ্চীপদের অর্থ অনেকে জানেন না; টোল ছাড়িয়া নিতম্ব যেমন গোয়ালে ঢুকিল—অমনি অশ্লীল হইল। পয়োধর শব্দ মাতৃ সম্বন্ধেই ব্যবহার্য্য, যে আধার হইতে পয়ঃ পান করিয়া ক্রোড়স্থ শিশু তুষ্টি ও পুষ্টিলাভ করে তাহাকেই পয়োধর বলা যায়, কিন্তু ক্রমে প্রয়োগ-দোষে ঐ মধুর পবিত্র শব্দটী অবাচ্য ও অশ্রাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকান্ত ডাকিলেন,—'হরে'—হরি তখন সুখান্বেষণে অন্যত্র গমন করিয়াছে।" এখন তরুণ যুবকেরা পরস্পরের মধ্যে আলাপ-প্রসঙ্গে বন্ধু বিশেষের উদ্দেশে যদি বলিতে আরম্ভ করেন, "অমুক এখন সুখান্বেষণে অন্যত্র গিয়াছে।" তাহা হইলে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই "সুখান্বেষণ" শব্দটাকে নর্দ্দমাজাৎ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থগত বিদ্যার বাহুল্যও বোধ হয় উপস্থিত বক্তার সংখ্যা কমাইয়া দিতেছে; 'কোটেসন' এখন অনেক পরিমাণে উপস্থিত বচনের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

সামাজিক বৈঠকে বসিয়া জনসন, গ্যারিক, থ্যাকারে, ডিকেন্স প্রভৃতি মনীষীগণ কত রসের কথা কহিয়া গিয়াছেন, সাময়িক বন্ধুরা তাহার অনেকই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে উহা পুস্তকের পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়া আমরা কতই না আনন্দ উপভোগ করি, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম প্রভৃতি

কত মজার কথা,—মজা অথচ জ্ঞানানন্দপ্রদ—কিন্তু সে সব কথা একেবারে চিরদিনের জন্য হারাইয়া গিয়াছে। ইংরাজিতে নাট্যশালার রসালাপ সম্বন্ধে Green-room Gossip ধরণের অনেক পুস্তকেই কত নট-নটীর সামাজিক জীবনের প্রতিভা পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়; আমাদের—এই কাঙ্গাল অভিনেতাদের কতক কতক কথাও হয়তো বাসি হইলে খাটিয়া যাইবে; বোধ হয় এই মনে করিয়াই শ্রীমান অবিনাশচন্দ্র "রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা" অনেক পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতেছেন। খেলিতে বসিলে রং বেরং দুই রকমেরই তাস হাতে রাখিতে হয়, অবিনাশচন্দ্রের সংগ্রহের মধ্যে যদি কাহারও কোন কথা বেরং বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা অনায়াসে পাশে চালাইয়া দিতে পারিবেন; সেও একটা লাভ। আর রং এর কথা পড়িলে অনেক আসরে তুরুপ মারিয়া পাঞ্জার পাড়ংও পাতিতে পারিবেন।

বড় কষ্টের জীবন দাঁড়াইয়াছে আমাদের; আমরা শুকাইয়া যাইতেছি। স্কুল-কলেজের পড়ায় রস প্রায় নাই, কর্ম্মজীবনে শুষ্ক খাটুনি, যাঁহারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহারাও যে টাকার কোন রস পান, তাঁহাদের মুখে ও ব্যবহারে তাহা বোধ হয় না। পারিবারিক মিলন বা বৈঠকে বন্ধু সমাগম তো নাই-ই। চায়ের বাটী আর চুরুটে কত রস আছে জানি না, কিন্তু এই "রঙ্গ-কথায়" বোধ হয় যেন একটু রস আছে—বেশ ঝাল ঝাল—টক টক—মিষ্টি মিষ্টি!

———:*:———

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা

নাট্যসম্রাট—স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

১, ৪, ৬, ১০ ইত্যাদি পৃষ্ঠা।

রঙ্গালয়ের রঙ্গ কথা।

—— •:•:• ——

গুরুর গুরু।

একদিন জনৈক যুবক নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—"নাট্যকলা সম্বন্ধে মহাশয়ের নিকট কিছু উপদেশ শুনিতে আসিয়াছি।" গিরিশবাবু সে দিন বিশেষ কোনও কার্য্যে ব্যস্ত না থাকায় যুবকের সহিত নাট্যকলা সম্বন্ধে নানারূপ কথা কহিতে লাগিলেন। যুবকটীও ক্রমে ক্রমে বেশ তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিয়া শেষে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু তাঁহার বাচালতা দর্শনে একটু হাসিয়া বলিলেন,—"বাপু, তুমি আসিয়া প্রথমে বলিলে, কিছু উপদেশ শুনিতে আসিয়াছ; তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে তুমি আমাকেই উপদেশ দিতে আসিয়াছ।"

আমি যে রাঠোর।

ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের "চণ্ড" নামক ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়ে চিতোর ও রাঠোর পক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈন্য মহাসমারোহে রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইত। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র ইঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন, এবং রঙ্গমঞ্চে পাছে বিশৃঙ্খলা ঘটে, এজন্য তিনি রাঠোর পক্ষীয় সৈন্যগণের নাম 'রাঠোর' এবং চিতোর পক্ষীয় সৈন্যগণের নাম 'চিতোর' রাখিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি 'চিতোর' বলিয়া ডাকিতেন, সেই সময়ে চিতোর পক্ষীয় সৈন্যগণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিত,—এইরূপ 'রাঠোর' বলিয়া ডাকিলে রাঠোর সৈন্যগণ আসিত। তাহারা কেবল কে কোন্ পক্ষীয়—এইটুকু মনে করিয়া রাখিত।

একদিন উপেনবাবুর বাটীতে জনৈক গুড়ওয়ালা গুড় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। গুড়-বিক্রেতা বলিতেছে,—'পাঁচ আনা সের'। উপেনবাবু বলিতেছেন,—"ঠিক দর বল্, চারি আনার বেশী দেব না।" গুড়-বিক্রেতা করযোড়ে বলিল,—"আজ্ঞে আমি ঠিক দর ব'লেছি, আপনি গুরু, আপনার কাছে কি মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে পারি।" উপেনবাবু কুপিত হইয়া বলিলেন,—"বেটা ছোট লোক, যা মুখে আসে তাই বলিস্, আমি তোর গুরু?" গুড়-বিক্রেতা বিনয় ও

ভক্তিসহকারে নিবেদন করিল,—"সে কি বাবু, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না, আমি যে 'রাঠোর' !"

বগলে অংশুমালী।

বেঙ্গল থিয়েটারে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়-বিরচিত "অনলে বিজলী" নামক নূতন নাটকের অভিনয় ঘোষিত হইয়াছে। নাট্যাচার্য্য রসরাজ শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহিত পথে তাঁহার পরিচিত উক্ত থিয়েটারের জনৈক অভিনেতার সহিত সাক্ষাৎ হয়। অমৃতবাবু বলিলেন,—"হ্যাঁহে, তোমাদের থিয়েটারে "অনলে বিজলী" নাটকের বিজ্ঞাপন দেখিতেছি, বিষয়টা কি ?" উক্ত অভিনেতা বলিলেন, "অনলে বিজলী নাম গ্রন্থকার একটু ঘুরাইয়া দিয়াছেন, বিষয়টা হ'চ্চে—সীতার অগ্নি-পরীক্ষা।" অমৃত বাবু বলিলেন,—"বটে ! দাঁড়াও, আমিও "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" নিয়ে এক খানা নাটক লিখ্‌ছি, তার নাম দেব—"বগলে অংশুমালী" ।

আবু হোসেন, বাবু হোসেন ও আমীর হোসেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে "আবুহোসেন" অভিনয় দেখিতে পুলিস কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট আমীর হোসেন সাহেব আসিয়া রয়েল বক্সে বসিয়াছেন। "আবুহোসেন"-বেশী নাট্যাচার্য্য হাস্যরস-সাগর অর্দ্ধেন্দু-

শেখর মুস্তফী মহাশয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া দর্শকগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আজ অভিনয় হবে কি—'আবুহোসেন।' মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "এই চুল দিয়েছে কে—'বাবু হোসেন।' আর আজ দেখ্‌তে এসেছেন কে—'আমীর হোসেন'!" এই বলিয়া রয়েল বক্সের দিকে চাহিয়া সুদক্ষ অভিনেতার সুনিপুণ ভঙ্গিতে হাস্যরসের সহিত এরূপ কৌশলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অভিবাদন করিলেন, যে, তাহা কেবল অর্দ্ধেন্দুশেখরেই সম্ভবে।

নাচালে কা'কে?

রমানাথ বাবু গিরিশ বাবুর পরিচিত, মাঝে মাঝে পুস্তকাদি লিখিয়া থাকেন। একদিন তিনি নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের নিকট আসিয়াছেন। গিরিশ বাবু বলিলেন, "কি হে রমানাথ যে? নূতন বইটই আর কিছু লিখ্‌লে নাকি?" রমানাথ বাবু বলিলেন,—"আজ্ঞে! 'কমলে-কামিনী' নামে একখানা অপেরা লিখেছি।" গিরিশ বাবু বলিলেন,—"নাচ্‌ গান না হ'লে তো আর অপেরা হয় না। শ্রীমন্তের বাড়ীতে তো তার 'লহনা,' 'খুল্লনা' দুই মা, ছেলেটীকে নিয়ে স্বামী-বিরহে দুঃখে তারা দিন কাটায়। তাহ'লে নাচালে কা'কে?" নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি রমানাথ বাবুকে বলিলেন,—"বই ছাপ্‌তে

নাট্যাচার্য্য, নাট্যকার ও বাগ্মী— শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু ।

৩, ৪, ১৬, ১৯ ইত্যাদি পৃষ্ঠা।

দিয়েছ না কি ?" রমানাথ বাবু বলিলেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ছাপা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।" অমৃতলাল বাবু গিরিশবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ম'শায়, রমানাথ নাচের ব্যবস্থা ক'রেছে।" গিরিশ বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "কি রূপ ?" অমৃতলাল বাবু বলিলেন, "যখন রমানাথ বই ছাপ্‌তে দিয়েছে, তখন অবশ্যই টাকা আদায়ের জন্য ছাপাখানার বিল রমানাথের বাটীতে আস্‌বে। সেই বিল দেখ্‌লেই রমানাথের বাবা নাচ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌বে।"

কিছু নয়—ও গো-হাঁচি।

হাস্য-রসার্ণব অর্দ্ধেন্দুশেখর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেই দর্শকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। তিনি অভিনয়কালে নাটক ছাড়া তাল মাফিক বুলিচালি দিয়া দর্শকগণকে হাসাইয়া অস্থির করিতেন। মাঝে মাঝে দর্শকগণও তাঁহার সহিত রঙ্গ করিতেন। একদিন তিনি অভিনয় করিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে জনৈক দর্শক হটাৎ হাঁচিয়া ফেলায় আর একজন দর্শক অর্দ্ধেন্দুবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"যাবেন না, হাঁচি প'ড়েছে।" অর্দ্ধেন্দু বাবু ফিরিয়া বলিলেন,—"কিছু নয়, ও গো-হাঁচি, নাকে খড় আট্‌কেছে।"

ও বেটা, তুমি ওখানে ব'সে আছ?

একদিন অর্দ্ধেন্দু বাবু কোনও একখানি নাটকে অভিনয়কালীন 'হরে' ভৃত্যকে ডাকিতেছেন। ভৃত্যের ভূমিকা যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে বিলম্ব হইতেছে, এ কারণ অর্দ্ধেন্দু বাবু ক্রোধের ভাণে 'হরে' 'হরে' বলিয়া নেপথ্যাভিমুখে চীৎকার করিতেছেন! এমন সময় একজন দর্শক গ্যালারি হইতে রঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আজ্ঞে যাই।" অর্দ্ধেন্দু বাবু দর্শকটীর দিকে লক্ষ্য করিয়া অভিনয়-ছলে বলিলেন, "ও শুয়োর ব্যাটা, তুমি 'ওখানে ব'সে আছ?" দর্শকমণ্ডলী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাচাল দর্শকটী লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

এক দৌড়ে বাগবাজার।

গোপীমোহন ভট্টাচার্য্য গিরিশবাবুর প্রতিবাসী, কথকতা করিতেন। তাঁহার পুত্র রসিকমোহনের থিয়েটার করিবার বিশেষ ঝোঁক। বন্ধুবান্ধবগণকে এবং নিকটবর্ত্তী টোলের ছাত্রগণকে নানা নাটক হইতে নানা স্থান আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন এবং স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন, "দেখিও, আমি থিয়েটারে ঢুকিলে

একজন নামজাদা অভিনেতা হইব।” বন্ধু-বান্ধবেরাও রসিক-মোহনের কথা একেবারে অবিশ্বাস করিতেন না, বরং থিয়েটারে যহিতে উৎসাহই দিতেন।

রসিকমোহন পিতাকে ধরিয়া বসিলেন, গিরিশবাবুকে বলিয়া আমাকে থিয়েটারে ঢুকাইয়া দিন। পুত্র থিয়েটারের অভিনেতা হয়, কথক মহাশয়ের এ ইচ্ছা ছিল না। তিনি প্রথমে ক্রুদ্ধ, পরে বিরক্ত, শেষে সংযত হইয়া নানারূপ বুঝাইলেন, পুত্র কিন্তু কোনও-রূপে বুঝিলেন না। জ্বালাতন হইয়া অবশেষে কথক মহাশয় গিরিশ বাবুকে আসিয়া ধরিলেন। গিরিশ বাবু তাঁহাকে বলিলেন,—“আপনার পুত্র লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহাকে ব্রাহ্মণের কার্য্যে ব্রতী করুন, থিয়েটারে গিয়া যদি বিগ্‌ড়াইয়া যায়, তাহ’লে দু’কুলই নষ্ট হবে।’ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেদিন ফিরিলেন বটে, কিন্তু কয়েক-দিন পরে আবার আসিয়া গিরিশবাবুকে ধরিয়া বসিলেন। বিশেষ অনুরোধে গিরিশবাবু রসিকমোহনকে থিয়েটারে লইলেন।

কিছুদিন পরে নূতন নাটকে একটী দূতের ভূমিকা লইয়া রসিকমোহন রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ করিলেন। তিনি ভীরু ছিলেন না, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইবামাত্র বিচিত্র সমুজ্জ্বল রঙ্গালয়ের অসংখ্য দর্শকের সহস্র সহস্র চক্ষু তাঁহার উপর পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার বক্ষ সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল, হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন এবং পদদ্বয়ের ঘন ঘন কম্পনে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম

হইল। দূতের এইরূপ বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া দর্শকগণ উচ্চ হাস্যে রঙ্গালয় মুখরিত করিয়া তুলিলেন। রসিকমোহন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে সটান প্রস্থান করিলেন। রঙ্গালয়ের ভিতরের অভিনেতৃগণের কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই দূতের পরিচ্ছদ-পরিহিত রসিকমোহন দ্রুত থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া একেবারে রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনৈক থিয়েটারের লোক—"পোষাক নিয়ে কোথায় যান—পোষাক প'রে কোথায় যান"—বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিয়া যাইলেন।—আর কি রক্ষা আছে! দৌড়—দৌড়, এমন দৌড় যে বিডন ষ্ট্রীট হইতে ছুটিয়া একেবারে বাগবাজারের বাড়ীতে আসিয়া পতন ও মূর্চ্ছা!

পরদিন প্রাতে কথক মহাশয় দূতের পোষাক হস্তে গিরিশ বাবুর বাটীতে আসিয়া বলিলেন,—"রসিকমোহনের থিয়েটারের সখ মিটিয়াছে, পোষাকটী থিয়েটারে পাঠিয়ে দেবেন।"

মাংস নামিয়ে দেখি, হাঁড়ি নাই।

ত্রৈলোক্য বাবু নটগুরু গিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা হাইকোর্টের উকীল: অতুল বাবুর মুহুরী ছিলেন। গিরিশ বাবুর বাটীতেই তিনি থাকিতেন। ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ নানা কার্য্যে প্রায়ই তাঁহাদের ম্যানেজার গিরিশবাবুর বাটীতে আসিতেন,

এই সূত্রে তাঁহাদের সহিত, ত্রৈলোক্য বাবুর আলাপ-পরিচয় হওয়ায়, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তিনি থিয়েটারে যাইতেন। এইরূপ কিছু দিন যাতায়াতের পর, যে কোনও একখানি নাটকে একটী part পাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে ত্রৈলোক্য বাবু বিশেষ অনুরোধ করিতে থাকেন। সে সময়ে গিরিশ বাবুর 'বৃষকেতু' নাটকের রিহারস্তাল আরম্ভ হইয়াছে। ত্রৈলোক্য বাবুকে 'পাচকের' ভূমিকা দেওয়া হইল। পাচকের মাত্র এই কএকটী কথা,— "মহারাজ, হাঁড়ি নামিয়ে দেখি, মাংস নাই।"

ত্রৈলোক্য বাবু সদাসর্ব্বদা উক্ত লাইনটী আওড়াইতে থাকেন। রিহারস্তালে আসিয়াই একবার নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবুকে বলেন, —"শুনুন তো আমার পার্টটা একবার," কখনো বা সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রকে বলেন,—"দেখুন তো আমার বলায় কোন দোষ হ'চ্চে কি না?" বস্তুতঃ ব্যস্ত হইয়া সকলে যখন একবাক্যে স্বীকার করিলেন, অভিনয় তাঁহার নিখুঁত হইবে, তখন তিনি সুস্থ হইলেন! শুক্রবার ড্রেস রিহারস্যালের দিন, ত্রৈলোক্য বাবু থিয়েটারে যাইলেন না, জনৈক অভিনেতা মারফৎ বলিয়া পাঠাইলেন,—"অমৃত বাবুকে ভাবিতে বারণ করিও, কাল গিয়া একেবারে অভিনয় করিব; আমার সব ঠিক হ'য়ে গেছে।"

তৎপর দিবস শনিবার রাত্রি ৯ টায় থিয়েটারে যথারীতি কনসার্ট বাজিল,—ড্রপ উঠিল, অভিনয় আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণের

তৃপ্ত্যর্থে দাতাকর্ণ ও পদ্মাবতী করাৎ দিয়া বৃষকেতুকে কাটিয়া পাচককে রন্ধন করিতে দিলেন। স্নান করিয়া ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু আসিয়াছেন। এমন সময়ে পাচক-বেশী ত্রৈলোক্য বাবু রঙ্গমঞ্চে দ্রুত প্রবেশ করিয়া,—"মহারাজ, হাঁড়ি নামিয়ে দেখি, মাংস নাই" - ভুলিয়া গিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, মাংস নামিয়ে দেখি হাঁড়ি নাই।" দর্শকের হাস্যধ্বনিতে রঙ্গালয়ের ছাদের করগেট পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

এলো এলো একপাল যুধিষ্ঠির।

বেঙ্গল থিয়েটারের জনৈক অভিনেতা, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "অশ্রুমতী' নাটকে বিহ্বল (nervous) হইয়া "মানসিংহ দ্বারে উপস্থিত" বলিতে গিয়া "দ্বারসিংহ মানে উপস্থিত" বলিয়াছিলেন।

• রঙ্গালয়ে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গিরিশচন্দ্র যে সময় ষ্টার থিয়েটারে "দক্ষযজ্ঞ' নাটকে 'দক্ষের' ভূমিকা অভিনয় করিতেন, সে সময় যজ্ঞস্থলে দক্ষের নিকট যৎকালে একে একে দূতগণ আসিয়া যজ্ঞ-ধ্বংসের সংবাদ দিত, তৎকালে দক্ষবেশী গিরিশচন্দ্রের ভীষণ মূর্ত্তি ও রক্তচক্ষু দেখিয়া দূতগণ এরূপ ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িত, যে বাক্য নিঃসরণ দূরে থাক, রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিতেই সাহস করিত না।

নাট্যাচার্য্য ও রস-সাগর—স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

৩, ৫, ৬, ১১ ইত্যাদি পৃষ্ঠা।

নেপথ্যে "হর হর হর!" ধ্বনি উঠিতেছে; রঙ্গমঞ্চে মহারাজ দক্ষ "শুনি ভীষণ হুঙ্কার" বলিয়া রোষ-কষাইত নয়নে চতুর্দ্দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতেছেন,—এমন সময় প্রথম দূত আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে বলিতে হইবে,—

"মহারাজ, প্রাণ যদি চাও, পলাও পলাও—
এলো এলো ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল" ইত্যাদি।

দক্ষবেশী গিরিশচন্দ্রের প্রবল আগ্রহব্যঞ্জক নয়ন-ভঙ্গি ও বদনমণ্ডলের অদ্ভুৎ পরিবর্ত্তন দর্শনে দূত কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ফুটস্বরে বলিল,—"মহারাজ এলো—এলো—একপাল—একপাল—রাজা যুধিষ্ঠির—"

অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া ভিতর হইতে প্রম্পটার বাবু দূতকে ডাকিতে লাগিলেন,—"পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়।" কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দূতও সেই সুরে বলিয়া উঠিল,—"মহারাজ, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।"

ভাঁড় নই—খুড়া!

মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'মুকুল-মুঞ্জরা' নামক নাটক অভিনয় হইতেছে। "বরুণচাঁদ"-বেশী অর্দ্ধেন্দুশেখর রজ্জুবদ্ধ সুষেণকে রাজসম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিতেছেন,—"প্রাণনাথকে প্রেম-ডুরিতে বেঁধে টানাটানি ক'রছি।" রাজা জয়সেন বলিলেন,—

"আরে এ কি বলে,—ভাঁড় না কি ?" অর্দ্ধেন্দু বাবু বলিলেন,— "মহারাজ, ভাঁড়—অতবড় নই, একখানি ছোট খুরি !"

ফিন্ ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও।

ন্যাসান্যাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের "সীতার বনবাস" নাটকের যেরূপ সুন্দর অভিনয় হইয়াছিল, অর্থাগমও সেইরূপ যথেষ্ট হইত। বিশেষতঃ লবকুশ শিশু দুইটীর অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণের আশা মিটিত না, পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হইত না, অনেকে দুই, তিন বার করিয়া উক্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিতেন। ন্যাসান্যাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী প্রতাপচাঁদ জহরী মহাশয় লব-কুশের সমধিক আকর্ষণ বুঝিয়া গিরিশ বাবুকে বলিলেন, "বাবু, যব্ দোসরা কিতাব লিখগে, তব্ ফিন্ ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও।" জহরী মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে গিরিশ বাবু পুনরায় লবকুশের অবতারণার জন্য "লক্ষ্মণ বর্জ্জন" নাটক লিখেন।

পুরাতনে হতাদর।

আমাদের রঙ্গালয়ের প্রধান একটী দোষ, যেরূপ সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটাদির আড়ম্বর করিয়া নাটকাদি প্রথমে খোলা হয়, তাহার পর সে নাটক যত পুরাতন হইতে থাকে, তাহার সর্ব্ব সৌষ্ঠব রক্ষার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের আর লক্ষ্য থাকে না।

ব্রজবিহারী সোম নামে গিরিশ বাবুর জনৈক প্রতিবাসী ও বিশিষ্ট বন্ধু মফঃস্বলের সাব্‌জজ ছিলেন; ৺শারদীয়া পূজার বন্ধে কলিকাতায় আসিয়া তিনি একদিন "পলাশীর যুদ্ধ" অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। অভিনয়াস্তে গিরিশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—'কিহে, তোমরা যখন প্রথম "পলাশীর যুদ্ধ" খুলেছিলে, কি সুন্দর নিখুঁত অভিনয়ই দেখিয়েছিলে; আর আজ এ কি দেখ্‌লুম!—তখন রণস্থলে রাশি রাশি মৃত সৈন্যের মধ্যে গোলার আঘাতে ভগ্নপদ মোহনলালকে শায়িত দেখে মনে কি ভাবই না জাগতো!—আর আজ দেখলুম কি না,—রণস্থলে মোহনলাল একটা ঢালের উপর মাথা রেখে প'ড়ে আছে।"

WHO COMES THERE?

এমারেল্ড থিয়েটার সম্প্রদায় একদা মফঃস্বলে অভিনয়ার্থে নৌকাযোগে যাইতেছিলেন। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে দেখা গেল, দূরে একখানি ছিপ তাঁহাদের দিকে সোঁ সোঁ করিয়া, ছুটিয়া আসিতেছে। মাঝিরা সভয়ে বলিল,—"হুজুর, ওরা ডাকাত, ছিপে চ'ড়ে নৌকা মেরে বেড়ায়।" সম্মুখে রাত্রি, তাহাতে জলপথ, আবার ডাকাত,—নৌকায় যে কয়েকজন অভিনেতা ছিলেন, চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অর্দ্ধেন্দু বাবুও সেই নৌকায় ছিলেন, তিনি গম্ভীর হইয়া অভিনেতাদের বলিলেন,—"চ্যাচাস্‌নি, যা বলি

শীগ্‌গির কর্। নৌকায় ড্রেসের বাক্স আছে, চট্‌পট্ সাহেবের আর কনষ্টেবলের পোষাকগুলো বা'র ক'রে ফেল্। "সৌভাগ্য-ক্রমে সেই নৌকাতেই ড্রেসার ছিল, সে তৎক্ষণাৎ পোষাক বাহির করিয়া অর্দ্ধেন্দু বাবুর উপদেশমত তাঁহাকে সাহেব ও কয়েকজন অভিনেতাকে কনষ্টেবল সাজাইয়া দিল। ষ্টেজে অভিনয়ার্থে একটা নকল বন্দুক ছিল, অর্দ্ধেন্দুবাবু সেই বন্দুক হস্তে কনেষ্টেবলবেশী অভিনেতাগণকে লইয়া নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে ডাকাতদের ছিপও কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। সাহেববেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রকৃত ইংরাজের ন্যায় মিলিটারি কায়দায় বন্দুক তুলিয়া বলিলেন,—"who comes there ?" কথাটী পুনরায় উচ্চারিত হইতে না হইতে জলদস্যুরা ইহাদের জল-পুলিস ভাবিয়া দ্রুতবেগে ছিপ ফিরাইয়া পলায়ন করিল। দস্যুদল চক্ষুর অন্তরাল হইলে নৌকা মধ্যে হাসির একটা হর্‌রা পড়িয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এই অদ্ভুৎ কাণ্ড হইতে দেখিয়া মাঝিরা অবাক্‌বিস্ময়ে অর্দ্ধেন্দুবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

হাড়ের ব্যথাটা আজ সেরে গেল।

গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা" ও "মীরকাসিম" ঐতিহাসিক নাটক-দ্বয়ে 'উমিচাঁদ' ও 'খোজা পিক্রর' ভূমিকাভিনয়ে প্রবীণ অভিনেতা শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত মহাশয় নাট্যামোদী মাত্রেরই সুপরিচিত

হরিবাবু ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের "সীতাহরণ" নাটকাভিনয়ে "সুপার্শ্বের" ভূমিকা গ্রহণ করেন। রাবণ যে সময়ে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সে সময়ে গৃধ্ররাজ 'সুপার্শ্ব' বৃহৎ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া রাবণকে গ্রাস করিতে আসিত। দৃঢ় লৌহ তার অবলম্বনে সুপার্শ্ব শূন্য-পথে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিত। হটাৎ একদিন তার ছিঁড়িয়া যাওয়ায় দীর্ঘ টীনের মুখোস পরিহিত 'সুপার্শ্ব'-বেশী হরিবাবু, ষ্টেজের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে ঠিক যেন উড়িয়া গিয়া নেপথ্যে হারমোনিয়ামের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়েন ও তথা হইতে নিচে পতিত হন। অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনায় সকলেই ভূপতিত হরিবাবুর নিকট ছুটিয়া আসিলেন। 'জল আন' —'ডাক্তার ডাক্'—শব্দ পড়িয়া গেল! কেহ ডাক্তার ডাকিতে ছুটিয়া গেল, কেহ জল আনিল।

হরিবাবু আস্তে আস্তে উঠিয়া বলিলেন, "আঃ—বাঁচলুম—আমার ঘাড়ের ব্যথাটা এতদিনের পর আজ সেরে গেল।" বহুদিন হইতে ঘাড়ে একটা বেদনা হইয়া হরিবাবুর ঘাড়টা একটু বাঁকিয়া গিয়াছিল, সেদিন কেমন সুকায়দায় পড়িয়া—তাঁহার সেই বহুদিনের সঞ্চিত বেদনা আরোগ্য হইয়া যায়।

মুলতান তাবিজ।

"রহস্য-প্রতিভা"-প্রণেতা স্বর্গীয় উপেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের প্রণীত "কাবুল কঙ্কণ" নামক একখানি নাটক, কোনও একটি প্রাইভেট থিয়েটার, ন্যাসান্যাল থিয়েটার ভাড়া লইয়া একরাত্রি তথায় অভিনয় করেন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবু উক্ত প্রাইভেট থিয়েটারের ম্যানেজারকে বলেন,—"কাবুল কঙ্কণ" তো হ'লো, এবার কি "মুলতান তাবিজ" অভিনয় ক'র্‌বে ?

আগে টিকি টেনে দেখ্‌বো

ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের "চৈতন্যলীলা" অভিনয়ে সমস্ত বঙ্গদেশে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, ভক্তিরসে দেশ যেন মাতিয়া উঠিয়াছিল। বিশেষ অনুরোধে একদিন বিনামূল্যে বৈষ্ণব গণকে "চৈতন্য-লীলার" অভিনয় দেখাইবার কথা হয়। থিয়েটারের জনৈক অভিনেতা বলিলেন,—"বৈষ্ণবেরা বিনামূল্যে থিয়েটার দেখিতে পাইবে শুনিয়া, সেদিন তো অনেকে টিকি এঁটে বৈষ্ণব সেজে এসে ফাঁকি দিয়ে থিয়েটার দেখে যেতে পারে ?" প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বলিলেন,—"ভাবনা কি, আমরা আগে টিকি টেনে দেখ্‌বো, তারপর ঢুক্‌তে দেব।"

গয়না কাট্‌লো, গায়ে আঁচড়টী লাগ্‌লো না।

সাধারণ বঙ্গ-রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেঙ্গল থিয়েটারে "মেঘনাদবধ" নাটকে 'মেঘনাদের' ভূমিকা অভিনয় করিতেন। যুদ্ধযাত্রাকালীন মন্দোদরীর নিকট বিদায়-দৃশ্যে, মাতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত 'মেঘনাদ'-বেশী কিরণ বাবু "কেন মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে রক্ষোবৈরী" বলিয়া এমনই সবেগে তরবারী কোষমুক্ত করিলেন, যে, সূতা কাটিয়া গিয়া মন্দোদরীর হাতের তাবিজ ষ্টেজে পড়িয়া গেল।

অভিনয়ান্তে ষ্টেজ হইতে ভিতরে আসিয়া মন্দোদরী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল,—"আর আমি থিয়েটার ক'র্‌তে চাই না, আর একটু হ'লেই হাত খানা উড়ে যেত।" এমন সময়ে কিরণ বাবু আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দেখ্‌লে তো হাতের তারিফ, গয়না কাট্‌লো, কিন্তু গায়ে আঁচড়টী লাগ্‌ল না!"

তোর কান্না শুনে শেয়াল-কুকুরে কাঁদ্‌চে!

মিনার্ভা থিয়েটারে "আবুহোসেন" অভিনয় হইতেছে। রক্ষিগণ বন্ধন করিয়া আবুহোসেনকে পাগলা গারদে লইয়া যাইতেছে।

আবুর মাতা "ও বাপরে—আমার কি হ'লো রে!"—বলিয়া কাঁদিতেছে।

কয়েকটী দর্শক রঙ্গ করিয়া এই কান্নার স্বরে কাঁদিতে লাগিল। "আবুহোসেন"-বেশী অর্দ্ধেন্দু বাবু যাইতে যাইতে ফিরিয়া মাতাকে বলিলেন,—"মা, আর কাঁদিস নে, তোর কান্না শুনে শেয়াল-কুকুরে কাঁদ্‌ছে।"

আমি ডিস্‌মিস্‌ নেব না।

জনপ্রিয় অভিনেতা হাস্যার্ণব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সুবিখ্যাত নাট্যরথী স্বর্গীয় অমরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের ক্লাসিক্ থিয়েটারে অভিনয়কালে, যাত্রার দলে প্রহসন লিখিয়া দিতেন, এবং যে দলে তাঁহার প্রহসনের অভিনয় হইত, তিনি তথায় গিয়া তাহা শিখাইয়া দিয়া আসিতেন। এজন্য মাঝে মাঝে তিনি থিয়েটারে অনুপস্থিত হইতেন।

কয়েকদিন কামাইয়ের পর একদিন অভিনয়-রাত্রে থিয়েটারে আসিয়া অক্ষয় বাবু গ্রিন-রুমে সাজিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক অভিনেতা আসিয়া বলিলেন,—"বাবু আপনাকে ডিস্‌মিস ক'রেছেন, আপনি সাজ্‌বেন না।" অক্ষয় বাবু তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পোষাক পরিতে লাগিলেন। কোনও জবাব না পাইয়া অগত্যা উক্ত অভিনেতা অমর বাবুকে গিয়া

সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা—স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র।

১৯, ৮১ ও ১০০ পৃষ্ঠা।

সংবাদ দিলেন। অমর বাবু বিরক্ত হইয়া সুবিখ্যাত নৃত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুকে দিয়া পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন।

নেপেনবাবু ফিরিয়া আসিয়া অমরবাবুকে বলিলেন,—"আপনি ডিস্‌মিস্ ক'র্‌লে কি হবে, সে বল্লে—"আমি ডিস্‌মিস্ নেব না।"

অদ্ভুৎ জবাব শুনিয়া অমরবাবুর গাম্ভীর্য্য ছুটিয়া যাইল, তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। গুণগ্রাহী অমর বাবু হাস্যরস-চাতুর্য্যে অক্ষয় বাবুকে অন্তরে ভালবাসিতেন এবং অক্ষয় বাবুও তাহা অন্তরে অন্তরে জানিতেন।

NATURAL অভিনয়।

সুবিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় মতিলাল সুর নাট্যামোদী মাত্রেরই সুপরিচিত। কপালকুণ্ডলায় 'কাপালিক,' নীলদর্পণে 'তোরাপ,' বিষাদে 'মাধব' প্রভৃতি কতকগুলি ভূমিকাভিনয়ে এ পর্য্যন্ত বোধ হয় কেহ তাঁহা অপেক্ষা অধিক যশঃ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। তিনি যেরূপ প্রতিভাবান অভিনেতা, সেইরূপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু, সুবিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় মহেন্দ্র লাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ রঙ্গরহস্য করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে রাগাইতেন।

ন্যাসান্যাল থিয়েটারে "মেঘনাদ বধ" নাটকাভিনয়ে মতিলাল

বাবু বিভীষণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত নাটকের ড্রেস রিহারস্যাল হইয়া যাইবার পর মতি বাবু নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অভিনয় তোমার কি রকম লাগলো? 'রসরাজ অমৃত বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"অভিনয় চমৎকার ক'রেছ, কিন্তু natural হয় নাই।" মতিলাল বাবু বলিলেন—"কি রকম? unnatural হ'লে কি গিরিশবাবু ব'ল্‌তেন না!" অমৃত বাবু বলিলেন, "জানি না, বোধ হয় তিনি অতটা খেয়াল করেন নাই।" মতিলাল বাবু বলিলেন, "তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না, ভেঙ্গেই বল না।" অমৃতলাল বাবু আরও গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"দেখ, বিভীষণ যে ধার্ম্মিক, শান্ত, শিষ্ট তা সকলেই জানে। কিন্তু জাতিতে তো সে রাক্ষস বটে। তোমার অভিনয়ে সেই জাতীয় ভাবের একেবারে অভাব দেখ্‌লুম। যেমন উৎকৃষ্ট অভিনয় ক'র্‌লে, সেই সঙ্গে যদি রাক্ষসের ভাব দেখাতে পারতে, তা হ'লে অভিনয় বড়ই স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হ'ত। মতিলাল বাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ঠিক ব'লেছ, দেবতা ও রাক্ষসের অভিনয়ের ভাব ও ভঙ্গি মনুষ্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত, এটা আমার প্রায়ই মাথায় ঠেকে। যাই হোক, এ কথা নিয়ে আর পাঁচ কান ক'রো না, আমি অভিনয় রাত্রে একেবারে রাক্ষসের জাতিগত ঠিক ভাব-ভঙ্গি দেখিয়ে, দর্শক তো দূরের কথা, গিরিশ বাবুকে পর্য্যন্ত তাক্ লাগিয়ে

দেব।” অমৃতবাবুও নির্জ্জনে তাঁহাকে এই ভঙ্গি-শিক্ষাদানে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

জনাকীর্ণ রঙ্গালয়ে “মেঘনাদ বধ” অভিনয় হইতেছে। রামচন্দ্রের শিবিরে আসিয়া চিত্ররথ ইন্দ্রজিত বধার্থে ইন্দ্র-প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র দিয়া প্রস্থান করিল। রাম ও লক্ষ্মণ সবিস্ময়ে অস্ত্রাদি দেখিতেছেন। এমন সময়ে ‘বিভীষণ’-বেশী মতি বাবু এমন এক ভীষণ রাক্ষসের হুঙ্কার ছাড়িলেন যে, সম্মুখে ‘রামচন্দ্র’-বেশী গিরিশ বাবু ও ‘লক্ষ্মণ’-বেশী মহেন্দ্রলাল বসু পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিলেন। তাহার পর—“হের খড়্গ রঘুমণি, অগ্নি-শিখা সম ধাঁধিছে নয়ন এ ঘোর নিশীথে।” বলিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া চক্ষু দুইটি বিকট করিয়া এম্‌নি অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিলেন যে, দর্শকগণ মধ্যে একটা হাস্য-কোলাহল উঠিবার উপক্রম হইল। গিরিশ বাবু মতি বাবুর এই অদ্ভুৎ অভিনয়-তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া, উপস্থিত কেলেঙ্কারী নিবারণের নিমিত্ত, যে সময়ে মতি বাবু হুঙ্কার ও অঙ্গ-ভঙ্গি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন, তিনি ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে দর্শকগণ দেখিতে না পান, এইরূপ ভাবে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় করিলেন।

সে দৃশ্য অভিনয়ান্তে ভিতরে আসিয়া গিরিশ বাবু মহাক্রুদ্ধ হইয়া মতিলাল বাবুকে বলিলেন,—“নেসা ক’রে এসেছ না কি,—কি মাত্‌লামিটে আজ ক’চ্ছিলে? যদি আড়াল ক’রে না থাক্‌তুম,

তাহ'লে আজ একটা তো কেলেঙ্কারীর চরম ক'রতে!" মতিলাল বাবু কোনরূপ অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন,—"কি দোষ হ'য়েছে বলুন? বিভীষণ তো রাক্ষস,—রাক্ষসের জাতিগত ভাব-ভঙ্গি দেখিয়ে অভিনয় natural কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছি।" মতি বাবুর এই নির্ভয় উত্তর এবং নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে এইরূপ আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া গিরিশ বাবুর সন্দেহ হইল, ইহার মধ্যে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে,—বোধ হয় ভুনি বাবু কি একটা কাণ্ড বাধাইয়াছে! তখন তিনি ভুনি বাবুকে (নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু) ডাকিলেন। ভুনি বাবু তখন কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন।

মহেন্দ্র লাল বসু, অমৃত লাল মিত্র প্রভৃতি অন্যান্য অভিনেতা-গণকে হাসিতে দেখিয়া এবং অমৃত লাল বাবুর সন্ধান না পাইয়া, তখন মতি বাবু বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ করিবার জন্য ভুনি বাবুর এই কারসাজি! ক্রোধে তিনি গিরিশ বাবুকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। গিরিশ বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তুমি ভুনি বাবুর কথা শুন্‌লে কেন? কই অমৃতকে তো সে কিছু বলে নাই। অমৃত (অমৃত লাল মিত্র) তো রাবণ সেজেছে, সে ও তো রাক্ষস,—সে তো কই হুঙ্কারও ছাড়্‌লে না—এঁকে বেঁকে রাক্ষসের জাতিগত ভাবভঙ্গিও দেখালে না।"

তখন মতি বাবু অমৃত বাবুর তীব্র কৌতুক বুঝিয়া লজ্জায় নতমুখ হইয়া রহিলেন।

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে।

আর একবার মফঃস্বলে অভিনয়ার্থে গিয়া ইহাঁরা মতিলাল বাবুর সহিত বেশ রঙ্গ করিয়াছিলেন। মতিলাল বাবু বাটী হইতে তাঁহার 'একলু' নামক হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

অমৃতলাল বাবু প্রভৃতি কয়েকজন গুপ্ত পরামর্শ করিয়া উক্ত 'একলু'কে বলিলেন,—"তোমার কাজকর্ম্ম দেখে আমরা বড় খুসী হ'য়েছি, এই এক টাকা বক্‌সিস্ নাও; দরকার হ'লে তামাক-টামাক দিও। আর দেখ, তোমার 'একলু' নামটা বড় আচ্ছা নয়, আজ থেকে তোমার নাম রাখ্‌লুম,—'চামচিকে"। যখনই 'চামচিকে' ব'লে ডাক্‌বো, জবাব দেবে; বুঝলে? একলু খামকা এক টাকা বক্‌সিস পাইয়া আনন্দে বলিল,—"যো হুকুম মহারাজ!"

যখনই তাঁহারা 'চামচিকে' বলিয়া ডাকেন, একলু তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়—"হুজুর!" মতি লাল বাবু প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলেন না, ভাবিলেন,—'একলু'কে এরা 'চামচিকে' ব'লে বা ডাকে কেন? আর এ বেটাই বা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় কেন?

এইরূপ ভাবে দুই এক দিন যায়। একদিন তিনি লক্ষ্য করিলেন,

—'চামচিকে' বলিয়া ডাকিলেই এক্‌লু যখন সাড়া দেয়, অন্যান্য অভিনেতারা তখন মুখ ফিরাইয়া হাসতে থাকে। ঠিক কারণ বুঝিতে না পারিলেও তিনি কিছু বিরক্ত হইলেন। থিয়েটারের চাকর থাকিতে তাঁহার নিজের চাকরকে লইয়াই বা খাটান হয় কেন? আবার নাম রাখা হ'য়েছে, চামচিকে, একটা অতি কুৎসিৎ নাম! লোকে কথায় বলে,—"ছুঁচোর গোলাম চামচিকে।" 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে' এই কথাটী বলিয়াই হঠাৎ তাঁহার মনে হইল,—এ বেটা তো আমার গোলাম,—এর নাম যদি 'চামচিকে' হয়, তাহ'লে তো আমি 'ছুঁচো'! বুঝেছি বুঝেছি—আমার সঙ্গে ঠাট্টা—ষড় ক'রে আমায় ছুঁচো বলা হ'চ্চে!—'দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা'—বলিয়া লাঠি হস্তে বন্ধুগণকে তাড়া করিলেন। বহু কষ্টে তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে হইয়াছিল।

তোৎলা অভিনেতা।

জনৈক ব্যক্তি এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য আসিয়াছেন। রসসাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি আর কোথাও অভিনয় ক'রেছিলেন?" বাবুটী বলিলেন, "হ্যাঁ, ক-ক-ক-ক'রেছি বৈকি, প্রাইভেট থিয়েটারে "মে-মে-মে-মেঘনাদ বধে" রা-রা-রা-রাবণ সেজেছি।" অর্দ্ধেন্দু বাবু বলিলেন, "দেখ্‌ছি আপনি তোৎলা, কি ক'রে অভিনয় ক'রবেন?" বাবুটী বলিলেন, "অ-অ-

অ-অভিনয় কর্‌বার সময় কথা ঠেকে না।" অর্দ্ধেন্দু বাবু বলিলেন, —"আচ্ছা, আপনার রাবণেরই acting একটু করুন দেখি।" ভদ্রলোকটী acting আরম্ভ করিলেন:—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বীরতা" হইতে আরম্ভ করিয়া বেশ বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরে যখন "বনের মাঝারে যথা শাখা-দলে আগে, একে একে কাঠুরিয়া কাটি"তে আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন 'কাঠুরিয়া' উচ্চারণের সময় 'কাঠুরিয়ার' 'ঠ' এ এমন ঠেকিয়া গেল যে, ভদ্রলোক মুখে ক্রমাগত "কা কা কা" করিয়া কুলাইতে না পারিয়া অবশেষে, কুঠার হস্তে কাঠুরিয়ার কাঠ কাটিবার ভঙ্গিতে এমন দ্রুতবেগে হস্তদ্বয় সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, যে, তাঁহার তৎকালীন রক্তবর্ণ চক্ষু ও বিকৃত বদন দেখিয়া সমবেত অভিনেতৃবর্গ হাসিয়া অস্থির হইলেন।

খোদার উপর কারসাজি।

মিনার্ভা থিয়েটারে যে সময়ে নটগুরু গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন, —ক্লাসিক থিয়েটারে নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথও সে সময়ে "সীতারাম" নাট্যাকারে গঠিত করিয়া অভিনয় ঘোষণা করেন। সেই সময়ে এক দিন "মহাভারত"-নাট্যকার সুকবি স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল থিয়েটারের কোনও বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষীয়কে বলেন,

—"আপনারাও 'সীতারাম' অভিনয় করুন না?" তিনি উত্তরে বলেন, "আমরা তো 'সীতারাম' বহুদিন পূর্ব্বে "বেঙ্গলে" অভিনয় ক'রেছি; আমরা একটু নূতনত্বও ক'রেছিলুম।" প্রফুল্ল বাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ?" তিনি বলিলেন,—"বঙ্কিম বাবু জয়ন্তীকে সমস্ত জীবন সন্ন্যাসিনীর অবস্থাতেই রেখে দিয়েছেন। আমরা ভাব্‌লুম, একটা সুন্দরী যুবতী, চিরকালটাই কি গেরুয়া পরে চিমটে ঘাড়ে ক'রে বেড়াবে,—তাই তার একটা হিল্লে ক'রে দিয়েছিলুম। মৃণ্ময়কে না মেরে তারই সঙ্গে শেষটা জয়ন্তীর বিবাহ দিয়ে দিয়েছিলুম।"

আমরা ভাল ট'কে না গেলে খেতে পারি না।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবু অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অভিনয়ের বরাবর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যখন সমস্ত রাত্রিব্যাপী থিয়েটার করা সংক্রামক হইয়া উঠিল, সে সময়ে এক দিন সুপ্রসিদ্ধ এটর্নী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কর (পন্টু বাবু) মহাশয় অমৃতবাবুকে বলেন,—"ম'শায়, আপনারা ভোর পর্য্যন্ত থিয়েটার করেন কেন?" অমৃতলাল বাবু বলিলেন,—"আপনারা কি জানেন না, আমরা ভাল ট'কে না গেলে খেতে পারি না?"

আসামী আর জমাদার দুই হ'য়ে দাঁড়াও।

ন্যাসান্যাল থিয়েটারে দীনবন্ধু বাবুর "লীলাবতী" নাটক অভিনয় হইতেছে। হরবিলাস বাবুর বৈঠকখানায় জাল অরবিন্দকে লইয়া হুলস্থূল পড়িয়াছে। 'হরবিলাস'-বেশী অর্দ্ধেন্দু বাবু বলিতেছেন,— "ভোলানাথ বাবু, তুমি পাপাত্মার মুণ্ডপাত কর, তার পর কপালে যা থাকে, তাই হবে।" নদের চাঁদ বলিল,—"আপনি ব্যস্ত হবেন না, এখনি পুলিস ইন্‌স্পেক্‌টার আস্‌বে, এলেই তাঁতীর শ্রাদ্ধ হ'বে।" এমন সময়ে পুলিস ইন্‌স্পেক্‌টার, যজ্ঞেশ্বর, হেমচাঁদ ও দুইজন কনেষ্টবলের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবার কথা।

সকলেই আসিল, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের আসিতে বিলম্ব হইতেছে। দর্শকগণ আগ্রহের সহিত প্রতি মূহুর্ত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, অথচ যজ্ঞেশ্বরের দেখা নাই। ষ্টেজ dull হইয়া যায় দেখিয়া "হরবিলাস"-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু, পুলিস ইনস্পেক্‌টারকে বলিলেন,—"জমাদার সাহেব, তোমার আসামী সট্‌কেছে, এখন তুমিই আসামী আর জমাদার দুই হ'য়ে দাঁড়াও, আমাদের কাজ চলুক; (দর্শকগণকে দেখাইয়া) বাবুরা সব ব'সে আছেন।

এই সময়ে দর্শকগণ মধ্যে যথার্থই বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুবাবুর এই রসিকতায় সমস্ত ঢাকিয়া গেল।

হুজুরকা তো হুকুম নেহি হ্যায়।

ষ্টার থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী এবং বিজিনেস্ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু মহাশয়, থিয়েটারে জনৈক নূতন হিন্দুস্থানী বেহারা নিযুক্ত করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন,—"তোম থিয়েটারকা অন্দরমে কাম করো। যো বাবুলোক রূপ-উপ ধরেগা, ওহি বাবুলোককো তামাকু দেওগে।"

হরিবাবুর উপদেশমত বেহারা যাহাদিগকে অভিনয়ার্থে সাজিতে দেখে, তাহাদিগকে তামাক দেয়। শশী বাবু এখন ভিতরে তবলা বাজান, তিনি তো সাজেন না ;—শশীবাবু বেহারাকে তামাক দিতে বলিলেন। বেহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অন্যান্য অভিনেতাগণকে তামাক দিতে থাকে। শশীবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বেহারাকে পুনরায় বলিল,—"ব্যাটা, শুন্‌তা নেই, তামাকু দেও।" তখন বেহারা বলিল,—'কাহে দিক কর্‌তা হ্যায়, হুকুম নেহি।" ইহাতে শশীবাবু ক্রোধে ও অপমানে উন্মাদের মত হরিবাবুকে গিয়া বলিলেন,—"ম'শায়, আমি কি এমন অপরাধ ক'রেছি, যে, আমাকে তামাক দিতে বারণ ক'রে দিয়েছেন?" হরিবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"সে কি, তামাক দিতে বারণ ক'রবো কেন? পুরান বেহারার অসুখ, তোমাদের কষ্ট হবে বলে নূতন বেহারার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি।" শশীবাবু বলিলেন,—"সে সকলকে তামাক দিচ্ছে,

কেবল আমাকেই দিচ্চে না; ব'লছে—বাবুকা হুকুম নেই।" অভিমানে শশীবাবুর চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল।

হরিবাবু ভিতরে আসিয়া বেহারাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বেহারা থতমত খাইয়া করযোড়ে বলিল,—"এ বাবু তো রূপ-উপ নেহি ধরা, তামাকু কাহে দেঙ্গে? হুজুরকা তো হুকুম নেহি হ্যায়।" হরিবাবু তখন প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং সকলকেই তামাক দিতে হইবে, সে কথাটী বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

"আল্লা-আল্লা-হো"

ঐতিহাসিক নাটকে প্রায়ই সৈন্যগণের সমবেতকণ্ঠে "হরহর মহাদেও" বা "আল্লা আল্লা হো" ধ্বনি করিবার আবশ্যক হয়; কিন্তু দুই চারিজন মাত্র সৈন্য রঙ্গমঞ্চ বা নেপথ্য হইতে ঐরূপ শব্দ করায় অভিনয়ে তেমন জমাট হয় না। মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুবাবু অভিনেতৃবর্গকে ডাকিয়া বলিলেন, "যখন 'আল্লা আল্লা হো' করিবার আবশ্যক হইবে, তখন থিয়েটারে যে যেখানে যে অবস্থায় থাক, 'আল্লা' শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই 'আল্লা আল্লা হো' করিয়া উঠিবে, যে না করিবে, তাহাকে আমার কঠিন দিব্য রহিল।"

বহুদিন ধরিয়া সৈন্যগণের জয়ধ্বনিতে দর্শকগণ চমকিয়া

উঠিতেন। থিয়েটারের ভিতর কেহ হুঁকা হাতে 'আল্লা আল্লা হো' করিতেছে, কেহ মুখের খাবার ফেলিয়া 'আল্লা আল্লা হো' করিতেছে, কেহ জলের গ্লাস হাতে, কেহ বেঞ্চেতে শুইয়া,—কেহ তন্দ্রাবস্থায় কেহ কেহ বা পাইখানা হইতে 'আল্লা আল্লা হো', করিতেছে !—উপায় নাই, সাহেবের কঠিন দিব্য ! !

তোমার গাড়ীতে—আমার হাঁড়িতে কালি প'ড়চে না।

মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন কোন দুঃস্থ অভিনেতা নাট্যসম্রাট গিরিশ বাবুকে তাঁহার দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা বলিতেছিলেন। গিরিশ বাবু বলিলেন,—"কেন, তোমার দাদা তো কণ্ট্রাক্‌টারী ক'রে বড়লোক হ'য়েছেন শুনতে পাই, তিনি কি তোমায় কোন সাহায্য করেন না?" অভিনেতাটী বলিলেন,—"আজ্ঞে, যখন তিনি দু' পয়সা উপায় ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন, তখনই তো ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হ'য়েছিলেন। আমাদের আর বড় একটা খোঁজ খবর রাখেন না; তবু সেদিন তাঁর কাছে গিয়েছিলুম যদি কিছু সাহায্য করেন। তা কি বল্লেন জানেন—'এখন কাজকর্ম্মের অবস্থা বড়ই মন্দা চ'লেছে, এক রকম বেকার ব'সেই রয়েছি। ফাটকের সামনে গাড়ীখানা একবার দেখে এসো না—যেন খড়ি উড়চে, এমন টান পড়েছে যে একটু কালি পড়চে না।'"

গিরিশ বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"ব'লে আস্‌তে পার্‌লে না, 'তোমার একটু টান পড়েছে, তাই তোমার গাড়ীতে কালি পড়্‌ছে না, আর আমার দাদা—এমন অবস্থা—যে আমার হুঁড়িতে কালি পড়্‌চে না।"

পরাণবাবুর ORIGINALITY

পরাণ বাবু একজন সাহিত্যিক, অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। উপস্থিত নাটক-রচনায় মনোনিবেশ করিয়া নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর নিকট যাতায়াত করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার নাটকের পাণ্ডুলিপি শুনাইয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন। একদিন অমৃতলালবাবু তাঁহাকে বলিলেন,—"পরাণবাবু, যখন এ কাজে হাত দিয়েছেন, তখন ভাল ভাল দেশী-বিদেশী নাটক আগে পাঠ করুন, তাহ'লে নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, নূতন নূতন চরিত্র-সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ ক'র্‌তে পার্‌বেন।" এইরূপ নানাকথা বলিয়া অমৃতবাবু একখানি সংবাদ-পত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পক্ষণ পরে একটী অস্ফুট রোদনধ্বনি শুনিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন,—পরাণবাবু জানুদ্বয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপিত করিয়া করতলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছেন!

অমৃতলালবাবু পরাণবাবুর আকস্মিক এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত ও ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পরাণবাবু,

হঠাৎ এরূপ কাঁদ্‌চেন কেন? আপনার বাড়ীর সব কুশল তো? কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটে নি তো?" ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া পরাণবাবু বলিলেন "আজ্ঞে না।" অমৃতলালবাবু আরও বিচলিত হইয়া বলিলেন,—"তবে ব্যাপারটা কি, আমাকে ভেঙ্গে ব'ল্‌তে, আপনার কি কোন ব্যাঘাত আছে?" পরাণবাবু পূর্ব্ববৎ ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিলেন,—"আপনাকে গুরুর ন্যায় মান্য করি। আপনি এইমাত্র কতকগুলা বড়লোকের নাটক পড়তে আজ্ঞা ক'রলেন; আমি তো কোনমতে সে আজ্ঞা পালন ক'রতে পার্‌বো না।" অমৃতবাবু তখন কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, সে তো ভাল কথাই বলেছি,—তাতে কি এমন দোষ হ'য়েছে?" পরাণবাবু করযোড়ে ও কাতর স্বরে কহিলেন,—"আজ্ঞে, পরের বই প'ড়লে আমার originality (মৌলিকত্ব) নষ্ট হ'য়ে যাবে।" অমৃতবাবু স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

খোদ—দুই মুঠা।

বিডনষ্ট্রীটের কোনও থিয়েটারের সত্বাধিকারী একদিন অভিনয়-রাত্রে টিকিট-ঘরে প্রবেশ করিয়া টিকিট-বিক্রেতা বিহারীবাবুকে বলিলেন—"আজ বিক্রি কেমন?" এই কথা বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাক্স হইতে নোটে ও টাকায় দুই মুষ্টি তুলিয়া লইয়া থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তৎপর দিবস কেসিয়ার বাবু চীৎকার করিতেছেন,—"বিহারী বাবু কোথায়?—এখনও কি থিয়েটারে আসেন নাই? টিকিট-বিক্রয়ের সব টাকা কোথায়? 'খোদ—দুই মুঠা ১৬২॥০ আনা'—এ কি একটা লিখে ক্যাস মিলিয়ে দিয়ে গেছেন?" কেসিয়ার বাবুর চেঁচাচেঁচিতে থিয়েটারের অন্যান্য লোক আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারাও কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,—"খোদ—দুই মুঠা ১৬২॥০ আনা। তাইতো ব্যাপারখানা কি?"

এমন সময়ে বিহারীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেসিয়ার বাবু রাগ করিয়া বলিলেন,—"কল্যকার টিকিট-বিক্রয়ের সব টাকা কোথায়?—"খোদ—দুই মুঠা" ব'লে কি লিখে রেখে গেছেন?" বিহারীবাবু তখন গত রাত্রির ঘটনাটী প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"তখন আমি আর কি করি বলুন? আপনি থিয়েটারে ছিলেন না,—আমি টিকিট-বিক্রয়ের সঙ্গে টাকা মিলিয়ে দেখলুম, ১৬২॥০ আনা কম হ'চ্ছে, তাই ঐ টাকাটা "খোদ—দুই মুঠা" ব'লে লিখে, হিসাব ঠিক ক'রে রেখে গেলুম।"

তখন প্রকৃত রহস্য বুঝিয়া সেখানে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়া লইলেন,—এ থিয়েটারে আর বেশী দিন চাকুরী করিতে হইবে না।

মুস্তফী সাহেবকা পাক্কা তামাসা।

হাস্যরসাবতার অর্দ্ধেন্দুশেখরকে অনেকে "সাহেব" বলিয়া ডাকিতেন,—কি কারণে তাঁহার এই নাম হইল, বোধ হয় অনেকে তাহা জানেন না। মূল ঘটনাটি এই:—

বাগবাজারে আদি প্রতিষ্ঠিত ন্যাসান্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় যে সময়ে জোড়াসাঁকো ৩৬৫নং অপার চিৎপুর রোড, মধুসূদন সান্যালের বাটীর (উপস্থিত যেখানে মল্লিকদের ঘড়িওয়ালা বাড়ী) উঠান ভাড়া লইয়া টিকিট বিক্রয় করিয়া সাধারণ-নাট্যশালারূপে অভিনয় করিতেছিলেন,—সেই সময়ে 'দেবকার্সন' নামক একজন সাহেব কলিকাতায় 'অপেরা হাউসে' তাঁহার রঙ্গাভিনয় দেখাইতেছিলেন।

"দেবকার্সন সাহেবকা পাক্কা তামাসা" বলিয়া তিনি অভিনয় ঘোষণা করেন। তাঁহার "The Bengalee Babu," "Professor," "The School Master," "Deva Carson in the Police Court" প্রভৃতি রঙ্গাভিনয় দর্শনে সাহেব মহলে আমোদের একটা তুফান বহিয়া যায়। এত ভিড় হইত যে রঙ্গালয়ে স্থান কুলাইত না। দেবকার্সন সাহেবের এই রঙ্গাভিনয় দেখিতে এত অধিক বাঙ্গালী দর্শক 'অপেরা হাউসে' যাইতে লাগিল যে, ন্যাসান্যাল থিয়েটারের বিক্রয় কমিয়া আসিল।

তখন অর্দ্ধেন্দু বাবুও "মুস্তফী সাহেবকা পাক্কা তামাসা" বলিয়া ন্যাসান্যাল থিয়েটারে রঙ্গাভিনয় আরম্ভ করিলেন। দেবকার্সন সাহেব তাঁহার "বেঙ্গলী বাবু" অভিনয়ে যেমন—

"I am a very good Bengalee Babu
I keep my shop at Radha Bazar,
I live in Calcutta eat my Dal-Vat
And smoke my Hookka." ইত্যাদি

গাহিয়া বাঙ্গালী বাবু লইয়া ঠাট্টা করিতেন,—অর্দ্ধেন্দু বাবুও সেইরূপ সাহেব সাজিয়া বেহালা হাতে গান করিতেন ;—

"হাম বড়া সাব্ হ্যায় দুনিয়ামে,
None can be compared হামারা সাথ।
'মিষ্টার মুস্তাফী' name হামারা,—
চাঁট গাঁওমে মেরা বিলাত॥
কোর্ট পিনি, প্যান্টুলন পিনি,
পিনি মেরা ট্রাউজার,
Every two years new suit পিনি
Direct from Chandny Bazar.
Dirty nigger hate হামারি
বড় ময়লা আছে ছোঃ ছোঃ ইত্যাদি"

তাঁহার সহিত রঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়া সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা

নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ও বেহালা বাজাইয়া গান করিতেন ও পলকা নাচ চালাইতেন।

দেবকার্সন সাহেবের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাল্টা জবাব পাইয়া বাঙ্গালী দর্শকদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সেই সময় হইতে "মুস্তফী সাহেব" বলিয়া অর্দ্ধেন্দু বাবুর নাম জাহির হয়।

৬নং বেলেঘাটা।

ষ্টার থিয়েটারে যে সময়ে নাট্যাচার্য্য অমৃত লাল বাবুর "তরুবালা" নাটক অভিনীত হয়, সে সময়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেণীবাবুর কম্পাউণ্ডার "হীরালালের" ভূমিকা হাস্তার্ণব অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী অভিনয় করিতেন। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে হীরালালের হাস্তরস ফুটাইবার তেমন কোনও সুযোগ ছিল না। বেণী ডাক্তার, হীরালালকে—"তুমি একটু বাহিরে থাক, আমি একবার সিংহিদের বাড়ীর 'কেস'টা দেখে আসি"—বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। নাটকে এই স্থলে 'উভয়ের প্রস্থান' লিখিত আছে।

অক্ষয়বাবু, বেণীবাবুর সহিত প্রস্থান কালে হঠাৎ পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,—"হাঁ, প্রেস্‌ক্রিপসন্‌টা একবার দেখুন তো, কি লিখে দিয়েছেন, বুঝ্‌তে পার্‌ছিনি,—৬নং বেলেঘাটা না কি ?" স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চৌধুরি বেণীবাবুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অক্ষয় বাবুর স্বকপোলকল্পিত

সঙ্গীতাচার্য্য ও অভিনেতা—

স্বর্গীয় রামতারণ সান্ন্যাল।

বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ এবং সুপ্রসিদ্ধ নট ও

নাট্যকার স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

৩২ পৃষ্ঠা।

এই রসিকতা বুঝিতে পারিয়া অভিনয়ছলে, কাগজখানি হাতে লইয়া যেন বিরাক্তভাবে বলিলেন,—"৬নং বেলেঘাটা কি,—বেলেডোনা ৬ অর্থাৎ 6th dilution.—এটা আর বুঝ্‌তে পারো নি?" দর্শকগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্ত করিয়া উঠিলেন। অদ্যাবধি 'তরুবালা' অভিনয়ে অক্ষয়বাবুর এই বুলিটী চলিয়া আসিতেছে।

একটু রস দিয়ে, একটু গদগদ হ'য়ে।

সখের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া যাঁহারা উত্তরকালে সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালায় প্রবিষ্ট হন, তাঁহাদের মধ্যে বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার, নাট্যকার ও প্রথিতনামা নট স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সর্ব্বপ্রথম। ইনি কলিকাতা, পাথুরিয়াঘাটা, চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাটীতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে (১২৬৩ সালে) "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নাটকে একটী স্ত্রীচরিত্রের ভূমিকা লইয়া সর্ব্ব প্রথম রঙ্গমঞ্চে দেখা দেন। ইনি বড় অমায়িক লোক ছিলেন। ১৩০৮ সালে ইঁহার স্বর্গারোহণের সহিত বেঙ্গল থিয়েটারেরও অবসান হয়।

'প্রহ্লাদ চরিত্র,' 'প্রভাস-মিলন,' 'নন্দ বিদায়' প্রভৃতি ভক্তি-রসাত্মক নাটকাভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটার সাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ভক্তদর্শকগণ প্রায়ই বেঙ্গল থিয়েটার দেখিতে যাইতেন। শেষ বয়সে বিহারীবাবু নাটকাদিই রচনা করিতেন, বড়

একটা সাজিতেন না, কিন্তু প্রতি অভিনয়-রজনীতে দর্শকদের আসনে বসিয়া, অভিনয়ের ভালমন্দের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। যেদিন দেখিতেন, অভিনয় তেমন জমাট হইতেছে না, দর্শকগণ কেমন উৎসাহবিহীন হইয়া পড়িতেছে, তখনই তিনি তাড়াতাড়ি থিয়েটারের ভিতরে আসিয়া উইংসের পার্শ্ব হইতে রঙ্গমঞ্চস্থ অভিনেতৃগণকে ইঙ্গিত করিয়া (ফোকলা দাঁতে) বলিতেন,—'একটু রস দিয়ে বল বাবা—একটু গদগদ হ'য়ে!"

আবার দাড়ি গজাল!

নাট্যরথী অমরেন্দ্রবাবু যে সময়ে ষ্টার থিয়েটার 'লিজ' লইয়া অভিনয় করিতেন, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবুও অমর বাবুর অনুরোধে মধ্যে মধ্যে তথায় অভিনয় করিতেন। সে সময়ে কলিকাতায় বাঙ্গালা থিয়েটার গুলিতে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অভিনয় হইত। অভিনেতাগণ অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কামাইয়া থাকেন। একদিন সমস্ত রাত্রিব্যাপি অভিনয় হইয়া প্রভাত হইয়া আসিয়াছে—তখনও অভিনয় চলিতেছে। অমৃতবাবু দাড়িতে হাত দিয়া বলিলেন,—'কাল সন্ধ্যাকালে দাড়ি কামাইয়াছি, আবার দাড়ি গজাল!'

কোন দিন এমন Clap পেয়েছেন?

নটগুরু গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে গঠিত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী" প্রথমে ভুবনবাবুর 'গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে'

অভিনীত হয়। নাট্যরথী স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের ভ্রাতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা কিরণবাবু যে সময়ে ন্যাসান্যাল থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন, সেই সময় কিরণ বাবু উক্ত 'মৃণালিনীর' একখানি নকল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রদান করেন। সেই কারণেই গিরিশবাবু কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'মৃণালিনী' বরাবর বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইত।

মৃণালিনীর চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যে সময় রাজপথ দিয়া স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক "পশুপতিকে" লইয়া মহম্মদআলী দুইজন মুসলমান সৈন্যসহ গমন করেন, সেই সময়ে অদূরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আলয় দেখিয়া পশুপতি বলিয়া থাকেন,—"ও যে আমার গৃহ, মুসলমানেরা আগুন দিয়েছে—মনোরমা গৃহে আছে, ছাড়ো ছাড়ো—" সৈন্যদ্বয় ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু উন্মত্তের ন্যায় পশুপতি তাহাদের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়।

বেঙ্গল থিয়েটারে যৎকালে "মৃণালিনীর" অভিনয় হয়, কিরণ বাবু "পশুপতির" ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। একরাত্রে উপোরক্ত দৃশ্য যে সময়ে অভিনয় হইতেছে, "পশুপতি"-বেশী কিরণবাবু "ছাড়ো—ছাড়ো" বলিয়া সৈন্যদ্বয়ের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, একজন সৈন্যের এমন feeling আসিয়াছে, যে, সে কোন মতেই পশুপতিকে ছাড়িবে না। কিরণবাবু

যতই বল প্রকাশ করিতেছেন, সে ততই তাঁহাকে সজোরে জাপ্‌টাইয়া ধরিতেছে। বহুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর কিরণবাবু শেষে অনন্যোপায় হইয়া সৈনিককে সজোরে রঙ্গমঞ্চের উপর আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ধাবিত হইলেন। সবেগে পতিত হইয়া সৈনিকের নাক মুখ ছেঁচিয়া গেল। দর্শকগণ চক্ষের সম্মুখে এই সজীব অভিনয় দেখিয়া উল্লাসে ঘন ঘন করতালি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ড্রপ পড়িয়া যাইলে কিরণবাবু সৈনিককে ক্রোধে ভর্ৎসনা করিতে গিয়া দেখেন, তখনও তাহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। তিনি তাহার অবস্থা দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"ছিঃ ছিঃ—এমন আহাম্মুখ তুমি! দেখ দেখি, এখনো রক্ত প'ড়্‌চে!" সৈনিক করযোড়ে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, আহাম্মুখ তো ব'ল্‌চেন, নাক দিয়ে রক্তও পড়্‌চে বটে,—কিন্তু আজকের play কেমন জমিয়ে দিলুম বলুন?—কোন দিন এমন clap পেয়েছেন?"

ফ্যান্সি ফেয়ারে অর্দ্ধেন্দুশেখর।

নিউইয়ার্সডে উপলক্ষে আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেনে প্রতি বৎসর "ফ্যান্সি ফেয়ার" হইয়া থাকে। বহুদিনের কথা, ইংরাজী 'লুইস থিয়েটার' তথায় অভিনয় করিবার জন্য একটী তাঁবু

ফেলিয়াছিল। ন্যাসানাল থিয়েটারও অভিনয়ার্থে তথায় গিয়া আর একটী তাঁবু ফেলে। লুইস থিয়েটার বাদ্যাদি নানা প্রলোভনে দর্শক সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল। সাহেব, মেম ও অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী 'লুইস থিয়েটারেই' যাইতেছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবু দেখিলেন, লুইস থিয়েটার আড়ম্বর করিয়াই দর্শক আকর্ষণ করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ক্লাউন সাজিয়া একটী ঘণ্টা হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং সম্মুখস্থ সাহেব, মেম—যাহাকে দেখিতে পাইলেন, বলিতে লাগিলেন :—

"A merry Band has just come down from the moon in younder camp. Come one—come all!"

মুস্তফি সাহেবের সাজসজ্জা এবং চলন, বলন ও অভ্যর্থনার অদ্ভূৎ ভঙ্গিমায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দলে দলে সাহেব, মেম ও বাঙ্গালী ন্যাসান্যাল থিয়েটারের তাঁবুতেই প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

কোনটী পালা আর কোনটী সং?

ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে আসিয়া জনৈক পল্লীগ্রামবাসী, উক্ত থিয়েটারের বিজিনেস ম্যানেজার স্বর্গীয় দুর্গাদাস দে মহাশয়কে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ

বাবু, আজ কি পালা হবে?" দুর্গাদাস বাবু বলিলেন, "মৃণালিনী ও সীতাহরণ"। লোকটী বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু, কোনটী পালা আর কোনটী সং?" দুর্গাদাস বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"'মৃণালিনী' পালা আর 'সীতাহরণ' সং।"

তিন খানা গোয়ালন্দের টিকিট দেবেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের টিকিটঘরে আসিয়া একদিন জনৈক পল্লীগ্রামনিবাসী জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু, বাবু—এইখানে কি টিকিট বিক্রী হয়?" টিকিট-বিক্রেতা বাবু বলিলেন,—"হাঁ, কোন্ জায়গার টিকিট নেবে?" লোকটী বলিল,—"আজ্ঞে তিন খানা গোয়ালন্দের টিকিট দেবেন।"

আমাকে তামাক সেজে খেতে বলিস্?

চোরবাগানে স্বর্গীয় গোপাললাল মিত্রের বাটীতে 'গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার' সম্প্রদায় আহুত হইয়া তথায় "নবীন তপস্বিনী" নাটকাভিনয় করেন।

উক্ত নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই গুড়-তুলায় আবৃত, লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ 'জলধরকে' বহন পূর্ব্বক চারিজন বাহক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া থাকে। আদি ন্যাসান্যাল থিয়েটারে "লীলাবতী"

নাটকের "নদেরচাঁদ" ভূমিকার খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তন্মধ্যে একজন বাহক সাজেন। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মালকোচা আঁটা, কাঁধে গামছা, গলায় মালা পরিয়া তিনি হুবহু পল্লীগ্রামের দুলে-বাগ্দীদের ন্যায় বেশ ধারণ করিতেন।

চতুর্থ অঙ্কের ড্রপ পড়িয়া কনসার্ট বাজিতেছে, পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই তাঁহাদিগকে বাহির হইতে হইবে। যোগেন বাবু তাড়াতাড়ি উক্ত মিত্র বাটীর জনৈক ভৃত্যকে চট্ করিয়া এক ছিলিম তামাক দিতে বলিলেন। সে থিয়েটারের ভিতরে এক পার্শ্বে তামাকের সরঞ্জাম লইয়া সকলকে তামাক দিতেছিল। ভৃত্যটী, যোগেন বাবুর চেহারা দেখিয়া ভাবিল,—'এ লোকটা থিয়েটারের চাকর, এত বড় বাবু হ'য়েছে, যে, আমাকে দিয়ে তামাক সাজিয়ে নিয়ে খেতে চায়।' তখন সে কুপিত হইয়া বলিল, "তুই নিজে তামাক সেজে খা'না,—বড় যে বাবু হ'য়েছিস্!" সহসা একটা ভৃত্যের মুখে এইরূপ জবাব পাইয়া যোগেনবাবু ক্রোধে—"কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাকে তামাক সেজে খেতে বলিস্!"—বলিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন। ভৃত্যটী গোঁয়ার ছিল, সে-ও তাঁহার ঘাড় ধরিয়া ধাক্কা দিল। আর কি রক্ষা আছে, যোগেনবাবু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহার পৃষ্ঠে বিলক্ষণরূপ ঘা'কতক বসাইয়া দিলেন; ভৃত্যও তাঁহার চুলের মুঠি

ধরিল। উভয়ের মধ্যে যখন এই গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ ও চেঁচামেচি চলিতেছে, তখন অভিনেতৃগণ ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন।

ভৃত্য তখন যোগেন বাবুর চুলের মুঠি ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করায়, পরচুলাটী তাহার মুষ্টি-বদ্ধ হইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে এবং যোগেন বাবুর স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে! যখন সকলে "যোগেন বাবু, ব্যাপার কি—ব্যাপার কি?"—বলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন ভৃত্যটী তাঁহাকে থিয়েটারের একজন বাবু বুঝিতে পারিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যোগেন বাবুর পা'দুটী জড়াইয়া ধরিল এবং বার বার মাপ চাহিতে লাগিল।

এই হ্যাঙ্গামায় এবং যোগেন বাবুকে প্রকৃতিস্থ করিতে বিলম্ব হওয়ায়, সে দিন আর জলধরকে কাঁধে করিয়া ষ্টেজে আনা হইল না, জলধরের কোমরে শিকল বাঁধিয়া রঙ্গমঞ্চে আনিতে হইয়াছিল।

প্রথিতনামা উদার-হৃদয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীন 'মিনার্ভা থিয়েটারে' এইরূপ আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। বহুবাজারের বিখ্যাত বড়ালদের বাড়ীতে এক রাত্রি সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-বিরচিত "শুভ-দৃষ্টি" নাটক উক্ত মিনার্ভা থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত হইতেছিল। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক অভিনেতা 'উড়ে খানসামা' সাজিয়া, বড়াল বাটীর জনৈক উড়ে ভৃত্যকে এক পেয়ালা চা দিতে

বলেন। সে, রাধাচরণবাবুকে সত্যই উড়ে ঠাওরাইয়া কটু ভাষায় গালি দিতে থাকে। রাধাচরণ বাবু চাকরের স্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্রোধে তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে একেবারে থিয়েটারের ম্যানেজার অপরেশবাবুর সাম্‌নে আনিয়া খাড়া করেন এবং তাহার নামে তীব্র অভিযোগ করেন। ভৃত্যটীও বড় লোকের বাড়ীর খানসামা,—সেও অপমানে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

অপরেশ বাবু সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া, যখন রাধাচরণ বাবুর মাথা হইতে উড়ের পরচুলাটী তুলিয়া লইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন,—রাধাচরণ বাবু সত্যই তাহার জাত-ভাই নন,—তখন ভৃত্যটী অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। অবশেষে অপরেশবাবুর মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হইয়া সে রাধাচরণ বাবুর নিকট মাপ চাহিল এবং শুধু রাধাচরণ বাবুকে নয়, সকলকেই দুধ-চিনি বেশী করিয়া দিয়া ঘন ঘন চা সরবরাহ করিতে লাগিল।

সকলে নাকাল!

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কামিনী-কুঞ্জ" নামক একখানি গীতিনাট্য অভিনীত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় রামতারণ সান্যাল মহাশয় তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রঙ্গমঞ্চে গোপাল ভাবে যথার্থ ই মাখন খাইতেন।

এই সময়ে উক্ত থিয়েটার সম্প্রদায় দ্বারভাঙ্গার স্বর্গীয় মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর প্রসাদ মহোদয়ের অভিষেক-উৎসবে আহুত হইয়া বাঁকিপুরে অভিনয়ার্থে গমন করেন। তথায় এক রাত্রি উক্ত "কামিনী-কুঞ্জ" গীতিনাট্য অভিনীত হয়।

বাঁকিপুর অঞ্চল সে সময়ে সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট মাখনের নিমিত্ত বিখ্যাত ছিল। গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে যিনি ড্রেসার (স্বর্গীয় কার্ত্তিক চন্দ্র পাল) ছিলেন, তিনি কোনও বিশেষ কারণে বাঁকিপুর যাইতে পারেন নাই, এ নিমিত্ত তাঁহার স্থলে—নবীনচন্দ্র পাল নামক তাঁহার একটী আত্মীয় গিয়াছে। রামতারণ বাবু বাঁকিপুরের উৎকৃষ্ট মাখনের প্রলোভনে, তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন,—যেন রঙ্গমঞ্চে তাঁহার জন্য বেশী করিয়া মাখন রাখা হয়। রামতারণ বাবুর উপদেশ মত নবীনচন্দ্র অনেকটা মাখন ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।

অভিনয় কালে যে সময়ে "শ্রীকৃষ্ণ"-বেশী রামতারণ বাবু মাখন খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, সহসা অপ্রত্যাশিত একটা বিকৃত আস্বাদনে বুঝিতে পারিলেন,—এ প্রকৃত মাখন নহে, নবীন পাল ঠিক মাখনের মত কি একটা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া ষ্টেজে বসিয়াই "গাধা শুয়ার" ইত্যাদি যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া নবীনচন্দ্রকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। দর্শকগণ সহসা শ্রীকৃষ্ণকে মাখন খাইতে খাইতে চঞ্চল হইয়া এরূপ

কটূক্তি কহিতে শুনিয়া প্রথমে বিস্মিত পরে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

যাহাই হউক রামতারণ বাবু যেমন তেমন করিয়া উক্ত দৃশ্য অভিনয়ান্তে ভিতরে আসিয়া, ক্রোধে নবীন পালকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। নবীনচন্দ্র বলিল,—"আপনি যা ইচ্ছা তাই ব'লে গাল দিচ্চেন কেন? এ তো আর সত্যকার মাখন নয়,—ষ্টেজে তো সব নকল ক'রে দেখাতে হয়—সবেদা, পাউড়ি, চূণ এই সব দিয়ে ঠিক তো মাখন বানিয়ে রেখেছি।"

পরে যখন নবীন চন্দ্র শুনিল, রামতারণ বাবু শ্রীকৃষ্ণের ভাবে রঙ্গমঞ্চে বসিয়া সত্যই আসল মাখন খাইয়া থাকেন, এবং তাহার তৈয়ারী চূণ-মিশ্রিত নকল মাখন খাইয়া তাঁহার মুখ পুড়িয়া গিয়াছে, তখন সে লজ্জায় একেবারেই নির্ব্বাক হইয়া গেল!

উঃ—বড় জ্বর!

একদিন রস-সাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা থিয়েটারে তৈল মাখিয়া স্নানার্থে চৌবাচ্ছায় নামিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে একটী ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"কেমন আছেন ম'শায়?" অর্দ্ধেন্দুবাবু তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গ কুঞ্চিত করিয়া বিকৃত বদনে এবং ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—"উঃ—বড় জ্বর!" ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"সে কি ম'শায়, ভাল না থাকলে কেউ তেল মেখে স্নান করে? জ্বর কি ব'লচেন?"

অর্দ্ধেন্দুবাবু পুনরায় সহজ ভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আমি তো কিছু বলিনি ম'শায়, আমি তোফা স্নান ক'রতে যাচ্ছি, আপনিই এসে বল্লেন,—'কেমন আছেন?"

ভাল ভাল মা গুলো ছেড়ে দিয়ে গেল।

কোনও থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ, জনৈক অভিনেত্রীর প্রতি 'সুনজরে' চাহিয়া আসিতেছিলেন। একদিন শুনিলেন, উক্ত থিয়েটারের জনৈক বিশিষ্ট অভিনেতাও তাহার উপর 'শুভ দৃষ্টি' রাখিতেছেন। তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে তক্কে তক্কে ফিরিয়া থাকেন।

একদিন এমন একখানি নাটকের অভিনয় হইবে, যাহাতে উক্ত অভিনেতাকে অভিনয়কালীন সেই অভিনেত্রীকে বহুবার মাতৃ সম্বোধন করিতে হইবে। তিনি সন্দেহ মোচনের অদ্য একটা সুযোগ বুঝিয়া, অভিনয় আরম্ভ হইলে উক্ত নাটকের আর এক কাপি লইয়া প্রম্প্টারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং যে যে দৃশ্যে উভয়ে একত্রে অভিনয় করে,—সেই সেই দৃশ্যগুলি ঠিক বলিয়া যাইতেছে কিনা, মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

যখন দেখিলেন, উক্ত অভিনেতা, যে যে স্থলে মাতৃসম্বোধন আছে, সবগুলি ছাড়িয়া দিয়া গেলেন, তখন তিনি বিশেষ কুপিত ও উত্তেজিত হইয়া নটগুরু গিরিশবাবু যে ঘরে বসিয়াছিলেন, সেই ঘরে ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"গিরিশবাবু, গিরিশ

বাবু, ম—বাবু সব ভাল ভাল মাগুলো ছেড়ে দিয়ে গেল। আপনি এখনই এর একটা ব্যবস্থা করুন।” গিরিশ বাবু ও অন্যান্য যাঁহারা সে ঘরে ছিলেন, ব্যবস্থা করিবেন কি—সকলে হাসিয়াই অস্থির।

নটের প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবুর “হীরক চূর্ণ” নামক একখানি নাটক অভিনীত হয়। এই তাঁহার প্রথম নাটক রচনা। বরোদার মহারাজ মলহররাও গাইকোয়াড় তৎস্থানস্থ রেসিডেন্টকে খাদ্যের সহিত হীরক চূর্ণ প্রদানে হত্যাচেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত হন, এই ঘটনা লইয়া নাটকখানি রচিত। এই নাটকাভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রথম রেলগাড়ী দেখান হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তিনি সে সময়ে কলিকাতার “পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে” কার্য্য করিতেন। তিনিই এই রেলগাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং পাছে অন্য কোন অভিনেতা চালাইতে গিয়া অকৃতকার্য্য হন, এই জন্য তিনি স্বয়ং ড্রাইভার সাজিয়া গাড়ী চালাইতেন। তাঁহার কৃতিত্বে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এক রাত্রি “হীরক চূর্ণ” অভিনয় হইতেছে। যৎকালে রেলগাড়ী ধূম উদ্গীরণ ও ঘন ঘন বংশী-ধ্বনি করিতে করিতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ

করিল, নাট্যামোদিগণ দেখিলেন,—যোগেন বাবু ড্রাইভার সাজিয়া রেলগাড়ী চালাইতেছেন, সবুজ নিশান হাতে স্বয়ং গ্রন্থকার অমৃতলাল বাবু গার্ড সাজিয়া গাড়ীর পশ্চাতে অবস্থান করিতেছেন, অর্দ্ধেন্দু বাবু গাইকোয়াড় সাজিয়া গাড়ীর মধ্যে বিরাজ করিতেছেন,—রঙ্গমঞ্চে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া দর্শকগণ পরম আনন্দে ঘন ঘন করতালি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে হঠাৎ সেদিন কেমন কল খারাপ হইয়া গাড়ী চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া গেল। যোগেন বাবু নানারূপ কৌশল করিয়াও যখন সুবিধা করিতে পারিতেছেন না,—সহসা রসভঙ্গে দর্শকগণ-মধ্যে যখন একটা বিদ্রূপসূচক হাস্য-ধ্বনি উঠিবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে অমৃতলাল বাবুর মস্তিষ্কে হঠাৎ একটি উপস্থিত বুদ্ধি জোগাইল,—তিনি তৎক্ষণাৎ বিপদ ঘটনার সাঙ্কেতিক নিদর্শন-স্বরূপ লাল নিশান ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। দর্শকগণ অমৃতলাল বাবুর এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে চমৎকৃত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

দুলিতে লাগিল শূন্যে শচী-কলেবর!

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে যে সময়ে কবিবর হেমচন্দ্রের "বৃত্র-সংহার" মহাকাব্য নাটকাকারে গঠিত হইয়া অভিনীত হয়,—সে সময়ে যোগেন বাবু তাঁহার আর একবার ইঞ্জিনিয়ারিং মাথা খাটাইয়া

ছিলেন ;—কিন্তু অন্যের অসাবধানতায় তাহা শেষে দৈব-দুর্ঘটনায় পরিণত হয়।

"বৃত্র-সংহারে" বর্ণিত হইয়াছে,—স্বর্গ-বিতাড়িতা শচী দেবী যে সময়ে নৈমিষারণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময়ে দানবরাজ বৃত্রের আদেশে তৎপুত্র রুদ্রপীড় শচীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হন। তিনি শচী-পুত্র জয়ন্তকে পরাস্ত করিয়া এই হীন কার্য্য নিজে না করিয়া, তাঁহার অনুচর "নিকবন্ধ" নামক এক হৃদয়-হীন দৈত্যকে আদেশ করেন। নিকবন্ধ শূন্য হইতে আসিয়া শচীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক গগনপথে লইয়া যায়।

এই দৃশ্যটী দর্শকগণ-সম্মুখে প্রস্ফুটিত করিয়া দেখাইবার জন্য যোগেন বাবুর উপর ভারার্পিত হয়। যোগেন বাবু কল-কব্জা ঠিক করিয়া লইয়া, কার্য্য-সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত স্বয়ং নিকবন্ধ দৈত্যের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

"কাদম্বিনী" নাম্নী গ্রেট ন্যাসান্যালের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শচীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার ঘাড়ে ও কোমরে বেল্ট বাঁধিয়া দুইটী কড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন, এবং আপনার পায়ে ও কোমরে হুক আঁটিয়া রাখিয়াছিলেন। কাদম্বিনীকে উপদেশ দিয়া-ছিলেন, "যখন আমি উপর হইতে নামিয়া আসিব, তখন তুমি অভিনয় করিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রতার সহিত কড়াগুলি লাগাইয়া লইবে।"

যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য অভিনয় হইতেছে, রুদ্রপীড়ের সহিত ভীষণ

সংগ্রামে আহত ও ভূপতিত জয়ন্তকে দেখিয়া শচীদেবী—"কোথায় জয়ন্ত হায়!" ইত্যাদি বলিয়া সকরুণ বিলাপ করিতেছেন,—দর্শকগণ আর্দ্র নয়নে মুগ্ধ হইয়া এই মর্ম্মভেদী অভিনয় দেখিতেছেন,—এমন সময়ে "নিকবন্ধ দৈত্য"-বেশী যোগেন বাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া সহসা সবলে শচীর কেশাকর্ষণ করিলেন। সহসা শূন্যপথে দৈত্যকে নামিতে দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু যখন দৈত্য আসিয়া নির্ম্মমভাবে শচীদেবীর কেশাকর্ষণ করিল,— তখন ঘৃণায় ও ক্রোধে দর্শকগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—রঙ্গালয়ে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। দর্শকগণের এই প্রবল উত্তেজনা—নাট্য-সংঘর্ষণের এই অদ্ভুত উদ্দীপনা দর্শনে 'শচী'-বেশধারিণী কাদম্বিনীও এমনই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার আর হুকে কড়া লাগাইবার কথা একেবারেই স্মরণ নাই।

এদিকে যোগেন বাবুর সঙ্কেতে কল চলিতে আরম্ভ হইল। শচীদেবীর কেশ আকর্ষণ করিয়া দৈত্য উপরে উঠিতেছে। যখন চুলে বিলক্ষণ টান পড়িতে লাগিল,—তখন কাদম্বিনীর চৈতন্য হইল— সে তো হুকে কড়া লাগাইয়া দেয় নাই! আবার যোগেন বাবুও যখন কাদম্বিনীর সমস্ত দেহ-ভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন— কাদম্বিনী হুকে কড়া লাগাইয়া দেয় নাই, কেবলমাত্র সে—তাঁহার মুষ্টি-নিবদ্ধ কেবাকর্ষণে ঝুলিতেছে,—তখন তিনি ব্যস্ত ও ভীত হইয়া প্রাণপণে তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া রহিলেন। বিষম আকর্ষণে ও

বঙ্গনাট্যশালার সুপ্রসিদ্ধ নট ও নেতা এবং সুবিখ্যাত

“সতী কি কলঙ্কিনী” গীতিনাট্য-প্রণেতা—

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৩ ও ৬০ পৃষ্ঠা।

উত্তরোত্তর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হওয়ায় শূন্যপথে ঝুলিতে ঝুলিতে কাদম্বিনী উচ্চৈঃস্বরে পরিত্রাহি চীৎকার আরম্ভ করিল! এ দিকে কাব্যামোদী-দর্শকগণ হেমবাবুর 'বৃত্র-সংহার' কাব্যে বর্ণিত—

"দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তল-লতা,
দুলিতে লাগিল শূন্যে শচী-কলেবর!"

প্রত্যক্ষ মিলাইয়া পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সমবেত দর্শকমণ্ডলী শচীর প্রাণপণ আর্ত্তনাদ—জীবন্ত অভিনয় জ্ঞান করিয়া নিদারুণ উল্লাস ও বিষম করতালি-ধ্বনিতে রঙ্গালয়ের ছাদ পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই হরণ-দৃশ্যেই অঙ্কের শেষ। ড্রপ পড়িবামাত্র সকলে ছুটিয়া গিয়া দোদুল্যমানা কাদম্বিনীকে ধরিয়া নামাইয়া ফেলিলেন।

'ম' কত ছড়িয়েছি দেখ না।

নটগুরু গিরিশচন্দ্র, নাট্যরথী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর প্রভৃতি যুবকবৃন্দ মিলিত হইয়া ১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ) বাগবাজারে একটি অবৈতনিক যাত্রা সম্প্রদায় সংগঠিত করেন। এই দল ভাঙ্গিয়া পরে "বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের" পত্তন হয় এবং তাহাতে "সধবার একাদশীর" প্রথমাভিনয় হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক এই যাত্রার দলে

অভিনয়ার্থে মনোনীত হয়। যাত্রা-উপযোগী কতকগুলি গীত রচনার আবশ্যক হওয়ায়, সকলে তৎসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতা প্রিয়মাধব বসু মল্লিক মহাশয়ের নিকট গমন করেন। কিন্তু তাঁহার সময়াভাব-বশতঃই হউক বা কতকগুলি অপরিচিত যুবক দেখিয়া অগ্রাহ্যবশতঃই হউক, বহু যাতায়াতের পর তাঁহার নিকট একখানিও গীত না পাওয়ায়, গিরিশবাবু বিরক্ত হইয়া তাঁহার সমবয়স্ক উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে বলেন,—"এত কষ্ট কেন? 'একটা ভোসের লাগি কি জান খোয়াবি?' আয়, আমরা দু'জনে যেমন পারি, গান বাঁধি।" উভয়ে উৎসাহের সহিত উক্ত যাত্রার গান রচনা করিলেন। গিরিশবাবুর রচনা-শক্তির সহিত সাধারণের এই প্রথম পরিচয়। একখানি গীতের নমুনা,—দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যযাতির উক্তি :—

('সখি, ধর ধর'—সুরে গেয়)

আহা—মরি মরি!

অনুপমা ছবি, মায়া কি মানবী

ছলনা বুঝি করে বনদেবী!

রঞ্জিত রোদনে বদন অমল,

নয়ন-কমলে নীর ঢল ঢল,

নিতম্ব-চুম্বিত, বেণী-আলোড়িত,

বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী।

ইত্যাদি।

গানখানি রচনা করিয়া গিরিশবাবু যখন সম্প্রদায়কে শুনাইলেন, তখন তাঁহারা মহা খুসী হইয়া বলিলেন, "গান বড়ই মধুর হইয়াছে।" গিরিশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মধুর হবে না?—যে 'ম' অক্ষর 'মধুর' গোড়ায়,—সেই 'ম এ'তে কত ছড়িয়েছি দেখ না!"

দুধটুকু বুঝি বেড়ালে সব খেয়ে গেল!

মিনার্ভা থিয়েটারে একদা গিরিশচন্দ্রের "মুকুল-মুঞ্জরা" নাটকের অভিনয় হইতেছে, আফিংখোর "বরুণচাঁদ"-বেশী রস-সাগর অর্দ্ধেন্দু-শেখর "ভজনরামের" সহিত অভিনয় করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বিড়াল রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া বেগে প্রস্থান করিল। হঠাৎ এই দৃশ্যে দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ অভিনয়-ছলে অর্দ্ধেন্দু বাবু "ভজনরাম"-বেশী খ্যাতনামা অভিনেতা বিনোদবিহারী সোম (পদ বাবু) কে বলিলেন,—"ওরে ভজন, বুঝি সর্ব্বনাশ হ'লো—একে আমি আফিংখোর মানুষ—দুধটুকু বুঝি হতভাগা বেড়ালে সব খেয়ে গেল!"

রঙ্গালয়ে হাসির তরঙ্গের উপর হাসির বন্যা ছুটিল।

এত চুণ পায়ে মেখে নষ্ট?

ভুবনমোহন বাবুর গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় হরলাল রায়-প্রণীত "হেমলতা" নাটক অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। এই নাটকের নায়ক "সত্যসখার" ভূমিকা দেশবিখ্যাত

অভিনেতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু মহাশয় বিশেষ যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। রস-সাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর একদিন উক্ত ভূমিকা অভিনয় করিয়া বড়ই রঙ্গ করিয়াছিলেন।

যে সময়ে 'সত্যসখা' পাগলের ছদ্মবেশে কারাগারে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক চিতোরাধিপতি বিক্রমসিংহকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া দেন, সে সময়ে সত্যসখার কপট উন্মাদাবস্থা গ্রন্থকার এইরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:—সত্যসখা যেন আকাশে মিস্ত্রী খাটাইয়া বাড়ী তৈয়ারী করিতেছেন। মিস্ত্রীদিগের উদ্দেশে পাগলামির ঝোঁকে কখনও বলিতেছেন,—"খাট্ খাট্—বক্সিস পাবি, আকাশে বাড়ী—রাজা বেটারও নাই, মন্ত্রী বেটারও নাই; কাজ কর, কাজ কর, দেখি কেমন কাজ করিস।" আবার কখনও ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিতেছেন,—"মার বেটাকে মার—বেদম মার, এত চুণ গায়ে মেখে নষ্ট?" ইত্যাদি।

অর্দ্ধেন্দুবাবু উপরোক্ত "এত চুণ গায়ে মেখে নষ্ট?" বলিবার সময় চাহিয়া দেখেন, থিয়েটারের ভিতরে উইংসের পার্শ্বে তাঁহাদের একটি বিশিষ্ট বন্ধু সাদা মোজা পায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চের উপর হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিয়া তাঁহার পায়ে সাদামোজা দেখাইয়া বলিলেন,—"এত চুণ পায়ে মেখে নষ্ট?" দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভদ্রলোকটি মহা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

উইংসের পার্শ্বে দাঁড়াইলে অভিনেতৃগণের রঙ্গমঞ্চে গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধা হয়, এজন্য তাঁহাকে বহুবার ও বহুদিন দর্শকগণের আসনে বসিয়া অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করা হইত, কিন্তু তিনি তাহা শুনিয়াও শুনিতেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবু আজি এই সুযোগ পাইয়া রঙ্গচ্ছলে তাঁহাকে একটু শিক্ষা দান করেন।

মলুম, আমার কত্তাকে মল্লে গো!

প্রতাপচাঁদ জহুরী মহাশয়ের ন্যাসান্যাল থিয়েটারে একদিন দীনবন্ধুবাবুর "নীলদর্পণ" নাটক অভিনয় হইতেছে।—

উক্ত নাটকের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে যে সময়ে উন্মাদিনী সাবিত্রী, কনিষ্ঠা বধূ সরলতার গলায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়া নৃত্য করিতে থাকেন, সে সময়ে কনিষ্ঠ পুত্র বিন্দুমাধব আসিয়া ব্যস্তভাবে "ওমা! ওকি!—আমার সরলতাকে মেরে ফেল্লে!" বলিয়া সরলতার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া—"আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন" বলিয়া রোদন করিয়া থাকেন।

"ন্যাসান্যালে" সেদিন যিনি বিন্দুমাধবের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা এবং সর্দ্দির প্রাবল্যে—যখন তিনি সরলতার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া রোদনাভিনয় করিতেছিলেন—তখন তাঁহার নয়ন ও নাসিকা যুগল হইতে নিঃসৃত প্রবল জলধারায় সরলতা-বেশী গোলাপসুন্দরী ওরফে সুকুমারী দত্তের মুখমণ্ডল ভাসিয়া যাইতে

থাকায়, তিনি মহা বিরক্ত হইয়া নড়িয়া উঠিলেন। মৃতাকে নড়িতে দেখিয়া দর্শকগণ হাস্য করিতে লাগিলেন। যিনি বিন্দুমাধবের ভূমিকাভিনয় করিতেছিলেন, তিনি সরলতার এই দোষটুকু ঢাকিয়া লইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, এখনো জীবন আছে—এখনো মরে নাই।" এই বলিয়া যখন মস্তক নত করিয়া সরলতার মুখের নিকট পরীক্ষার ছলে ঝুঁকিয়া পড়িলেন—তখন সর্ব্বাঙ্গ শ্লেষ্মা-সলিল-ভাসিতা গোলাপসুন্দরীর ধৈর্য্যের বন্ধন একেবারেই শিথিল হইয়া যাইল,—তিনি ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে মলুম, আবার কতবার মর্‌বো ?"

আসুন—আসুন !

উক্ত প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাসান্যাল থিয়েটারে একদিন গিরিশ-চন্দ্রের "সীতার বনবাস" নাটক অভিনয় হইতেছে। যে সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের কঠোর আদেশ জ্ঞাপনপূর্ব্বক সীতাদেবীকে 'বনবাস' দিয়া আসিয়া, উন্মত্তাবস্থায় লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বলেন :—

"শুন শুন উন্মাদ সঙ্গীত,
চল রাম-পদে লইব আশ্রয়,
নহে জীবন সংশয় মম,—
নাদে ধ্বনি বজ্রনাদ জিনি !"

সে সময়ে অযোধ্যা হইতে প্রত্যাগত একজন দূত আসিয়া বলিয়া থাকে :—

"দেব! প্রমাদ পড়েছে বড়,
রঘুবীর অধীর হৃদয়,
শূন্য মন শূন্য দৃষ্টি—
শূন্য করি অযোধ্যা নগরী
সমাগত সরযূ পুলিনে,—
ক্ষণে অচেতন, চেতন বা ক্ষণে,
আঁখি বারিধারা
মিশায় সরযূ-নীরে,
উষ্ণ শ্বাস মিশায় সমীরে!
মহর্ষি বশিষ্ঠ সাথে—
প্রবোধিতে নারেন রাঘবে!"

হাস্য-রস-রসিক স্বর্গীয় বিহারীলাল বসু (যিনি জ্যেঠাবিহারী নামে সুপরিচিত) উক্ত দূতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ সেদিন কেমন তাঁহার সব গুলাইয়া যাইল। "দেব! প্রমাদ পড়েছে বড়"—ধরতা লাইন ধরিতে না পারিয়া, বড়ই প্রমাদে পড়িলেন। অবশেষে কাজ চালান গোছ যাহাই হউক কিছু একটা বলিতে হইবে স্থির করিয়া লইয়া, মস্তক অবনত এবং উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া, "লক্ষ্মণ"-বেশী স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসুকে

আহ্বানসূচক ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন,—"আসুন, আসুন!" শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর—

রঙ্গালয়ে কিরূপ হাস্যের রোল উঠিল, পাঠকগণই তাহা অনুমান করুন।

মেজ্‌দাদা আমায় পারে না কি?

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী-প্রণীত "নন্দ-বংশোচ্ছেদ" নামক একখানি করুণ-রসাশ্রিত, নাটক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের শেষভাগে রাজ-কুমার "নন্দ" ও মন্ত্রী শকটার পুত্র "বিজয়বল্লভের" পরস্পর অসিযুদ্ধ হয়, এবং নন্দ আহত হইয়া ভূপতিত হন।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। নগেন্দ্রবাবু মধ্যম ও কিরণবাবু কনিষ্ঠ। কিরণবাবু তরোয়াল-খেলা বিশেষরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই নাটকে নগেন্দ্রবাবু "বিজয়বল্লভের" এবং কিরণবাবু "নন্দের" ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত দৃশ্যে যে সময় "বিজয়বল্লভ"-বেশী নগেন্দ্রবাবু এবং "নন্দ"-বেশী কিরণবাবুর পরস্পর অসিযুদ্ধ হইতেছে,—সে সময়ে কিরণবাবু এরূপ ক্ষাত্র-তেজোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, যে, যদিও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার ভূপতিত হইবার কথা, কিন্তু পতন তো দূরের

কথা, তাঁহার অসি-সঞ্চালন-নৈপুণ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। দর্শকগণ সমর-কুশলী বীরদ্বয়ের অসিযুদ্ধ দর্শনে পরমানন্দে ঘন ঘন করতালিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন এই ভীষণ সমরের কোনরূপ অবসানের লক্ষণ দেখা গেল না, তখন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ উইংসের পার্শ্ব হইতে অনুচ্চস্বরে কিরণবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"পড় কিরণ পড়, বড় দেরী হ'য়ে যাচ্চে :" কিরণবাবু যুদ্ধ করিতে করিতেই বলিলেন,—"তরোয়াল-খেলায় মেজ্ দাদা আমায় পারে না কি ?"

ক্রমে যুদ্ধের অবস্থা যখন সঙিন হইয়া আসিল, তখন নগেনবাবুই যুদ্ধ করিতে করিতে জনান্তিকে বলিয়া উঠিলেন,—"আমিই হার মান্‌চি ভাই, তুই পড়।" কিরণবাবু তখন বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

এই—আমার নন্দাই।

সলোমন নামক জনৈক প্রবীণ নাট্যামোদী ইহুদি সাহেব একটী ফুলের বাস্‌কেট সঙ্গে লইয়া বহুকাল ধরিয়া থিয়েটার দেখিতে আসিতেন। ইনি বাঙ্গালা বেশ বুঝিতেন এবং বাঙ্গলা থিয়েটারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখস্থ দর্শকের আসনে ইনি উপবেশন করিতেন এবং যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রিগণের অভিনয় দর্শনে আনন্দলাভ করিতেন, বাস্‌কেট হইতে ফুলের

মালা ও ফুলের তোড়া বাহির করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে রঙ্গমঞ্চে নিক্ষেপ করিতেন। তাঁহার নাট্যানুরাগ এবং সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রিগণ তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার উপহার সমাদরে গ্রহণ করিতেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা থিয়েটার দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সলোমন সাহেবকে বুঝিতে পারিবেন।

নাগেন্দ্রবাবুর মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন "নবীন তপস্বিনী" নাটক অভিনয় হইতেছে। অর্দ্ধেন্দুবাবু "জলধর" সাজিয়াছেন এবং জলধর-পত্নী "জগদম্বা" সাজিয়াছেন—সুপ্রসিদ্ধা রঙ্গরসিকা অভিনেত্রী পরলোকগতা গুলফন্ হরি।—যেমন দেবা—তেমনি দেবী!

দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে যে সময় স্বামী-চরিত্রে সন্দিগ্ধা 'জগদম্বা'-বেশিনী গুলফন্ হরি, মুড়োঝাঁটা হস্তে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া, "আজ তোমারি একদিন, কি আমারি একদিন ; * * * আমি ঘোমটা দিয়ে চুপ ক'রে বসি, যদি ধর্ত্তে পারি, আজ মালতী মল্লিকেকে 'মা' বলিয়ে নেব, তবে ছাড়্‌বো।" ইত্যাদি বলিয়া যখন স্বামী-আগমন-প্রতীক্ষায় ঘোমটা দিয়া বসিতে যাইতেছেন,—উপরোক্ত সলোমন সাহেব পরম কৌতুহলাক্রান্ত এবং অভিনয়-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, গুলফনের উদ্দেশে রঙ্গমঞ্চে এক ছড়া গ'ড়ে মালা ছুড়িয়া দিলেন। গুলফন্ হরি সম্মানের সহিত মালা গ্রহণ করিলেন এবং তাহা গলায় পরিয়া ঘোমটা দিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর "জলধর"-বেশী

হাস্য-মহার্ণব অর্দ্ধেন্দুবাবু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া, জগদম্বার হস্তে কিরূপ লাঞ্ছিত হইলেন, তাহা সকলেই জানেন।

যে সময়ে জগদম্বা মাথার ঘোমটা খোলেন, এবং তাঁহার গলার মালা, সুস্পষ্টরূপ দেখা যায়,—তখন "জলধর"-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু অভিনয়-ছলে বলিলেন,—"আমায় তো কথায় কথায় সন্দেহ করো, বলি এই যে গলায় বাহারের মালা দুলছে,—মালাটি দোলালে কে? বল্ দিলে কে?" গুলফন্ হরি তৎক্ষণাৎ অভিনয়-ছলে রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখস্থ দর্শকের আসনে উপবিষ্ট সলোমন সাহেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন,—"এই, আমার নন্দাই।"

দর্শকগণ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং অর্দ্ধেন্দুবাবুর উপযুক্ত Co-actress এর পরিচয় পাইয়া গুলফন হরির যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

গরু হ'লে খুঁজে পেতে।

এমারেল্ড থিয়েটারে একদিন অর্দ্ধেন্দুবাবু, সুবিখ্যাত গীতিনাট্যকার স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র, খ্যাতনামা অভিনেতা স্বর্গীয় কুমুদবিহারী সরকার, সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ, উক্ত থিয়েটারের ষ্টেজ-ম্যানেজার কাশীনাথ বসু প্রভৃতি একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন,—এমন সময়ে সুবিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় মতিলাল সুর তথায় উপস্থিত হইয়া অতুলবাবুকে বলিলেন,—"কিহে—তুমি

এখানে ?—আমি তোমাকে সমস্ত দিন গরু খোঁজা ক'রে বেড়িয়েছি।" অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন,—"গরু হ'লে খুঁজে পেতে; গরু তো নয়, তাই খুঁজে পাও নাই।"

ছেলে বদল।

মেয়েদের লইয়া যাঁহারা থিয়েটার দেখিতে আসেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, থিয়েটার ভাঙ্গিয়া যাইবার পর স্ত্রীলোকদের বাহির হইবার পথে কিরূপ গাড়ীর ভিড় হয় এবং পূর্ব্ব হইতে গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া না রাখিলে স্ত্রীলোকদের লইয়া বাটী যাইতে কত অধিক বিলম্ব হয়।

তালতলা-নিবাসী জনৈক ভুক্তভোগী ভদ্রলোক একদিন বাটীর মেয়েদের এইরূপভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধা করাইয়া থিয়েটার দেখাইতে লইয়া আসিয়াছেন, যে, থিয়েটার ভাঙ্গিবার দশ মিনিট পূর্ব্বে তিনি গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, তাঁহারাও সর্ব্বশেষ অভিনয়টুকু দেখিবার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিবেন। বাবুটি এক কথার মানুষ এবং কিঞ্চিৎ রুক্ষ-প্রকৃতির—তাহা বাটীর স্ত্রীলোকদের অবিদিত ছিল না। যাহাই হউক তাঁহারা 'প্রফুল্ল' নাটক তো সম্পূর্ণ দেখিতে পাইবেন—'প্রাণের টান' না হয় শেষটুকু নাই-ই দেখিবেন,—এই বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিয়া 'মনোমোহন থিয়েটার' দেখিতে আসিয়াছেন।

অভিনয় শেষ হইবার ঠিক দশ মিনিট পূর্ব্বে, বাবুটি স্ত্রীলোকদের বহির্গমন-পথে গাড়ী খাড়া করিয়া থিয়েটারের ঝিকে দিয়া বাটীর মেয়েদের সংবাদ দিয়াছেন, সংবাদ পাইবামাত্র মেয়েরা বাবুর রোষ-কষায়িত মূর্ত্তি, চক্ষের সম্মুখে যেন দেখিতে পাইলেন, এবং শেষ মিলন-দৃশ্য দেখিবার মায়া পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন ও তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। বাবুটি মেয়েদের সত্যরক্ষা ও আজ্ঞা-পালনের সৎ-দৃষ্টান্তে প্রীত হইয়া গাড়ীর ভিড় হইতে না হইতে তাঁহাদিগকে লইয়া বাটী চলিয়া গেলেন।

যখন থিয়েটার ভাঙ্গিয়া যাইল এবং দলে দলে স্ত্রীলোকেরা নিম্নে নামিয়া আসিলেন,—তখন উপরে একটা করুণ-কোলাহল শোনা গেল। ব্যাপার কি—উপরে এত গোল কিসের? থিয়েটারের ঝি নিচে নামিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—"ওঁদের ছেলে ঘুমুচ্ছিল, থিয়েটার ভাঙ্‌বার পর ছেলে তুলে দেখেন, তাঁদের ছেলে নয়। দেখ্‌তে তেমনি নাদুস-নুদুস গোরাপানা বটে, কিন্তু গলায় তো এঁদের ছেলের মাদুলি ছিল না, আর কারো ছেলে হবে। কিন্তু, বাবু, উপরে ত আর কোন ছেলে নাই।"

একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল—শিশুহারা স্ত্রীলোকেরা নিচে নামিয়া আসিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন। যে দুইটি বাবু মেয়েদের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারাও খানিক ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে মেয়েদের সহিত যোগদান করিলেন। থিয়েটারের দরোয়ান অবস্থা ক্রমশঃই

শোচনীয় হইতে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি উক্ত থিয়েটারের সুযোগ্য বিজি-নেস্ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র বসু মহাশয়কে গিয়া খবর দিলেন। চারুবাবু ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন এবং সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া ভদ্র-লোক দুইটিকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনারা অত অধীর হ'চ্চেন কেন? মেয়েদের কাঁদতে বারণ করুন। ছেলে যে বদল হ'য়েছে, তা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে। আপনারা পরের ছেলে দেখে যেমন অস্থির হ'য়ে উঠেছেন—আর যাঁরা আপনাদের ছেলে নিয়ে গেছেন—তাঁহা'রাও বাড়ী গিয়ে যখন দেখ্‌বেন, তাঁদের ছেলে নয়, তখন কি তাঁহা'রাই আর স্থির থাক্‌বেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, তাঁরা এলেন বলে।"

দেখিতে দেখিতে কোলাহলপূর্ণ রঙ্গালয় জনশূন্য হইয়া গেল—আলোকমালা-বিভূষিত রঙ্গালয়ের প্রায় সকল আলোই নির্ব্বাপিত হইল, রঙ্গালয় নীরব নিস্তব্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিল। জাগিয়া বসিয়া রহিলেন শুধু—কর্ত্তব্যপালনের নিমিত্ত থিয়েটারের বিজিনেস্ ম্যানেজার, দরোয়ান ও ঝিগণ এবং ব্যাকুল-হৃদয়ে সপরিবারে ভদ্রলোক দুইটি।

এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে সেই গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, একখানি ছ্যাকড়া গাড়ীর দ্রুত আগমন-শব্দ পাওয়া গেল এবং 'চালাও চালাও' বলিয়া উৎকণ্ঠিত মনুষ্য-কণ্ঠ শোনা গেল। স্ত্রীলোকেরা এবং ভদ্রলোক দুইটিও সেই শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলেন। চারুবাবু বলিলেন—"ব্যস্ত হবেন না, আপনাদেরই ছেলে আসচে।"

দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানি থিয়েটারের ফটকের সম্মুখে আসিয়া

সুপ্রসিদ্ধ নট, নাট্যকার এবং শিক্ষক—শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব।

(দৌহিত্র ক্রোড়ে)

৬৭ পৃষ্ঠা।

দাঁড়াইল। গাড়ী থামিতে না থামিতে ভিতর হইতে অনেক ভদ্রলোক লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সম্মুখে চারুবাবুকে দেখিতে পাইয়া "ম'শায়, ম'শায়" বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। চারুবাবু বলিলেন, "আপনি স্থির হ'ন স্থির হ'ন—ছেলে পাবেন, ছেলে বদল হ'য়েছে মাত্র। কই সে ছেলে কই ?" দেখিতে দেখিতে গাড়ী হইতে ছেলে-কোলে আর একটী বাবু বাহির হইলেন। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক দুইটি ছুটিয়া গাড়ীর নিকট গিয়া 'হ্যাঁ, এই আমাদের ছেলে' বলিয়া আগ্রহের সহিত শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তালতলার ভদ্রলোকও তাঁহাদের ছেলে চিনিতে পারিয়া পরমাগ্রহে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

সকলের বুক হইতে যেন পাষাণের চাপ সরিয়া গিয়া সহজ নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখে হাসির রেখাও ফুটিয়া উঠিল। অভিনয় দেখিতে আসিয়া এই দুই দল একখানি বাস্তব প্রহসন অভিনয় করিয়া গেলেন।

"হুশ"

সুবিখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব মহাশয় যে সময়ে বেঙ্গল থিয়েটার 'লিজ' লইয়া "গ্রাণ্ড ন্যাসান্যাল থিয়েটার" নামে তথায় অভিনয় করিতেছিলেন,—সে সময়ে একদিন কোনও ভদ্র পরিবার উক্ত থিয়েটার দেখিতে আসিয়া, তাড়াতাড়ি তাঁহাদের একটি শিশু-পুত্র

ফেলিয়া চলিয়া যান। থিয়েটার ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ঝিয়েরা স্ত্রীলোক-দের বসিবার স্থানগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া পরে আলো নিভাইয়া দেয়। যদ্যপি কেহ দৈবাৎ অলঙ্কারাদি ফেলিয়া যান, তাহা থিয়েটা-রের ম্যানেজারের নিকট জমা দিতে হয়; সন্তোষজনক প্রমাণ লইয়া প্রকৃত অধিকারীকে হারাণ জিনিস ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সেই নিয়মা-নুযায়ী থিয়েটার ভাঙ্গিবার পর যখন ঝি, স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থান-গুলি ভাল করিয়া দেখিতেছিল, সে সময়ে দেখে—একটি শিশু এক পার্শ্বে পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ সে সময়ে অনেকে চলিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ বা যাইতেছেন, চুণিবাবুও বাটী গমনের উদ্যোগ করিতেছেন,—এমন সময়ে ঝি, উক্ত শিশুটিকে কোলে করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শিশুটির অসহায়-অবস্থার কথা প্রকাশ করিল। সহসা নিদ্রা ভঙ্গে ও আপনার লোক কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া শিশুটি তখন কাঁদিতেছিল।

চুণিবাবু প্রভৃতি যাঁহারা সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা শিশু-টিকে কোলে লইয়া আদর করিয়া খাবার খাওয়াইয়া—জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খোকা তোমার নাম কি?" খোকা সন্দেশ খাইয়া একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলিল—"হাববু।" ছেলেটির নাম হাবু জানা গেল। তাহার পর চুণিবাবু আবার আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় থাক বাবা—তোমার বাড়ী কোথায়?" শিশুটি হাত নাড়িয়া অঙ্গুলী সংকেত

করিয়া বলিল—'হুশ'। খোকার কথায় সকলে হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর নানা প্রকারে ও নানা কৌশলে বহু প্রশ্ন করিয়া খোকার বাড়ীর সন্ধান লইবার চেষ্টা করা হইতে লাগিল; কিন্তু খোকার মুখে এক মাত্র 'হুশ' ছাড়া আর কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া ইঁহারা স্থির করিলেন, অবশ্যই খোকার সন্ধানে শীঘ্রই বাটী হইতে কেহ না কেহ আসিবেই,—অপেক্ষা করাই যুক্তি-সঙ্গত। কেহ কেহ বাটী যাইলেন, কেহ কেহ বা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া চুণিবাবুর সহিত বসিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই জনৈক ভদ্রলোক ব্যস্ত হইয়া আসিয়া পড়িলেন। থিয়েটারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে চুণিবাবু প্রভৃতি খোকাকে লইয়া বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন, লোকটি আসিয়াই খোকাকে দেখিতে পাইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। চুণিবাবু তাঁহাকে বলিলেন—"আপনাদের বাটীর মেয়েরা এত বেঁহুশ!" ভদ্রলোকটী স্ত্রীলোকদের উদ্দেশে নানারূপ তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন,—"আর বলেন কেন ম'শায়, যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে—"আমি মনে ক'রেছিলুম, মেজদিদি খোকাকে নিয়েছে,"—মেজদিদি বলে,—"আমি মনে করেছিলুম, পিসীমা নিয়েছে" ইত্যাদি।

চুণিবাবু বলিলেন,—"ম'শায়, খোকাকে যতবারই জিজ্ঞাসা ক'রলুম—'খোকা, তোমার বাড়ী কোথায়?' খোকা ততবারই হাত নাড়িয়া অঙ্গুলী-সঙ্কেতে বলে—'হুশ'। রহস্যটা কি বলুন দেখি?"

ভদ্রলোকটী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ম'শায়, আমাদের বাড়ী বাদুড়বাগানে অপার সারকিউলার রোডের উপর। বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটীর স্যাভেঞ্জার ট্রেণ যাতায়াত করে। খোকা, কথা কোটবার পর হ'তেই ধোঁ ছাড়তে ছাড়তে হুশ হুশ শব্দ ক'রে ইঞ্জিন আসতে দেখ্‌লেই হাত তুলে ব'লতো—'হুশ'! সে অভ্যাসটী এখনও আছে।" তখন সকলে 'হুশ' শব্দের প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন।

Historical Drama বন্ধ হ'য়ে গেল।

"রাজস্থান"-অবলম্বনে ইদানিং অধিকাংশ নাট্যকারেরা নিজ নিজ খেয়াল-অনুসারে রাজপুত রাজাগণের কিরূপ সব অদ্ভুত চরিত্র অঙ্কিত করেন,—তাহা ইতিহাসজ্ঞগণের অবিদিত নাই। নাট্যাচার্য্য অমৃত লাল বাবু এ নিমিত্ত ঐতিহাসিক নাটকের নাম শুনিলেই বিরক্ত হইয়া উঠেন।

নাট্যরথী ও কবি-নাট্যকার স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, যে সময়ে 'নিজ' লইয়া ষ্টার থিয়েটার পরিচালনা করিতেছিলেন,—সে সময়ে একদিন অমৃতলাল বাবু উক্ত থিয়েটারে আসিয়াই বলিলেন,—"আঃ বাঁচা গেল—Historical Drama বন্ধ হ'য়ে গেল।" সহসা এ সংবাদে সকলে চমকিত হইয়া বলিলেন,—"সে কি ম'শায়!" অমৃতলাল বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"রাজপুতনার রাজাগণকে

দেশবিখ্যাত নাট্যরথী স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

('সরলা' নাটকে বিধুভূষণের ভূমিকায়) ১৮ ও ৭

সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী (সরলার ভূমিকায়)

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী এবং হাস্যরস-রসিকা স্বর্গীয়া হরিপ্রিয়া (গুলফন্ হরি)

(শ্যামার ভূমিকায়) ৬

লইয়া আধুনিক নাট্যকারেরা 'নকড়া-ছকড়া' করে ; এজন্য পশ্চিমের রাজারা সব একত্র হ'য়ে লাট সাহেবের কাছে দরখাস্ত ক'রেছেন,—"তাঁদের পূর্ব্ব-পুরুষগণকে নিয়ে থিয়েটারওয়ালারা যথেচ্ছাচার করে,—এ সম্বন্ধে সুবিচার করা হ'ক।' লাট সাহেব তাঁদের দরখাস্ত মঞ্জুর ক'রেছেন। Historical Drama আর হবে না।"

অমর বাবু প্রভৃতি সকলে যখন অমৃত বাবুর এই গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে গুপ্ত শ্লেষ উদ্ভাবনে সমর্থ হইলেন, তখন সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন।

যোগ্যতা দেখাইতে গিয়া অজ্ঞতা।

মনোমোহন থিয়েটারে একটী যুবক প্রায় বৎসরাবধি শিক্ষানবিশী করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে প্রায়ই বলিয়া থাকে, "মহাশয়, এবার আমার মাহিনা করিয়া দিন, আর কতদিন apprentice থাক্‌বো ?" কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বলেন,—"আগে যোগ্যতা দেখাও, তবে তো মাহিনা হবে।" যুবকটীর অভিনয়-যোগ্যতা একেবারেই ছিল না, অথচ কেমন করিয়া সে অভিনয়-যোগ্যতা দেখাইবে, সদাসর্ব্বদা তাহাই ভাবিত।

একদিন উক্ত থিয়েটারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসুর 'দেবলাদেবী' নাটকে পঞ্চমাঙ্কের সর্ব্বশেষ দৃশ্য অভিনয় হইতেছে। এই দৃশ্যে সম্রাট আলাউদ্দীন "রক্ত চাই—রক্ত চাই" করিয়া দেবলাদেবীকে আক্রমণ করিতে যাইলে এবং বলদেব তাঁহার পথরোধ

করিয়া দাঁড়াইলে, আলাউদ্দীন "কে আছিস—বন্দী কর, রক্ষি—রক্ষি—" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। নাটকে কিন্তু রক্ষিগণের প্রবেশ নাই। কাফুর সে সময়ে একা সবেগে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া বলে 'আর রক্ষীর প্রয়োজন নাই। তোমার পাপ-রাজত্বের যবনিকা আজ এইখানেই প'ড়্‌বে।"

যখন আলাউদ্দীন রঙ্গমঞ্চ হইতে "রক্ষি—রক্ষি" বলিয়া ডাকিতেছে, তখন উক্ত যুবকটী রঙ্গালয়ের ভিতরে উইংসের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সে ভাবিল, রঙ্গমঞ্চ হইতে "রক্ষি—রক্ষি" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কিন্তু কোনও রক্ষীকে দেখিতেছি না। বোধ হয়, তাহারা সাজিতে ভুলিয়া গিয়াছে। আমার ত' যোগ্যতা দেখাইবার এই উত্তম সুযোগ উপস্থিত! যুবকটী আত্মহারা হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ড্রেস-ঘরে ছুটিয়া গেল এবং একখানি তরবারি-হস্তে বাহির হইয়া 'জাঁহাপনা' বলিয়া এক লম্ফে রঙ্গমঞ্চে গিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে কাফুর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছে। তৎপশ্চাতে ধুতিজামা-পরিহিত অথচ তরবারি-হস্তে একজনকে খামকা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

যবনিকা পতিত হইলে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের গঞ্জনা, ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনায় ক্রমে যুবকটী বুঝিতে পারিল, যোগ্যতা দেখাইতে গিয়া কিরূপ সে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছে। তৎপর দিবস হইতে আর তাহাকে থিয়েটারে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

"তেল—গামছা—জলখাবার !"

যে সময়ে সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া অভিনয় হইত, সে সময়ে একদিন প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে অর্দ্ধেন্দু বাবু মিনার্ভা থিয়েটারের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছেন ; সাম্‌নে থিয়েটারের এক পান-ওয়ালা ছোকরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, এইবার কি 'প্লে' শেষ হবে ?" অর্দ্ধেন্দুবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"না, আবার নূতন ক'রে ব'স্‌বে। 'লেমোনেড—পান—সিগারেট' ব'লে আর তোকে হাঁক্‌তে হবে না। এইবার ভিতরে গিয়ে হাঁক, 'তেল—গামছা—জলখাবার !"

মনি অরডার।

কোহিনুর থিয়েটারে একদিন সকাল হইয়া গিয়া রৌদ্র উঠিয়াছে, তখনও অভিনয় চলিতেছে। উক্ত থিয়েটারের জনৈক অভিনেত্রীর মাতা, কন্যার বাটী যাইতে অধিক বিলম্ব দেখিয়া চিন্তিতা ও ব্যস্ত হইয়া থিয়েটারে ছুটিয়া আসিয়াছে। যখন সে থিয়েটারে আসিয়া পঁহুছিল, তখন সবে মাত্র থিয়েটার শেষ হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী বিস্মিতা হইয়া কন্যাকে বলিল, "বাবুরা সব 'মনি অরডার' ক'রে বাড়ী ফিরে যাচ্চে, এখনো তোদের থিয়েটার হ'চ্ছে ?" প্রথমে উক্ত রমণীর কথার অর্থ কেহ বুঝিতে পারিলেন না ; পরে যখন তাহার কন্যার মুখে জ্ঞাত হইলেন, তাহার মাতা "মর্ণিং ওয়াক" কে "মনিঅরডার' বলে, তখন সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

"Natural—Natural!"

গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর স্বর্গীয় অন্নদা প্রসাদ বাকৃচি' মহাশয় যে সময়ে "সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের" চিত্র প্রকাশ করেন, তিনি সেই চিত্রে মহাদেবকে দীর্ঘ জটার সহিত দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গুম্ফে ভূষিত করিয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের জনৈক চিত্রকর (আর্টস্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র) উক্ত নব প্রকাশিত চিত্রখানি থিয়েটারে আনিয়া নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুবাবুকে দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখুন ম'শায়, আমাদের গুরুদেব কি স্বাভাবিক (natural) মহাদেবের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিত্রকর মহাদেবের ছবি আঁকিয়াছেন, সকলেই মহাদেবের বড় বড় জটা ও গোঁফ দিয়াছেন, কিন্তু কেহই দাড়ী আঁকেন নাই। এটা unnatural নয় কি?

অর্দ্ধেন্দু বাবু উক্ত যুবকের বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বাপু, তোমরা কেউ কিছু সূক্ষ্মভাবে বোঝ না, কেবল 'natural natural' ক'রে চীৎকারে দেশটার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে। বাপু, তোমার গুরুদেব তো বড় বড় দাড়ী দিয়েছেন, কিন্তু মহাদেবের হস্তে বড় বড় নখ দেন নাই কেন, তা'হলে তো আরও natural হ'ত। বিলাতি ভাবে আর্টস্কুলের শিক্ষায় তোমাদের এই natural ভাব দাঁড়িয়েছে।

আরে আহাম্মুক, তোরা সব কি বুঝবি, আমাদের দেবতারা সব চির-যৌবন, সেইজন্য কোন দেবতার দাড়ী নাই। পুরুষের যৌবন-লক্ষণ গোঁফের রেখায় এবং স্ত্রীলোকের যৌবন-লক্ষণ পীনোন্নত স্তনে, কেহ তলাইয়া দেখেও না—বোঝেও না, কেবল একটা পড়া বুলি শিখিয়াছে—natural—natural !"

আমি এই লুঙ্গি প'রেই যাব।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-কাহিনী অবলম্বনে দীনবন্ধু বাবু "নীলদর্পণ" নাটক রচনা করেন। ইহার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়া, লং সাহেবের একমাস জেল এবং সহস্র মুদ্রা জরিমানা হয়। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবু বলেন, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে যৎকালে "নীলদর্পণ" অভিনীত হইতে থাকে, একদিন পুলিশের ডিপুটী কমিশনার জাইলাস সাহেব নীলদর্পণ অভিনয় দেখিতে আসেন। সকলেরই আতঙ্ক হইল, বুঝিবা আজ একটা বিভ্রাট ঘটে, দু'চার-জনকে আজ নিশ্চয়ই ধরিয়া লইয়া যাইবে। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মতিলাল সুর তোরাপের ভূমিকা অভিনয় করিতেন, তিনি তোরাপের বেশেই আস্ফালন করিয়া বলিলেন, "ধরে নিয়ে যায় যাবে, আমি এই লুঙ্গি পরেই যাব।" যাহা হউক সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সকলে অভিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই আতঙ্কের সংবাদটা পুলিশ সাহেবের নিকট পঁহুছিতে বড় অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি হাসিয়া

বলিয়া পাঠাইলেন, দীনবন্ধু বাবুর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল, তাই আমি তাঁ'র এই উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছি। আপনারা আর কিছু মনে করিতেছেন কেন ?

হাতীর শুঁড় কাটিয়া শুস্রার !

মহাকবি গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক উচ্চ-প্রশংসাপত্র-প্রাপ্ত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যশিল্পী শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালার সহিত বিশেষরূপ সংশ্লিষ্ট। তিনি অভিনয় করেন না বটে, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির নূতনত্ব প্রদর্শনে বঙ্গ-রঙ্গালয়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। চাঁদবিবি, ছত্রপতি শিবাজী, বঙ্গে বর্গী, নজরে নাকাল প্রভৃতির পোষাক-পরিচ্ছদ তাঁহারই কল্পনা-প্রসূত। ইনি একজন সুরসিক।

মনোমোহন থিয়েটারে, সুপ্রসিদ্ধ 'মোগল-পাঠান'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিন্দুবীর' নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে রাত্রি প্রায় তিনটা বাজিয়া যায়। এ নিমিত্ত মিউনিসিপ্যাল-আইনানুযায়ী যাহাতে রাত্রি ১টার মধ্যে উক্ত নাটকের অভিনয় শেষ হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ নাটকখানি, একদিন কাটিয়া-ছাঁটিয়া ছোট করিয়া লইতেছিলেন। মহাতাপবাবু সে সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা যে ছাঁটিতে ছাঁটিতে হাতীর শুঁড় পর্য্যন্ত কাটিয়া ক্রমে
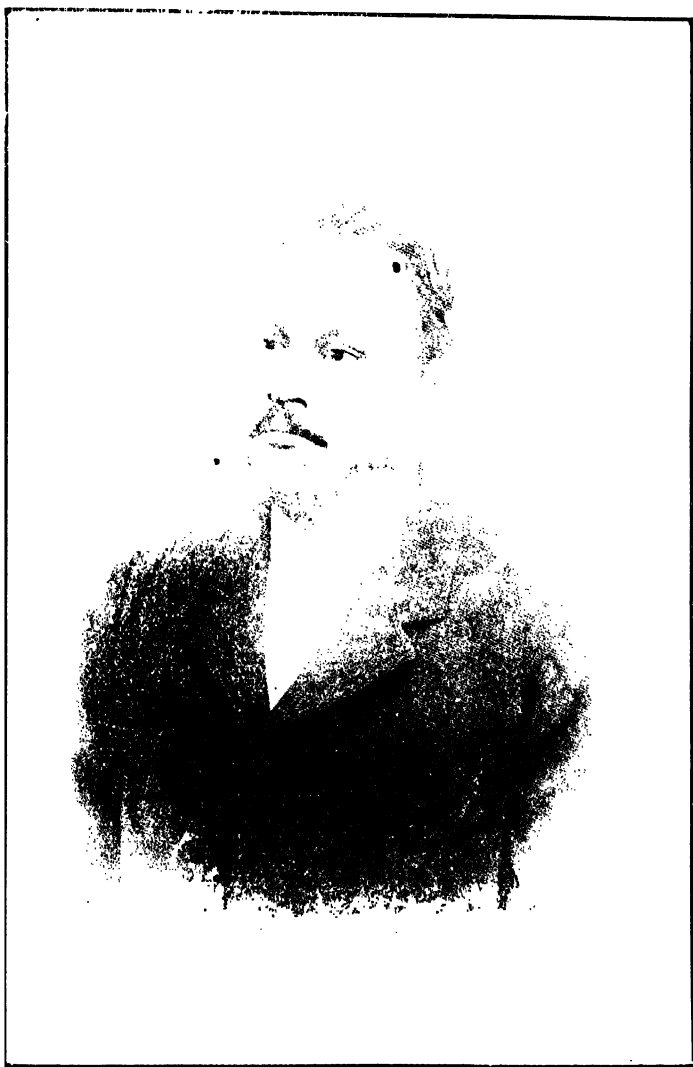
বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দী অভিনেতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানি বাবু)।

৭৭ পৃষ্ঠা।

তাহাকে একটী গুয়ারে দাঁড় করাইলেন।" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

একটা 'হুঁ' ক'রলে কি একটা 'হাঁ' ক'রলে।

সুবিখ্যাত নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের "চাঁদবিবি" নাটক লইয়া, ১৩১৪ সাল, ২৬শে শ্রাবণ কোহিনুর থিয়েটার প্রথম খোলা হয়। সুবিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) মহাশয় যে সময়ে 'কোহিনুরে' যোগদান করিলেন, সে সময়ে "চাঁদবিবি" নাটকের উৎকৃষ্ট ভূমিকাগুলি অন্যান্য অভিনেতাগণ-মধ্যে বিতরিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে বিজাপুরের সুলতান আদিলসার ভূমিকা প্রদান করা হয়। ভূমিকাটি ছোট এবং তাহা সাধারণ অভিনেতা কর্ত্তৃক অনায়াসেই অভিনীত হইত পারিত।

যে সময়ে উক্ত নাটকের পোষাক প্রস্তুত হইতেছে, সে সময়ে আদিলসার পোষাক খুব জম্‌কাল করিয়া প্রস্তুত করিবার কথা হয়, এবং ক্ষীরোদবাবুও মহাতাপবাবুকে সেইরূপ উপদেশ দিতেছিলেন। সুরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আদিলসার ভূমিকায় অভিনয়-চাতুর্য্য দেখাইবার এমন কিছু নাই, যা'তে পোষাকের একটা প্রকাণ্ড আড়ম্বরের প্রয়োজন হবে। যাহা হয় একটা ক'রবেন।" গ্রন্থকার ক্ষীরোদবাবু বুঝিলেন, দানিবাবুর ভূমিকাটি মনোনীত হয়

নাই। তিনি তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "আদিলসা দাক্ষিণাত্যের একটা বড় বংশের—একটা মস্ত ঘরোয়ানা ঘরের ছেলে, সে কি দিনরাত বড়্ বড়্ ক'রে ব'ক্‌বে? জোর একটা 'হুঁ' ক'রলে কি একটা 'হাঁ' ক'র্‌লে।"

গুঁপো গহরজান।

গ্রাণ্ড ন্যাসান্যাল থিয়েটারে "দিল বাহার" নামক একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। হাস্যার্ণব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত প্রহসনে জনৈক মোসাহেবের ভূমিকা অভিনয় করিতেন।

বাবুর বৈঠকখানায় মহাসমারোহে বাইজীর নাচ চলিতেছে। বাইজীর নাচ শেষ হইবামাত্র অক্ষয় বাবু মাথায় ঘোমটা দিয়া বাইজীর অনুকরণে অঙ্গভঙ্গিসহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। পরে ঈষৎ ঘোমটা খুলিয়া, দর্শকগণকে শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানি দেখাইয়া বলিলেন, "এটী আপনাদের গুঁপো গহরজান।"

'দেব চালে' অভিনয়।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় মতিলাল সুর মহাশয়ের মাঝে একবার খেয়াল হয়, দেবতা ও রাক্ষসের ভূমিকাভিনয় সাধারণ মানুষের ন্যায় হওয়া উচিত নহে। দেবতা ও রাক্ষসের 'বোল' ও 'চাল' আলাহিদা করিয়া দেখাইতে হইবে।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে একদিন সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের আদর্শ সতী (সাবিত্রী-সত্যবান) গীতিনাট্য অভিনয় হইতেছে। মতিলাল বাবু 'যমের' ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। সে দিন তাঁহার 'দেব চালে' অভিনয় করিবার খেয়াল হইয়াছে। গদা-স্কন্ধে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া রঙ্গমঞ্চে তিনি এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন দর্শকগণের ধারণা হয়—তিনি অশরীরী। দেব-কণ্ঠে কথা কহিবার চেষ্টা করায় এমন একটা অস্বাভাবিক সুর বাহির করিলেন যে, দর্শকগণ তাঁহার ন্যায় একজন খ্যাতনামা অভিনেতাকে সহসা এইরূপ অদ্ভুত অভিনয় করিতে দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন, পরে আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। মতিলালবাবু কিন্তু দর্শকগণের হাস্যধ্বনিতে বিচলিত না হইয়া 'দেব চালেই' অভিনয় চালাইতে লাগিলেন।

সে দিন কএকজন সাহেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবু তাঁহাদের সহিত কিছুক্ষণ আপ্যায়িত করিয়া থিয়েটারের ভিতরে আসিলে, মতিলাল বাবু বলিলেন—"সাহেবেরা কে ?" অমৃতবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"মার্সেল নিলের নাম শোনো নাই ? মস্ত একটা পণ্ডিত, কএকজন বন্ধু সঙ্গে বাঙ্গালা থিয়েটার দেখ্‌তে এসেছে।" মতিলালবাবু বলিলেন,—"কি বলে ?" অমৃতলালবাবু বলিলেন, "তোমার 'দেব চালের' অভিনয় দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে ! তোমাকে একটা genious ব'লে শতমুখে সুখ্যাতি ক'র্‌লে।"

মতিলাল বাবু অমৃত বাবুর এই সম্পূর্ণ অমূলক সংবাদ অতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"এ দেশে Art ক'জনে বোঝে,—এক গিরিশবাবু আর তুমি!"

পরমান্নে কই মাছ।

ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অগ্রজ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়-বিরচিত 'বিধবা-বিবাহ' নাটক যে সময়ে গ্রেট ন্যাসান্থাল থিয়েটারে পুনরভিনীত হয়, সে সময়ে কর্ত্তার ভূমিকা অভিনয় করিতেন—রসসাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর। কর্ত্তা dispeptic, ক্ষুধা হয় না, আহারে অরুচি। চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন, দিন দিন রকমারি করিয়া আহার করিতে পারিলে, একটু একটু ক্ষুধাও বাড়বে—আহারে রুচিও হবে।

একদিন অভিনয়কালে—আহারে বসিয়া, কর্ত্তা-বেশী অর্দ্ধেন্দু বাবু গিন্নীকে বলিতেছেন,—"দিন দিন এক ঘেয়ে খাবার না ক'রে পাঁচ দিন পাঁচ রকম ক'র্‌তে পার না?" অবশ্যই এ কথা নাটকে নাই। গিন্নী ও বানাইয়া বলিলেন, "কি রকম ক'র্‌বো বল?" "কর্ত্তা"-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন, —"হলো পরমান্নে একদিন একটা কই মাছ ছেড়ে দিলে!"

"ও রাঙ্কত! বাজারে নয়!"

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ষ্টার থিয়েটারের জনৈক কর্ম্মচারীকে কয়েক জোড়া কাপড় কিনিতে দিয়াছিলেন।

রিহারস্যাল হইতেছে, এমন সময়ে সেই কর্ম্মচারী বস্ত্র খরিদ করিয়া আনিয়া উপস্থিত। কয়েকটি অভিনেতা বস্ত্র দেখিয়া ও তাহার দর শুনিয়া বলিলেন, "দাম কিছু বেশী পড়েছে।" অমৃতবাবু উক্ত কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ দোকান থেকে কিনে আন্‌লে?" কর্ম্মচারী বলিল, "আজ্ঞে, রক্ষিত কোম্পানীর দোকান থেকে।" অমৃতবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"ও রক্ষিত! বাজারে নয়? তা'হলে মাল ভাল, দামটাও বেশী হবে বই কি।"

ধূমে ধূমাকার!

বাগবাজারে স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (তিনকড়ি বাবু) মহাশয়ের "অভিমন্যুবধ" সখের যাত্রা, এক সময়ে কলিকাতায় যথেষ্ট প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল। বহু শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তির আলয়ে বহু দিন ধরিয়া মহা সমারোহে ইহার অভিনয় হইয়াছে। নাট্যসম্রাট গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও ইহাতে কয়েকখানি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

একদিন কোনও ধনাঢ্য-ভবনে উক্ত "অভিমন্যুবধ" যাত্রাভিনয় হইতেছে। অভিনয় খুব জমিয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, যিনি অর্জ্জুনের ভূমিকাভিনয় করিবেন, রাত্রি হইতে তাঁহার ভেদ-বমি হইতেছে, তিনি কোনও মতে আসিতে পারিবেন না। 'অর্জ্জুনের' অভিনয় নাটকের শেষ দিকে হইলেও পুত্র-শোকাতুর পার্থের জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞাভিনয়ে সুনিপুণ অভিনেতার প্রয়োজন।

কে 'অর্জ্জুনের' ভূমিকা অভিনয় করিবে, সম্প্রদায় মধ্যে মহা দুর্ভাবনা পড়িয়া গেল। নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর বাবু সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আসিয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকেই ধরিয়া বসিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন, "আমার এক বর্ণ মুখস্থ নাই, কেমন করিয়া সহসা আসরে নামিব?" সকলে 'নাছোড়বান্দা'—অগত্যা তাঁহাকে অর্জ্জুনের পোষাক পরিয়া আসরে নামিতে হইল।

সংসপ্তক-যুদ্ধরত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের নিকট দূত গিয়া যখন অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ জানাইল,—"অর্জ্জুন"-বেশী অর্দ্ধেন্দুবাবু শোকাভিনয় আরম্ভ করিয়াই বুঝিলেন, প্রম্প্‌টার সেরূপ সুনিপুণ নহে—যাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি কাজ চালাইয়া দিতে পারেন। এরূপ সঙ্কটাবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, যখন তিনি ভাবিতেছেন—সে সময়ে অদূরে 'ভিয়ান-ঘর' হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখিয়া সহসা শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গুলী-সঙ্কেতে সেই ধূম দেখাইয়া বলিলেন,—"সখা, পুত্র-শোকে আমি সব ধূমে-ধূমাকার দেখ্‌ছি। আমার আর বাক্য নিঃসরণ হ'চ্চে না।"

পুরুষ—না নারী?

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Sir W. W. Hunter সাহেব জোড়া-সাঁকো, সান্যাল-ভবনস্থ ন্যাসান্যাল থিয়েটারের একজন বিশেষ উৎসাহ-দাতা ছিলেন। প্রায়ই তিনি বন্ধুবান্ধব সঙ্গে 'ন্যাসান্যালে' আসিয়া টিকিট কিনিয়া অভিনয় দেখিতেন।

অভিনেত্রীকুল-রাণী—শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী।

৮৩ পৃষ্ঠা।

একদিন হাণ্টার সাহেব কয়েকটী সাহেব ও মেমের সহিত উক্ত থিয়েটারে দীনবন্ধু বাবুর 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'লীলাবতীর' ভূমিকাভিনয় করিতেছিলেন। তিনি যেরূপ রূপবান, সেইরূপ স্ত্রীজন-সুলভ মিষ্টভাষী ছিলেন—বয়সও অল্প ছিল। তাঁহার সুললিত ভাবভঙ্গিসহ নিখুঁত অভিনয় দর্শনে মেম সাহেবের ধারণা হয়, কোনও উচ্চ-শিক্ষিতা রমণী এই অংশ অভিনয় করিতেছেন। হাণ্টার সাহেব বলিলেন, "এ থিয়েটারে পুরুষেরাই স্ত্রীচরিত্রের ভূমিকাভিনয় করিয়া থাকে।" মেম সাহেব কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে যবনিকা পতিত হইলে হাণ্টার সাহেব উক্ত মেমকে রঙ্গমঞ্চের ভিতর সঙ্গে করিয়া আনিয়া ক্ষেত্রবাবুকে ডাকাইলেন। 'লীলাবতী'-বেশী ক্ষেত্রবাবুকে দেখিয়া তখনও মেম সাহেবের সন্দেহ দূর হইল না। শেষটা যখন হাণ্টার সাহেব ক্ষেত্রবাবুর পরচুলটী তুলিয়া লইলেন, তখন মেম সাহেব যুগপৎ বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "I took him as an educated Brahma Lady."

বৃন্দাবনে বিনোদিনী।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় যে সময়ে পশ্চিমে দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন, সে সময়ে নাট্য-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী অল্পবয়স্কা ছিলেন।

সম্প্রদায় বৃন্দাবনে পঁহুছিয়া বাসাবাড়ী ঠিক করিয়া লইয়া বাজারে বাহির হইলেন। তথা হইতে সম্প্রদায়স্থ সকলের আহারের নিমিত্ত প্রচুর জলখাবার ক্রয় করিয়া আনিয়া শ্রীমতী বিনোদিনীকে বলিলেন, "বিনোদ, তুমি ছেলেমানুষ, এইমাত্র গাড়ীতে এসে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ, ভাল ক'রে জল খেযে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে থাক, আমরা গোবিনজীউকে দর্শন ক'রে এখনি ফিরে আসছি।"

সম্প্রদায় দেব-দর্শনে গমন করিলে শ্রীমতী বিনোদিনী বাসার দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া জল খাইলেন; পরে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া একাকিনী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটী বানর আসিয়া জানালার কাঠ ধরিয়া বসিল। বিনোদিনী বালিকাসুলভ চপলতা বশতঃ তাহাকে একটী কাঁকুড় খাইতে দিলেন, সে খাইতেছে—এমন সময়ে আর দুইটা বানর আসিল,—বিনোদিনী তাহাদেরও কিছু খাবার দিলেন। আবার গোটা দুই আসিল, শ্রীমতী বিনোদিনী ভাবিলেন যে, ইহাদের কিছু কিছু খাবার দিলে সকলে চলিয়া যাইবে। সেই ঘরের চারি পাঁচটী জানালা ছিল, বিনোদিনী যত আহার দিতে লাগিলেন, ততই জানালায়, ছাদে, বারান্দায় বাঁদরে বাঁদরে ভরিয়া যাইতে লাগিল। তখন বিনোদিনী বিশেষ ভীতা হইয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে যত খাবার ছিল, প্রায় সমস্তই তাহাদের দিলেন; ভাবিলেন—এইবারে সকলে চলিয়া যাইবে। কিন্তু যত খাবার পাইতে লাগিল, কপির সংখ্যা ততই বাড়িতে লাগিল। ক্রমে খাবার শেষ হইয়া গেল; দলে দলে

কপিগণ জানালার কাঠ ধরিয়া খাবারের জন্য হাত বাড়াইতে লাগিল এবং খাবার না পাইয়া কেহ কেহ বা দন্ত বাহির করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ইহার পূর্ব্বে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে'মেঘনাদবধ' নাটকে বিনোদিনী 'প্রমীলা' সাজিয়া বাসন্তীকে বলিতে শুনিতেন :—

"কেমনে পশিবে লঙ্কাপুরে, আজি তুমি ?
অলঙ্ঘ্য সাগর সম রাঘবীয় চমূ
বেড়িছে তাহারে !"

আজ স্বয়ং অসংখ্য কপি-সম্মুখীন হওয়ায় তাঁহার প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল,—তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সম্প্রদায়স্থ সকলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,—বাসাবাড়ীর ছাদ, বারান্দা, জানালা সব বানরে ভরিয়া গিয়াছে। লাঠিসোঁটা লইয়া তখন সকলে ধাবিত হইলেন। সম্প্রদায়স্থ সকলের প্রচুর খাবার খাইয়া কপিবৃন্দের উদর তখন কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইয়াছিল, এজন্য তাহারা আর বিশেষ হাঙ্গামা না করিয়া রণে ভঙ্গ প্রদান করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমতী বিনোদিনী দরজা খুলিয়া দিলেন এবং সমস্ত জলখাবার বানরেরা খাইয়া গিয়াছে—জ্ঞাত করিলেন।

বিনোদিনীর মাতা সম্প্রদায়ের সহিত আসিয়াছিলেন। তিনি কন্যাকে ভৎসনা করিয়া মারিতে গেলেন। তাড়াতাড়ি সকলে বিনোদিনীর মাতাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"ছিঃ ছিঃ মেরো না,

ছেলে মানুষ, ও কি জানে ? আমাদেরই অন্যায় হ'য়েছে, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেই হ'ত।" রসরাজ অর্দ্ধেন্দু বাবু তখন সরস ভঙ্গিমায় বলিলেন,—"বোকা মেয়ে, আমাদের সব খাবার বিলিয়ে দিয়ে তো ব্রজবাসীদের ভোজন করালি, এখন আমরা—(বঙ্গবাসীরা) কি খাই বল্ দেখি ?"

ভুলে—বাহার !

স্বর্গীয় রামবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ষ্টার থিয়েটারে নাটকাদির শাট ও পাট লিখিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, তবে মাঝে মাঝে বানান ভুল করিতেন। এক দিন নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবু নূতন নাটকের খাতা পড়িতে পড়িতে কয়েকটী গুরুতর বানান ভুল দেখিয়া (যথা—'যদি'—যদী) বলিলেন,—"দেখ দেখি—কি রকম ভুলেছ !"—রামবিষ্ণু বাবু খাতা খানি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে ভুল হ'য়েছে বটে, কিন্তু লাইনটী কেমন মানিয়েছে দেখুন। বানান ভুল না হ'লে এমন 'সাজন্তটী' হ'ত না।"

নাম মাহাত্ম্য !

ষ্টার থিয়েটারের কোনও সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রীকে জনৈক ধনাঢ্য যুবক নিজাশ্রয়ে রাখিয়া দিয়াছিলেন। যুবকটী উক্ত অভিনেত্রী অপেক্ষা অনেক অল্পবয়স্ক।

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া,

স্বনামধন্যা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী—শ্রীমতী তারাসুন্দরী

৮৭ পৃষ্ঠা

"প্রফুল্ল" নাটকের রিহারস্তাল হইতেছে, কাঁদিতে কাঁদিতে 'যাদব' রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবে। কিন্তু বালিকা তারাসুন্দরীর কান্না একেবারে আসিতেছে না। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র নানারূপে তাঁহাকে কান্না শিখাইতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীমতী তারাসুন্দরীর কোনরূপেই কান্না আসিল না। বার বার চেষ্টা করিয়া বালিকা শেষে বিভ্রান্তা হইয়া পড়িল। গিরিশবাবু তখন অন্য উপায়ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত রিহারস্তাল স্থগিত রাখিয়া, তারাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আজ কি খেয়েছিস?" তারাসুন্দরী বলিল, "ভাত"। গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুধু ভাত? কি কি তরকারী হ'য়েছিল?" বহু চেষ্টা সত্বেও কান্না-শিক্ষায় অকৃতকার্য্যা হইয়া তারাসুন্দরীর মেজাজটা রুক্ষ হইয়া গিয়াছিল। বালিকা উত্তরে বলিল, "শুধু ভাত"। গিরিশবাবু বলিলেন, "শুধু ভাত কি ক'রে খেলি, তরকারী-টরকারী কিছু হয় নাই?" তারাসুন্দরী বলিল, "না"। গিরিশবাবু বলিলেন, "তোর খেলা করবার ক'টা পুতুল আছে?" তারাসুন্দরী বলিল, "নাই।" গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোর মা তোরে খুব ভালবাসে?" তারাসুন্দরী বলিল, "না।"

এইরূপে গিরিশবাবু যাহা জিজ্ঞাসা করেন, শ্রীমতী তারাসুন্দরী এক কথায় তাহার উত্তর দিয়া যান। গিরিশবাবু তখন কপটক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অবেরে দুষ্টু মেয়ে!" আচার্য্যের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া বালিকা ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ব'লে যা, তোর পার্ট ব'লে যা। যেমন কাঁদ্‌ছিস্, ঐ রকম ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আস্‌বি। ঐ রকম ক'রে কেঁদে বল, 'কাকাবাবু, বাবার অসুখ ক'রেছে। নে বল্ দেখি, শুনি।"

বুদ্ধিমতী বালিকা সেই দিন হইতেই কান্নার কৌশল শিখিয়া লইল।

হাতীর পিঠে হাতী।

বেঙ্গল থিয়েটার খুলিবার (১৬ই আগষ্ট, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম হইতেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক অভিনেতা উক্ত থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। বিরাট ও বিশাল দেহ বশতঃ তাঁহাকে সকলে "ল্যাদাড়ু গিরিশ" বলিয়া ডাকিত। বেঙ্গল থিয়েটারে যাঁহারা বিহারীবাবুর "প্রভাস মিলন" অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণে এখনও গিরিশবাবুর ছবি অঙ্কিত আছে; ইনি যজ্ঞ-দ্বারে দ্বারী সাজিয়া পাহাড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। "দুর্গেশনন্দিনীতে" বিদ্যাদিগ্‌গজের ভূমিকাভিনয়ে ইনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। 'মৃণালিনী' অভিনয়ে, যে সময় নবদ্বীপ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং নগরবাসিগণ অত্যাচার-ভয়ে পলায়ন করিতে থাকে, সে সময়ে ইনি একটি স্থূলকায়া রমণীকে তাঁহার বিশাল পৃষ্ঠে চাপাইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুলিতে দুলিতে ছুটিতেন; বেঙ্গল থিয়েটারে যাঁহারা "মৃণালিণীর"

অভিনয় দেখিয়াছেন, সম্ভবতঃ সে অপূর্ব্ব দৃশ্য এখনও তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই।

উক্ত থিয়েটার একবার মফঃস্বলে কোনও রাজবাড়ীতে অভিনয় করিতে যান। সম্প্রদায়ের জন্য রাজবাটী হইতে ষ্টেশনে কয়েকটী হাতী পাঠান হয়। গিরিশবাবু একটী বৃহৎ হস্তী-পৃষ্ঠে চড়িয়া চলিয়াছেন। পথিমধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক কলসীকক্ষে পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিল। তাহারা হাতীর পিঠে গিরিশবাবুর বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিয়া, হাসিয়া ঢলিয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, "দ্যাখ্ দিদি দ্যাখ—হাতীর পিঠে হাতী যাচ্চে।" রাস্তায় একটা হাসির হর্‌রা পড়িয়া গেল। বহু লোক এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সম্প্রদায়ের অনুগমন করিতে লাগিল।

রোকায় ভালবাসা জন্মিবে।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের কোনও প্রধানা অভিনেত্রী হঠাৎ পীড়িতা হওয়ায়, থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বিবেচনা করিলেন, একটু পরিশ্রম করিলে কাদম্বিনী দাসী উক্ত পীড়িতা অভিনেত্রীর নূতন নাটকের ভূমিকাটি অভিনয় করিতে পারে, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে কাদম্বিনী উক্ত দীর্ঘ ভূমিকাটী গ্রহণ করিতে সম্মতা হইবে কিনা, ইহাই সন্দেহস্থল।

স্থির হইল, মিষ্ট করিয়া তাহাকে একখানি পত্র লেখা হউক। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবুর উপর পত্র লিখিবার ভার দেওয়া হইল। অমৃত বাবু থিয়েটারের কোন কর্ম্মচারীকে চিঠিখানি লিখিতে বলিলেন এবং তিনি স্বয়ং dictate করিয়া যাইতে লাগিলেন। অমৃত বাবু প্রথমেই লিখিতে বলিলেন, "নয়নানন্দদায়িনী কাদম্বিনি!" কর্ম্মচারী সবে মাত্র উক্ত ছত্রটী লিখিয়াছেন, এমন সময়ে জনৈক ভদ্র ব্যক্তি কোনও বিশেষ আবশ্যকে অমৃতবাবুর সহিত থিয়েটারে সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

অমৃত বাবুকে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া, কর্ম্মচারীটি নিজের মনগড়া আর একছত্র লিখিয়া রাখিলেন। উক্ত ব্যক্তি চলিয়া যাইবার পর অমৃতবাবু বলিলেন,—"কি লিখ্‌লে?" কর্ম্মচারিটী পড়িলেন, "নয়নানন্দদায়িনী কাদম্বিনি, রোকায় ভালবাসা জানিবে—"তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কর্ম্মচারীটি তাঁহার মুসাবিদাটুকু সুবিধাজনক হয় নাই বুঝিয়া, অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন।

রঙ্গালয়ে স্ত্রী-অভিনেত্রী।

বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামবাগানের দত্তবংশীয় সুবিখ্যাত ও, সি, দত্ত প্রভৃতি কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া, সাহস পূর্ব্বক প্রথম হইতেই গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত),

এলোকেশী, শ্রীমতী জগত্তারিণী এবং শ্যামা নাম্নী চারিটী স্ত্রী-অভিনেত্রী লইয়া বেঙ্গল থিয়েটার (১লা ভাদ্র, ১২৮০ সাল) খুলিয়াছিলেন। বারাঙ্গনা লইয়া থিয়েটার করায়, তাঁহাদের যথেষ্ট বিদ্রূপ এমন কি গালাগালি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছিল।

উক্ত থিয়েটারের পার্শ্বে কয়েকখানি খোলার ঘর বাঁধা হইতেছিল। জনৈক ভদ্রলোক থিয়েটারের জনৈক কর্ত্তৃপক্ষীয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঘরগুলি কি জন্য হ'চ্ছে ম'শায় ?" কর্ত্তৃপক্ষীয় বাবুটী বলিলেন,—"দর্শকগণের জলটল খাবার জন্য।" ভদ্রলোকটী বলিলেন, "তবে যে শুনলুম, আপনাদের একট্রেসদের জন্য আঁতুড়ঘর বাঁধা হচ্ছে ?"

বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায় প্রথমে এতটা সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ প্রাইভেট থিয়েটারে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় হইতেছে।

মড়া কান্না।

জোড়াসাঁকো সান্যাল-ভবনে 'ন্যাসান্যাল থিয়েটারের' প্রথম অভিনীত নাটক "নীলদর্পণ। "নীলদর্পণে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় গ্রহণ করেন।

'বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে, রিহারস্যালকালীন নীলমাধবের মৃত্যু-শয্যার দৃশ্যে সৈরিন্ধ্রীকে যে 'মড়াকান্না' কাঁদিতে হইত, অমৃতবাবু তাহা সহজে আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃতবাবু

নিজ বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটা খালি ভাঙ্গা বাড়ীতে প্রত্যহ দুপ্রহর বেলায় গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবার জন্য সাধনা করিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু সেখানে গিয়া কাঁদিতে শিখাইতেন; উভয়ে গলা মিলাইয়া কান্না অভ্যাস করিতেন। আট দশ দিন এইরূপ কঠোর সাধনায় অমৃতবাবু 'মড়াকান্না' আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যহ এই সাধনার বিষয় পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরা জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে, "ভাঙ্গা বাড়ীতে ভূতে রোজ কাঁদে!"

অমৃতবাবু বলেন,—ব্যাপারটা এই:—"আমি তো সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। প্রথমে নিজে নিজেই আমার পার্টটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। একদিন অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন, "তোমার পার্টটা কেমন হ'ল দেখি?" তিনি আমার পরীক্ষা লইয়া বলিলেন—'না, হয় নি।' এই বলিয়া সৈরিন্ধ্রীর প্রথম দৃশ্যে চুলের দড়ি বিনানর সময় কথার ভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। আমার মেয়েলিপনা ঠিক হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমি ভাবিলাম, বক্তৃতার ধরণটা ঠিক করিয়া লইতে বেশী দেরী হইবে না; আসল ব্যাপারটা হইতেছে ঐ কান্না। ঐটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকটে কান্না শিখিতে গেলাম। তাঁর সেকেলে ধরণের কান্না; সুরটাই মেয়েলি, কিন্তু আমার মনে

হইল যেন emotion এর অভাব। আমার ঠিক উহা ভাল লাগিল না। আমি একাই চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ ঐ পোড়ো বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে আমি মড়াকান্না অভ্যাস করিতাম। একাকী করিতাম, অর্দ্ধেন্দু বা অন্ত কেহ আমার দোসর ছিলেন না। কয়েকদিন পরে আমি অর্দ্ধেন্দুকে বলিলাম, 'একবার আমার কান্নার জায়গাটা শোন দেখি।' মড়াকান্নার অভিনয় দেখিয়া তিনি সানন্দে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন 'বহুৎ আচ্ছা! বেশ হয়েছে।"

'পাণ্ডব-গৌরবের' সমালোচনা।

ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটক দেখিতে মফঃস্বল হইতে একদিন কয়েকটী দর্শক আসিয়াছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল,—উর্ব্বশীকে রঙ্গমঞ্চে কখনও অশ্বিনীরূপে দেখিবে, কখনও বা রমণীরূপে দেখিবে। 'দণ্ডিপর্ব্বের' গল্পে তাহারা শুনিয়াছিল, উর্ব্বশী —"রেতেতে কামিনী হ'ত দিনেতে অশ্বিনী।"

কিন্তু অভিনয়-সৌকর্য্যার্থে গিরিশচন্দ্র এইরূপ সুকৌশলে নাটকখানি লিখিয়াছেন যে, উর্ব্বশী যতবার রঙ্গমঞ্চে বাহির হইতেছে, সব সময়েই রাত্রিকাল। সুতরাং উক্ত মফঃস্বলস্থ দর্শক কয়েকটার একবারও উর্ব্বশীকে অশ্বিনীরূপে দেখিবার সুযোগ ঘটিল না। অবশ্যই নাট্যকারের এই সময়-নির্দ্দেশের নৈপুণ্য তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। ফলতঃ

নৃত্যকলাকুশলা ও গৌরবময়ী অভিনেত্রী—শ্রীমতী চারুশীলা।

('তপোবল' নাটকে রম্ভার ভূমিকায়)

৯৫ পৃষ্ঠা।

উর্ব্বশীকে রঙ্গমঞ্চে অশ্বিনীরূপে একবারও দেখিতে না পাইয়া, তাহারা মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল।

'ড্রপ' পড়িলে তাহারা থিয়েটারের বাহিরে আসিয়া তামাক খাইতে খাইতে পরস্পর এইরূপ নাটকের সমালোচনা করিতেছিল—"গিরিশা ঘোষের এই পালাটা কিচ্ছু হয় নাই। বাল্মুকীমণি যা ল্যাখছে, তার সঙ্গে কিছুই ম্যালে না, ও আগ্‌ড়োম বাগ্‌ড়োম কি সব ল্যাখ্‌ছে। উর্ব্বশীরে দিনরাত্তির মনিষ্যিই দ্যাখ্‌লাম। ঘোড়ার প্যাটের মদ্দি থেকে বেরুবে, তা ঘোড়ার বালামচি অবধি দ্যাখ্‌লাম না।"

মুখের মত।

মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের পারস্য-প্রহসন (পারিসানা) গীতিনাট্য অভিনয় হইতেছে। হাস্যরসাভিনয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে এবং নাট্যকলাকুশলা, জনপ্রিয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী চারুশীলা 'জেলে' ও 'জেলেনীর' ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে জেলে—যখন "তবে চল্—ঘরে চল্, পা টিপ্‌বি আর আমিরি বাত শুন্‌বি"—বলিয়া জেলেনীর সহিত প্রস্থান করে,—সে সময়ে জনৈক দর্শক বলিয়া উঠিল,—"জেলে ভাই, তোমার জেলেনীকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাও।" 'জেলে-বেশী'-অহীন্দ্রনাথ তখন অভিনয়-ছলে 'জেলেনী'-বেশী চারুশীলাকে বলিলেন, "শুন্‌ছিস জেলেনি, তোর ভাই কি ব'লছে ?"

দর্শকমণ্ডলীর উচ্চহাস্যধ্বনিতে রসিক দর্শকটী বিশেষরূপ লজ্জিত হইয়া পড়িল।

খোলস খুলিয়া আসিল।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটারের পরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও—'বেঙ্গলের' ন্যায় 'গ্রেট ন্যাসান্যালে' প্রথম হইতে স্ত্রীলোক-অভিনেত্রী লওয়া হয় নাই। কিন্তু প্রায় ছয় মাস অভিনয় করিয়া, স্ত্রী-অভিনেত্রীর সমধিক আকর্ষণ বুঝিয়া, গ্রেট্ ন্যাসান্যাল সম্প্রদায়ও স্ত্রী-অভিনেত্রী লইবার সঙ্কল্প করেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে,—কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী—এই পাঁচটী স্ত্রী-অভিনেত্রী লইয়া গ্রেট্ ন্যাসান্যাল থিয়েটারে "সতী কি কলঙ্কিনী" (কলঙ্ক-ভঞ্জন) গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়।

বেলবাবু, ক্ষেত্রমোহন বাবু প্রভৃতি যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকা অতি যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিতেন, তাঁহারা অতঃপর প্রয়োজন ও সুবিধামত স্ত্রী-চরিত্রগুলি, ইঁহাদের সহিত সময়ে সময়ে ভাগাভাগি করিয়া গ্রহণ করিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু গ্রেট্ ন্যাসান্যাল থিয়েটার খুলিবার সময় কলিকাতায় ছিলেন না। "সতী কি কলঙ্কিনী" খুলিবার পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনয় করিয়াছিলেন।

সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী—স্বর্গীয়া যাদুমণি দেবী।

৯৬ পৃষ্ঠা।

একদিন 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনয় হইতেছে, অর্দ্ধেন্দুবাবু 'জটিলা' সাজিয়াছেন। 'রাধিকা'-বেশী সুবিখ্যাতা গায়িকা যাদুমণি, যমুনা হইতে সহস্রছিদ্রযুক্ত কলসী বারিপূর্ণ করিয়া আনিয়াছে এবং সেই বারিস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। নন্দালয় আনন্দে পরিপূর্ণ। যশোদা নিজ ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকাকে বসাইয়াছেন। সখিগণ গান ধরিয়াছে—"আঁখি ভরি দেখলো সই—আঁখি ভরি দেখলো।" জটিলা ও কুটিলা অধোমুখে এই সময়ে চলিয়া যায়।

'জটিলা'-বেশী অর্দ্ধেন্দু বাবু যখন চলিয়া যাইতেছেন, সখিগণ তখন ঘুরিয়া ফিরিয়া খুব নাচিতেছে। অর্দ্ধেন্দুবাবু ক্রোধের ভাণে যেমন একটী ছোট সখীর বেণী ধরিয়া টানিয়াছেন,—অমনি সখীটির ছেঁড়া খোঁপা হইতে লম্বা বেণীটী খুলিয়া যাইল। অর্দ্ধেন্দুবাবু মেয়েটীর এমন চুলের অবস্থা জানিতেন না। তিনি আর কি করেন, বেণীটি হাতে করিয়া দর্শকগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"খোলস খুলিয়া আসিল!" দর্শকগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কিন্তু সখীটির লজ্জা ও অভিমানে দুই চক্ষু জল-ধারায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এই বালিকাটী আর কেহ নহে,—ষ্টার থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা গঙ্গাবাই,—যাঁহার বিল্বমঙ্গল নাটকে 'পাগলিনী', নসীরামে 'সোণা', হারানিধিতে 'কাদম্বিনী', বিজয়-বসন্তে 'শান্তা' ইত্যাদি মৌলিক (original) ভূমিকার অভিনয় দর্শনে, এক সময়ে

নাট্যামোদিগণ আত্মহারা হইয়া যাইতেন। বালিকা গঙ্গামণি তখন সবে মাত্র থিয়েটারে আসিয়া যোগ দিয়াছে।

ভাদুড়ী মহাশয়।

ভাদুড়ী মহাশয় নীলামে খরিদ করিয়া পুরাতন জিনিসপত্র বিক্রয় করিতেন। বিডন গার্ডেনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তাঁহার একখানি দোকান ছিল। জিনিসপত্রাদি বিক্রয় লইয়া ষ্টার থিয়েটারের (তখন বিডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার ছিল) সহিত ক্রমে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।

নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র একদিন তাঁহাকে একটী ভাল ছাতার জন্য বলেন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"ভাল ছাতার এখন আমদানি নাই, ভাল একটী মারবেল টেবিল নীলামে খরিদ করিয়াছি, ছাতার বদলে টেবিল নিলে হবে না?" ভাদুড়ী মহাশয়ের ব্যবসাদারী উত্তর শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিয়াছিলেন। গিরিশবাবু ভাদুড়ী মহাশয়ের এই উক্তিটী তাঁহার "আবুহোসেন" গীতিনাট্যে পরে ব্যবহার করিয়াছিলেন। যথা :—তৃতীয় অঙ্ক,প্রথম গর্ভাঙ্কে আবুহোসেন, খোস্‌বোওয়ালাকে বলিতেছে, 'ভাল সাবান আছে?' খোস্‌বোওয়ালা উত্তরে বলিল, "আজ্ঞে, সাবানের বড় আমদানি কম, তবে নীলামে একটা বেশ মারবেল টেবিল কিনেছিলুম, যদি বলেন তো এনে দিই। আপনার কাছে ত আমি লাভ করিনি, লাভ ক'রবোও না।"

ভাদুড়ী মহাশয়ের ঘুম!

অভিনয়-রাত্রে, ভাদুড়ী মহাশয় থিয়েটারের ভিতরে ফুট-লাইটের দিকে উইংসের একপার্শ্বে একটি চেয়ারে বসিয়া প্রায়ই থিয়েটার দেখিতেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্তি বশতঃ থিয়েটার যতটা দেখিতেন, ঢুলিতেন তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী। কোন কোন দিন বা একেবারেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। কিন্তু তিনি যে থিয়েটার দেখিতে দেখিতে ঢুলিয়া থাকেন বা ঘুমাইয়া পড়েন, এ কথা কোনও মতে স্বীকার করিতেন না।

এক রাত্রিতে থিয়েটার দেখিতে দেখিতে তিনি বেশ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন। জনৈক অভিনেতা আসিয়া বলিলেন,—"ভাদুড়ী ম'শায়—ভাদুড়ী ম'শায়, ঘুমুচ্ছেন যে—থিয়েটার দেখ্‌ছেন না?" অভিনেতাটীর পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকিতে ভাদুড়ী মহাশয়ের যখন গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন তিনি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। ভাদুড়ী মহাশয়কে হঠাৎ কাঁদিতে দেখিয়া, থিয়েটারের অনেকেই আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া পড়িলেন। ভাদুড়ী মহাশয় গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—"কারো দুঃখ আমি একেবারে সহ্য ক'রতে পারি না। সীতা বনে গেল—আহা এমন সতী সাধ্বী—তার কপালে এত দুঃখও ছিল!—মানুষে কি এত কষ্ট বরদাস্ত ক'র্‌তে

পারে? প্রাণটা কেমন ক'রে উঠ্‌লো, কান্না আর চেপে রাখ্‌তে পারলুম না!"

সকলে বহু কষ্টে হাস্য দমন করিয়া বলিলেন,—"সীতার দুঃখে কান্না আসে বটে,—কিন্তু "সীতার বনবাস" প্লে হ'চ্ছে কই?" ভাদুড়ী মহাশয় মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—"তবে কি বই হ'চ্ছে?" একজন অভিনেতা রঙ্গমঞ্চ দেখাইয়া বলিলেন,—"বিল্বমঙ্গল প্লে হ'চ্ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? ঐ শুনুন, অমৃত বাবু কি acting ক'চ্ছেন?"

ভাদুড়ী মহাশয়ের কর্ণে তখন সুবিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের জলদ-গম্ভীরকণ্ঠ নিঃসৃত—"ভেবে দেখ মন, কত তোরে নাচায় নয়ন" কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন তিনি আর কি করেন, দুই একবার মাথা চুলকাইয়া আপনাকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ ও একই কথা, সীতাকে বনবাস দেওয়াও যা—চিন্তামণিকে ত্যাগ করাও তাই।"

অর্দ্ধেন্দুবাবুর মাপ।

মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন অর্দ্ধেন্দু বাবু, থিয়েটারের জনৈক ভৃত্যকে খাবার জল আনিতে বলিয়াছেন। ভৃত্য জলের গ্লাস আনিয়া দিলে অর্দ্ধেন্দু বাবু যখন জল পান করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন —জলে কি একটা ভাসিতেছে। তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যকে

ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন। ভৃত্যটী সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"মাপ করুন, বাবু!"

থিয়েটারে সে সময়ে দর্জ্জি আসিয়াছিল,—অর্দ্ধেন্দু বাবু তাহার হাত হইতে 'গজকাটি' কাড়িয়া লইয়া কপট ক্রোধে বলিলেন—"তবে আয় বেটা, তোকে মাপ করি।" ভয়ার্ত্ত ভৃত্য সজল নয়নে যুক্তকরে বলিল,—"দোহাই বাবু, ওরকম মাপ ক'র্‌বেন না।"

ফুলুরি কি মা?

ষ্টার থিয়েটারে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত 'তরুবালা' নাটক অভিনীত হইতেছে। স্বয়ং গ্রন্থকার 'বিহারী খুড়ো'র ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন।

তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে, পারুলের বাটীতে মাতাল বিহারী খুড়ো, পারুলের মাতাকে বলিতেছে, "ঘরে ফুলুরিটে আস্‌টা আছে?" পারুলের মা বলিল—"ফুলুরি কোথা পাব।" পারুল তখন অখিল বাবুর নিকট আদব-কায়দা বজায় রাখিবার নিমিত্ত বারাঙ্গনা-সুলভ কপটতা অবলম্বনে তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ফুলুরিকি মা?' বামা বলিল,—"ও বাছা, সে ডাল দিয়ে এক রকম ক'রে ছোট লোকেরা খায়।" বিহারী খুড়ো বেশী অমৃতলাল বাবু পারুলকে বলিলেন,—'ফুলুরি কি তা জান না? সেই যে পেয়ারা গাছে ফলে—রাঙ্গা রাঙ্গা—গায়ে কাঁটা কাঁটা, কখনো দেখনি বুঝি?

দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলা বাহুল্য, নাট্যকারের মূল গ্রন্থে এ কথাগুলি নাই, ইহা তাঁহার সদ্য সদ্য রচনা।

বেসুরে বাঁচিল সত্যবান!

সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় রামতারণ সান্ন্যাল মহাশয় চিরজীবন সঙ্গীতের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। নটগুরু গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বঙ্গ রঙ্গালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য বলিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতেন। সুর বা তালের কোনওরূপ অঙ্গহানি তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে একরাত্রি সুবিখ্যাত গীতিনাট্যকার স্বর্গীয় অতুল কৃষ্ণ মিত্র বিরচিত "আদর্শ সতী' বা সাবিত্রী-সত্যবান" গীতিনাট্যের অভিনয় হইতেছে। রামতারণ বাবু 'সত্যবানের' ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। পতি-বিয়োগে সাবিত্রী শোক-সঙ্গীত গাহিতেছে।

নেপথ্যে যিনি হারমোনিয়াম বাজাইতেছিলেন, হঠাৎ কেমন তাঁহার সেদিন বেপরদায় হাত পড়িয়া গিয়া শোক-সঙ্গীতটী বেসুরা হইয়া গেল। রামতারণ বাবুর কাণে গিয়া তাহা তীরের মত বিঁধিল। আর কি রক্ষা আছে, তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া, তিনি যে "সত্যবানের" ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে মৃতাবস্থায় পতিত আছেন —সমস্ত ভুলিয়া গেলেন—তাড়াতাড়ি উঠিয়া সবেগে হারমোনিয়াম-

বাদকের দিকে ধাবিত হইলেন। সহসা মৃত সত্যবানকে জীবিত ছুটিতে দেখিয়া রঙ্গালয়ে একটা ভীষণ হাসির রোল উঠিল।

থিয়েটারের ভিতরে বিশিষ্ট অভিনেতারা সান্ন্যাল মহাশয়কে বলিলেন, "রামতারণ বাবু, আজ এ কি একটা ছেলেমানুষী ক'রলে?" রামতারণ বাবু সেদিকে কর্ণপাতও করিলেন না—তিনি হারমোনিয়াম-বাদকের নিকট কৈফিয়ৎ লইতে ব্যস্ত—'কেন গান বেসুরা হইল?

সংক্ষেপ সমস্যা।

বঙ্গরঙ্গালয়ে যে সময় সমস্ত রাত্রি-ব্যাপি অভিনয় হইত,—সে সময়ে একদিন মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের "তপোবল" নাটকের সহিত আর একখানি নাটক জুড়িয়া অভিনয় ঘোষণা করা হয় এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অভিনয় শেষ করিবার জন্য 'তপোবল' নাটকের কয়েকটা দৃশ্য কমাইয়া দিবার নিমিত্ত উক্ত থিয়েটারের জনৈক কর্ম্মচারীর উপর ভার দেওয়া হয়।

গিরিশচন্দ্রের নাটক এরূপ ভাবে গঠিত যে, নাটকের কোনও দৃশ্য বাদ দিতে যাইলে পরবর্ত্তী ঘটনা এবং নাটকীয় চরিত্র একেবারেই অসংলগ্ন হইয়া যায়। কি উপায় অবলম্বন করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া কর্ম্মচারীটি বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

তৎপর দিবস থিয়েটারের কোনও বিশিষ্ট অভিনেতা উক্ত কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"কি ম'শায়, কতটা কমালেন?"

কর্ম্মচারীটি শান্তভাবে উত্তর করিলেন, "দৃশ্য তো একটাও কমাতে পাচ্ছি না,—কি করি বলুন দেখি ?" বিশিষ্ট অভিনেতাটী বলিলেন, —গোটা দৃশ্য না কমাতে পারেন, প্রত্যেক দৃশ্য থেকে বেশী বেশী কথা বাদ দিয়া যান।" কর্ম্মচারীটি বলিল, "সেই ভাবেই যাচ্ছি।" অভিনেতাটী বলিলেন,—"কই, কেমন কমাচ্চেন—এক জায়গা শোনান দেখি ?" কর্ম্মচারীটি বলিলেন—"এই শুনুন, প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে ব্রহ্মণ্যদেব সদানন্দকে বলিতেছে, 'এই ধর না, পদীর মা ব্রত ক'রেছে, দশসের দুধ মেরে ক্ষীর করেছে, সেটুকু চুমুক দিতে হবে।' আমি দশ সের দুধ কমিয়ে পাঁচ সের ক'রে দিয়েছি।"

কর্ম্মচারীটির অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া, সে স্থানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

ব্রহ্মার নাসিকা গর্জ্জন!

ষ্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের "সীতা হরণ" নাটকাভিনয় হইতেছে। 'মায়াবসান' নাটকের 'সাতকড়ি চাটুজ্যে'—ভূমিকার প্রসিদ্ধ অভিনেতা * * ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রামচন্দ্র ও সীতা দেবী পরস্পর প্রেমাভিনয় পূর্ব্বক প্রস্থান করিবার পর কমণ্ডলু-হস্তে ব্রহ্মা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া মহামায়া উদ্দেশে বলেন :—

"মহামায়া, হও মা উদয় আসি,
বর দিয়া ঠেকেছি মা দায় !

*　　*　　*

কল্পনা জননি, করুণা কর মা দাসে,
রক্ষ-কল্পনায় আশ্রয় কর' গো ত্বরা,

•　　•　　•

স্বর্ণ মৃগ-ছায়া দেহ মারীচের হৃদি-মাঝে।"

ব্রহ্মার বরে মহামায়া উদিতা হইয়া—"প্রকৃতিরূপিনী আমি, জ্ঞান তুমি কমণ্ডলুপাণি' ইত্যাদি বলিয়া অভয় প্রদান করেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে ব্রহ্মার পার্ট না থাকায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় থিয়েটারের ভিতরে বিশ্রামকালীন নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়েন। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে কমণ্ডলু-করে প্রবেশ করিয়া যখন তিনি পূর্ব্বোক্ত "মহামায়া, হও মা উদয় আসি' ইত্যাদি acting করিতেছেন, তখনও তাঁহার নিদ্রার জড়তা দূর হয় নাই। যাহা হউক এক রকম করিয়া তাঁহার পার্ট চালাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইলে যখন 'মহামায়া'-বেশিনী অভিনেত্রীটি "প্রকৃতিরূপিনী আমি" ইত্যাদি acting করিতেছেন, তখন হঠাৎ চক্ষু মুদিয়া আসিয়া কখন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কখন যে কমণ্ডলুটী তাঁহার হাত হইতে ষ্টেজের উপর পড়িয়া গিয়াছে, তাহা তিনি কিছুই জানেন না।

মহামায়ার কথা শেষ হইলে, ব্রহ্মাকে বলিতে হইবে—"মহামায়া, রেখ মনে—তবাশ্রিত দেবকুল।" কিন্তু কে সে কথা বলিবে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া তখন নাক ডাকাইতেছেন!

নিদ্রার নিগ্রহ।

নিদ্রাদেবীর এইরূপ অসাময়িক কৃপা-কটাক্ষে মাঝে মাঝে অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীকেই বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়।

মনোমোহন থিয়েটারের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠা অভিনেত্রী, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ন্যায় পূর্ব্বোক্তরূপ কোনও একটি অঙ্কে পার্ট না থাকায় বিশ্রাম করিতে করিতে এমনই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল যে, যখন তাহাকে 'পার্ট আসিয়াছে' বলিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া জাগাইয়া দেওয়া হইল—সে কোন মতেই উঠিবে না। যখন তাহাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইল, তখন সে—"আমি কাজে 'রিজাইন' দিলুম"—বলিয়া পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইল। বিলম্বে ষ্টেজ dull হইবার আশঙ্কায়, যখন তাহাকে তুলিয়া খাড়া দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল,—তখন সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ক্ষেত্রমণির ধৈর্য্য-শক্তি!

প্রতাপচাঁদ জহরীর ন্যাসান্যাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ বধ" নাটক ১২৮৮ সাল ১৬ই শ্রাবণ প্রথম অভিনীত হয়। যদিও তৎপূর্ব্বে ৯ই জ্যৈষ্ঠ (১২৮৮ সাল; তাঁহার রচিত "আনন্দ রহো"

নাটক উক্ত থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, তথাপি 'রাবণ বধ' নাটকাভিনয়ের পর হইতেই তিনি নাট্যকার বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

'রাবণ বধ' নাটকে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব দৃশ্য রঙ্গমঞ্চে দেখান হইত। সুবিখ্যাত নাট্য-শিল্পী স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি মূর্ত্তি ও চালচিত্রাদি পিসবোর্ডে কাটিয়া অতিসুন্দর একখানি প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যস্থলে সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী পরলোকগতা ক্ষেত্রমণি দেবীকে দুর্গা সাজাইয়া দাঁড় করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ক্ষেত্রমণির 'রাবণবধ' নাটকে দুর্গার ভূমিকা ছিল।

ক্ষেত্রমণিকে হুবহু 'দুর্গা' দেখাইয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিবার অভিপ্রায়ে, ধর্ম্মদাস বাবু কুমারটুলি হইতে আটটি মাটির হাত গড়াইয়া—তাহা চিত্রিত ও রত্নালঙ্কার-ভূষিত করিয়া ক্ষেত্রমণির পৃষ্ঠের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিলেন। দুর্গার মুখের ন্যায় রং করিবার জন্য ক্ষেত্রমণির মুখমণ্ডলে হরিতাল ও গর্জ্জন তৈল মিশ্রিত করিয়া উত্তম-রূপে মাখাইয়া পরে কজ্জলে নয়ন, অলক্তে অধর ও মসীতে ভ্রূদ্বয় চিত্রিত করিলেন।

উক্ত দুর্গোৎসব দৃশ্যটা প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া অভিনীত হয়। ক্ষেত্রমণি দেবী, দশভুজা সাজিয়া তাঁহার উভয় হস্তে ঢাল-তরোয়াল

এবং স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে দৃঢ়বদ্ধ মাটির আটটি হস্তের প্রায় অর্দ্ধমণ বোঝা চাপাইয়া, এক পদ সিংহপৃষ্ঠে ও অন্যপদ অসুরের স্কন্ধে রাখিয়া নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন।

এই দুর্গোৎসবের দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চের উপর রাম (গিরিশচন্দ্র ঘোষ), লক্ষ্মণ (মহেন্দ্রলাল বসু), বিভীষণ (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু), সুগ্রীব (শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র), হনুমান (অঘোরনাথ পাঠক), অঙ্গদ ও গন্ধর্ব্বগণ উপস্থিত থাকে। প্রথমেই গন্ধর্ব্বগণ একটি গান গাহিয়া থাকে। পরে রামচন্দ্র বিভীষণকে বলিয়া থাকেন—"মিত্র, মায়ের পূজা করিতেছি, কিন্তু অভয়ার অভয়বাণী তো শুনিতে পাইতেছি না"। বিভীষণ উত্তরে বলেন—"দেবীদহ হইতে নীলপদ্ম আনিয়া দেবীর পূজা করুন।" রামচন্দ্র বলেন—"দেবীদহ দেবের অগম্য স্থান, সেখানে কে যাইবে?" হনুমান বলিল—"পদ-ধূলি পাইলে আমি এখনই লইয়া আসিতে পারি।" রামচন্দ্র আশীর্ব্বাদ করিয়া ১০৮টী নীলপদ্ম তুলিয়া আনিতে বলিলেন। হনুমান চলিয়া যাইল।

রামচন্দ্র পুনরায় দেবীর স্তব করিলেন, তাহার পর আবার গন্ধর্ব্বগণেরা গান গাহিল।

"দুর্গা"-বেশিনী ক্ষেত্রমণির পৃষ্ঠে সে সময়ে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অষ্ট ভুজের গুরু ভার ক্রমশঃই গুরুতর হইতেছে এবং বাদলার মালা, আঁচলা ইত্যাদি ডাকের সাজে আচ্ছাদিত হইয়া ও সম্মুখস্থ ধূপ, ধুনা

স্বনামধন্য নট—স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু।

১৯, ৫৯ ও ১০৮ পৃষ্ঠা।

ও উজ্জ্বল গ্যাসালোকে তাঁহার অত্যন্ত গরম বোধ হইয়া ললাটে ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে।

হনুমান শতাষ্ট নীলপদ্ম আনিলে রামচন্দ্র একটী একটী পদ্ম মাতৃপদে অর্পণ করিয়া শেষে যখন আর একটী মাত্র পদ্মের অভাব দেখিলেন, তখন হনুমানকে বলিলেন—"আর একটী পদ্ম কোথায়?" হনুমান বলিল—"১০৮টী পদ্ম গণিয়া আনিয়াছি।" রামচন্দ্র বলিলেন—"তবে আর একবার দেবীদহে গিয়া আর একটি পদ্ম লইয়া আইস।" হনুমান বলিল "প্রভু, ১০৮টী পদ্ম দেবীদহে ছিল। বোধ হয় মা ছলনা ক'রেছেন।" রামচন্দ্র বলিলেন—"যদি মা সত্যই ছলনা ক'রে থাকেন, লোকে আমাকে 'পদ্ম-আঁখি' বলিয়া ডাকিয়া থাকে,—আমি আমার একটী চক্ষু তুলিয়া দেবী-পদে অর্পণ করিব।" এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে ধনুর্ব্বাণ আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

"এদিকে উত্তরোত্তর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হওয়ায় ক্ষেত্রমণির সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম ছুটিতেছে এবং ললাটের ঘর্ম্ম, মুখের হরিতাল ও গর্জ্জন তৈলে মিশিয়া কজ্জল-ভূষিত চক্ষুর উপর অনবরত ঝরিয়া পড়ায় অসহ্য জ্বালা উপস্থিত করিল। কিন্তু তথাপি তিনি অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে পলকহীন-চক্ষে ঠিক জড়-প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধনুর্ব্বাণ-হস্তে পুনরায় দীর্ঘ স্তব করিয়া যে সময়ে রামচন্দ্র দেবী-পদে অর্পণের জন্য চক্ষু বিদ্ধ করিতে যাইতেছেন,—ঠিক সেই সময়ে নিশ্চল প্রতিমা নড়িয়া উঠিল,—'দুর্গা'-বেশধারিণী ক্ষেত্রমণি সঙ্গে সঙ্গে হস্ত

প্রসারণ করিয়া যখন "কি কর, কি কর দয়াময়" বলিয়া উঠিলেন,—তখন দর্শকগণ বিস্ময়-রসাপ্লুত হইয়া বুঝিতে পারিলেন,—কোনও অভিনেত্রী এতক্ষণ পলকহীন-নেত্রে দুর্গা সাজিয়া খাড়া ছিলেন। মহানন্দে সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

'দুর্গা'-বেশধারিণী ক্ষেত্রমণি—রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার দীর্ঘ অভয়-বাণী শেষ করিবার পর—যখন অপ্সরাগণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া গান গাহিতেছে—তখন ক্ষেত্রমণি কাঁপিতেছেন। গীত শেষ হইলে তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা পতিত হইল,—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রমণিও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

'বিভীষণ'-বেশী নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় রঙ্গমঞ্চ হইতে ক্ষেত্রমণির মুখের ক্রমশঃ একটা অস্বাভাবিক-ভাব বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। ক্ষেত্রমণিকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতে দেখিয়াই, তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ধরিয়া ফেলিলেন।

তখন সকলে আসিয়া ক্ষেত্রমণির অঙ্গ হইতে ডাকের আঁচলা ইত্যাদি এবং স্কন্ধ ও পৃষ্ঠের সহিত দৃঢ়-আবদ্ধ মাটির আটটি হাত খুলিয়া দিলেন। থিয়েটারের ভিতর একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। বিশেষরূপ শুশ্রূষার পর ক্ষেত্রমণির চৈতন্য হইল এবং মুখের হরিতাল ও গর্জ্জন তৈল মিশ্রিত রং উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবার পর বহুক্ষণ পরে তিনি নয়ন উন্মীলন করিতে সক্ষম হইলেন।

নটগুরু গিরিশচন্দ্র মহা কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"টিনের হাত করিয়া দিবার কথা হইয়াছিল, তাহা না করিয়া মাটির হাত কেনই বা করা হইল, এবং আমাদের জিজ্ঞাসা না করিয়া হরিতাল ও গর্জ্জন তৈল মিশ্রণে এই বিষাক্ত রং মাখানই বা কেন হইল ?" সকলে বলিল, "ধর্ম্মদাস বাবুর উপর প্রতিমা সাজাইবার ভার ছিল ; তিনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন, কাহারও সহিত এ সম্বন্ধে তিনি কোনও পরামর্শ করেন নাই।" ধর্ম্মদাস বাবুকে গিরিশ বাবু ডাকিতে বলিলেন। ধর্ম্মদাস বাবু অপ্রতিভ হইয়া আর গিরিশ বাবুর সম্মুখে যাইতে সাহসী হইলেন না। তিনি থিয়েটার হইতে তখনই সরিয়া পড়িলেন।

অবশ্যই সাধারণ বঙ্গ-রঙ্গালয়ের আদি ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ-শিল্পী ধর্ম্মদাস বাবু দুর্গা প্রতিমা সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে একটা নূতন রকমের চটক লাগাইবার জন্যই এইরূপ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহার পরিণাম কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহা অতটা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বাবু বলেন, বঙ্গনাট্যশালা দূরে থাক্— জগতের নাট্য-ইতিহাসে ক্ষেত্রমণির ন্যায় এরূপ ধৈর্য্যশক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

মুস্তফী সাহেবের মুষ্টিযোগ।

মিনার্ভা থিয়েটারে যে সময়ে অতুলবাবুর "শিরী ফরহাদ" গীতিনাট্যের রিহারস্তাল হয়, সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়ি বাবু) 'মহবুবের' ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মহবুবকে কোনও একটী দৃশ্যে "হো হো" করিয়া হাসিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে হইত। কড়িবাবুর সেই হাসি প্রাণের সহিত বাহির হইত না—যেন কাষ্ঠ হাসির ন্যায় বোধ হইত। তিনি নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দু বাবুকে ধরিয়া বসিলেন,—"সাহেব, যাহাতে আমার হাসি প্রাণের সহিত বাহির হয়, সেইরূপ আমাকে শিখাইয়া দিতে হইবে।" অর্দ্ধেন্দুবাবু 'আজ শিখাইব, কাল শিখাইব' করিয়া বিলম্ব করিতে থাকেন। কড়িবাবু প্রত্যহ অনুরোধ করিয়া শেষ হতাশ হইয়া আর তাঁহাকে কিছু বলিতেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবু কড়িবাবুর বিরক্তির কারণ বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না।

বঙ্গ-রঙ্গালয়ে প্রত্যেক নাটকাদির প্রথমাভিনয় রজনীতে অভিনেতৃগণ আচার্য্য ও বিশিষ্ট-অভিনেতাগণকে নমস্কার করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। 'শিরী-ফরহাদের' প্রথম অভিনয় রজনীতেও অভিনেতৃগণ রঙ্গমঞ্চ প্রবেশের পূর্ব্বে প্রচলিত প্রথামত সকলকে নমস্কারাদি করিলেন। কিন্তু কড়িবাবু অভিমান বশতঃ অর্দ্ধেন্দুবাবুকে নমস্কার করিলেন না। অর্দ্ধেন্দুবাবু কড়িবাবুর এই অভিমানের কারণ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, কিন্তু কোনও কথা কহিলেন না।

যে সময়ে কড়িবাবু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত 'হো হো হাসি' হাসিবার উপক্রম করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে সম্মুখস্থ উইংসের পার্শ্বে একটা শব্দ শুনিয়া যেমন চাহিয়াছেন,—দেখিলেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু দিগম্বর বেশে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছেন। কড়িবাবু সেই

দৃশ্য দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সেইরূপ হাসিতে হাসিতেই অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলেন। অভিনয়ও সুন্দর এবং স্বাভাবিক হইল।

উক্ত দৃশ্য অভিনয় করিয়া কড়িবাবু থিয়েটারের ভিতরে গিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার পিট চাপড়াইয়া বলিলেন, "কেমন, প্রাণের হাসি শিখ্‌লি তো, বড় যে অভিমান করেছিলি!"

কড়িবাবু বলেন—'সে ছবি আজ পর্য্যন্ত আমি ভুলিতে পারি নাই এবং এমন নূতন রকমের শিক্ষাও কাহার নিকট প্রাপ্ত হই নাই।'

রোগের অবস্থা দেখিয়া কোন্ রোগীকে কিরূপ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে হইবে, গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু শেখর উভয়েই তাহা বিলক্ষণরূপ বুঝিতেন এবং ইহাই তাঁহাদের শিক্ষাদানের বিশেষত্ব ছিল। তবে গিরিশচন্দ্র বিশেষ গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন।

পেটের ব্যথার মহৌষধ।

ষ্টার থিয়েটার যে সময়ে বিডন ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল, সে সময়ে তত্রস্থ জনৈক সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মধ্যে মধ্যে পেটে ব্যথা ধরিয়াছে বলিয়া থিয়েটার কামাই করিতেন। অভিনয়-রজনীতে তাঁহার ভূমিকাভিনয় লইয়া কর্তৃপক্ষগণকে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত।

একদিন উক্ত থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় থিয়েটারে গিয়া শুনিলেন, তাঁহাকে সে দিন

"চৈতন্য-লীলায়" জগাইএর ভূমিকা অভিনয় করিতে হইবে। 'প' বাবুর আজও আবার পেটে ব্যথা ধরিয়াছে, আসিতে পারিবেন না বলিয়া খবর পাঠাইয়াছেন।

অভিনয় আরম্ভ হইবার তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। অমৃতবাবু কতকটা বিরক্ত হইয়া এবং প্রকৃত ব্যাপারটাই বা কি তাহা জানিবার জন্য থিয়েটার-সন্নিকটস্থ 'প' বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

'প' বাবু বহির্ব্বাটীতে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। অমৃত বাবুকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে দেখিয়াই হুঁকা রাখিয়া যন্ত্রণাসূচক চীৎকার আরম্ভ করিলেন। অমৃতবাবু মুহূর্ত্তে স্বরূপ অবস্থা বুঝিয়া লইলেন এবং মৌখিক সহানুভূতি জানাইয়া তৎক্ষণাৎ পেটে বেলেস্তারা লাগাইবার ব্যবস্থা করিলেন। 'প' বাবু ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "একে পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছি, তাহার উপর বেলেস্তারার জ্বালা সহ্য করিতে পারিব না। বেলেস্তারা লাগাইয়া আর কাজ নাই।" অমৃতবাবু বলিলেন, "কোন ভয় নাই, বেলেস্তারা দিলে এখনই যন্ত্রণার উপশম হইবে।" এই বলিয়া তিনি 'প' বাবুর অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেলেস্তারা আনাইয়া পেটে লাগাইয়া দিলেন এবং যে পর্য্যন্ত না তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হইল, সে পর্য্যন্ত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন না।

ইহার পরও 'প' বাবু মাঝে মাঝে থিয়েটার কামাই করিতেন বটে, কিন্তু পেটের ব্যথার নাম আর কখনও তিনি মুখে আনেন নাই।

আনাড়ী ভৃত্য।

কোহিনুর থিয়েটারে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের "চাঁদবিবি" নাটকের অভিনয় হইতেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা স্বর্গীয় মুনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টু বাবু) 'একলাস খাঁ'র ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন।

রঙ্গমঞ্চ হইতে ভিতরে আসিয়া তিনি "মহাবীর" নামক জনৈক নূতন বেয়ারাকে তামাক দিতে বলিলেন। সে হুঁকা না ফিরাইয়া তামাক দেওয়ায় মণ্টু বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং হুঁকা ফিরাইয়া পুনরায় তামাক সাজিয়া আনিতে বলিলেন। ভৃত্য প্রস্থান করিলে, তাঁহার পার্ট আসায় তিনি তাড়াতাড়ি ষ্টেজে প্রবেশ করিলেন।

নূতন ভৃত্যটী ভয়ে-ভয়ে ভাল করিয়া হুঁকায় ছিঁচ্‌কে দিয়া ও জল ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল—বাবু ষ্টেজের উপর অভিনয় করিতেছে। সে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ষ্টেজের মধ্যে গিয়া মণ্টু বাবুকে হুঁকা দিতে গেল। মণ্টু বাবু যতই পশ্চাদ্‌পদ হইয়া তাহাকে সঙ্কেত করিয়া চলিয়া যাইতে বলেন—সে ততই কলিকায় ফুঁ দিয়া হুঁকা হস্তে অগ্রসর হইতে থাকে। সহসা এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মণ্টু বাবুর ক্রোধ-রক্ত-নয়ন এবং দর্শকগণের হৈ-হৈ শব্দে নূতন ভৃত্যটী 'হতভম্ব' হইয়া পড়িল। হঠাৎ উইংসের দিকে চাহিয়া দেখে

—সকলে তাহাকে তীব্রস্বরে ডাকিতেছে। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সে হুঁকা লইয়া প্রস্থান করিল।

দইয়ে ভূত।

অনেক সময়ে নাট্যকারেরা, বাস্তব ঘটনা তাঁহাদের নাটকে সুকৌশলে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। একটী হাস্যরসাত্মক সত্য ঘটনা মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাঁহার "পাণ্ডব-গৌরব" নাটকে কিরূপ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রকাশ করিতেছি।

বিশ্ব-বিখ্যাত রামমোহন রায়ের পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ দানশীল ও উদারচরিত স্বর্গীয় হরিমোহন রায় মহাশয় কিরূপ সৌখিন এবং 'খামখেয়ালী' মেজাজের লোক ছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। বাটীর সম্মুখে তাঁহার বাজার বসান, তাঁহার সখের যাত্রা, হোরমিলার কোম্পানীর সহিত টক্কর দিয়া স্বল্প ভাড়ায়—ক্রমে বিনা ভাড়ায় ও একঠোঙা করিয়া প্রত্যেক আরোহীকে খাবার উপহার দিয়া —গীত-বাদ্য-মুখরিত নিজ জাহাজে আরোহিগণকে গ্রহণ করা ইত্যাদি তাঁহার সম্বন্ধে নানা কাহিনী এখনও গল্পের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে।

এক সময়ে রাত্রিকালে তাঁহার দধিবিক্রয় করিবার ঝোঁক হওয়ায়, তিনি তাঁহার 'মধুসূদন' নামক একজন ভৃত্যকে রাত্রি ৯ টার পর সহরে দধি ফিরি করিতে পাঠাইতেন। মধুসূদন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত "চাই দই, চাই দই" করিয়া সহরে ঘুরিয়া বেড়াইত। সহরবাসিগণ শয়ন

করিয়া তন্দ্রাবস্থায় মধুসূদনের কণ্ঠস্বর শুনিতেন—আবশ্যক বোধে কেহ কেহ ক্রয়ও করিতেন। রসিক সম্প্রদায় মধুসূদনকে লইয়া মজা ও আমোদ করিতেন।

কিছুকাল পরে আর রাত্রিকালে মধুসূদনের মধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত "চাই দই—চাই দই" শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। সহরে রাষ্ট্র হইল—মধুসূদনের অকাল মৃত্যুতে হরিমোহন বাবু দধি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

কিছুদিন গত হইলে আবার গভীর রাত্রে মধুসূদনের গলার ন্যায় সেই "চাই দই, চাই দই" শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সহরে একটা গুজব উঠিল—মধুসূদন মরিয়া "দইয়ে ভূত" হইয়াছে এবং সেই দইয়ে ভূতই রাত্রে "চাই দই চাই দই" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

কোনও একটি বারাঙ্গনা কোনও একটি বাবুর আশ্রয়ে ছিল। বারাঙ্গনাটীর দৃঢ় বিশ্বাস—মধু 'দইয়ে ভূত' হইয়াছে; বাবু কিন্তু কোনও মতে ভূত মানিতে চাহেন না; তিনি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। একদিন রাত্রে এই লইয়া তর্ক করিতে করিতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ রকম বিবাদ বাধিয়া উঠিল। শেষে বারাঙ্গনা ভীষণ কুপিতা হইয়া বাবুটীকে বলিল,—"যদি 'দইয়ে ভূত' মানো, আমার ঘরে থাক,—নইলে এখনি বেরিয়ে যাও।"

বাবুরও বচসা করিয়া মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল;—তিনি রাগ করিয়া তখনই বাহির হইয়া গেলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে

গ্রাসান্যাল থিয়েটারে আসিয়া উপস্থিত। থিয়েটার সম্প্রদায়ের সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন। হঠাৎ অসময়ে থিয়েটারে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, যখন তিনি 'দইয়ে-ভূত' না মানিবার জন্য তাড়িত হইয়া আসিয়াছেন বলিলেন—তখন সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র উক্ত ঘটনাটী "পাণ্ডব-গৌরব" নাটকে কৌশলে প্রয়োগ করিয়াছেন। যথাঃ—ঘেসেড়ানী ঘেসেড়াকে বলিতেছে—"তুই 'ঘোড়া-ভূত' মান্‌বি নি ?" ঘেসেড়া বলিল—"না।"

*   *   *   *

ঘেসেড়ানী বলিল—"তবে বেরো—তুই। তোর মত পাঁচ পোণ ঘেসেড়া আমি এখনি বাজার থেকে নিয়ে আস্‌বো। আমার সাফ্ কথা,—ঘোড়াভূত মান্‌তে চাও, আমার সঙ্গে থাক, ভাত বেড়ে দিচ্ছি খাও ; আর যদি না মান্‌তে চাও—বেরোও।"

"নিশি গর্জ্জতি"।

"পাণ্ডব-গৌরব" নাটকের একখানি গীতের প্রথম ছত্র পূর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়। ঘটনাটী এই :—

একদিন রাত্রি প্রায় ২টার সময় অনিদ্রা বশতঃ গিরিশচন্দ্র 'ভাগীরথী' নামক তাঁহার একজন উড়ে খানসামাকে গা-হাত টিপিয়া দিতে ডাকিয়াছেন। ভাগীরথী আসিয়া গা-হাত টিপিয়া দিতেছে। এমন সময়ে তিনি বলিলেন—"হ্যাঁরে, কি একটা শব্দ হ'চ্চে নয়!—

কি শব্দ বল দেখি? "উড়ে ভৃত্যটী অনেকক্ষণ স্থিরভাবে শব্দ লক্ষ্য করিয়া বলিল—"নিশি গর্জ্জন্তি।"

ভাগীরথীর এই উত্তরে কবি-হৃদয়ে বেশ একটু রসের উপলব্ধি হইল। সে সময়ে তিনি "পাণ্ডব-গৌরব" নাটক লিখিতেছিলেন। ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানীর গান বাঁধিবার সময়—এই রসের তিনি অবতারণা করেন। যথা:—"কালা রাতি চলে সাঁই সাঁই সাঁই!"

গলায় ডড়ি ডেব, নইলে হত্তুকী খেয়ে মরবো।

নাট্যাচার্য্য ও রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত "সরলা"র অভিনয়ে একস্থলে 'গদাধরচন্দ্র' বলিয়া থাকে, "হয় আমি গলায় ডড়ি ডেব, নইলে হত্তুকী খেয়ে মর্‌বো।" অমৃতলাল বাবু তাঁহার বাল্য-স্মৃতি হইতে এই রসাল বুলিটী গদাধরচন্দ্রের মুখে বসাইয়া দিয়াছিলেন। মূল ঘটনাটী এই:—

বাল্যকালে যখন তিনি শ্যামবাজার বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন,—সে সময়ে তাঁহাদের বিদ্যালয়ের পার্শ্বে খোলার ঘরে এক ঘর ময়রা বাস করিত। বৃদ্ধ ময়রার সহিত প্রায়ই তাহার স্ত্রীর ঝগড়া হইত। একদিন ময়রা-বুড়ো ঝগড়া করিতে করিতে অত্যন্ত রাগিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে, "আর আমি এ প্রাণ রাখ্‌বো না। হয় গলায় দড়ি দেব, নইলে হত্তুকী খেয়ে মর্‌বো!'

টিফিনের ছুটিতে অমৃতলাল ও অন্যান্য ছাত্রগণ ময়রা বুড়োর এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু কবি-হৃদয়ে সেই রস-স্মৃতি লোপ পায় নাই, যথা সময়ে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

মীরকাসিমের দাড়ি।

গিরিশচন্দ্র যখন যে নাটক লিখিতেন, তখন—সেই নাটকীয় ভাব ও চরিত্র লইয়া দিবারাত্র আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন। ঐতিহাসিক "মীর কাসিম" নাটক লেখা হইতেছিল, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন পরম পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি পরম আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—"কি হে, মঠ থেকে কবে এলে ?" স্বামিজী বলিলেন, "তিন দিন এসেছি।" গিরিশবাবু বলিলেন, "তিন দিন কলিকাতায় এসেছ, আর আজ এখানে এলে ? যে কয়দিন থাক্‌বে, প্রত্যহ একবার ক'রেও আস্‌বে। তোমাদের দেখ্‌লে থাকি ভাল। অনেকদিন ধ'রে ঠাকুরের কথা হয় নাই। একটু recreation এর আবশ্যক হয়েছে। 'মীর কাসিম' নাটক লিখ্‌ছি। কেবল ষড়যন্ত্র —কেবল ষড়যন্ত্র—প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে। কাল ইচ্ছা ক'রেই বই লেখা বন্ধ রেখেছিলুম ; তবুও সমস্ত রাত ভাল ঘুম হয় নাই। ঘুমুলেই স্বপ্নে দেখি, মীর কাসিম মুখের কাছে এসে এক গাল দাড়ি নাড়্‌ছে।" *

---

* ১৯১১খৃঃ, মার্চ্চ মাসে গভর্ণমেণ্ট, উত্তেজক গ্রন্থ বলিয়া গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম এবং ছত্রপতি শিবাজী ঐতিহাসিক নাটক তিনখানির অভিনয়, বিক্রয় এবং পুনর্মুদ্রন বন্ধ করিয়া দেন।